বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

প্রহসন

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

প্রহসন

কাজী মায়মুর হোসেন

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ফ্রেসনো সিটির সেলুনে প্রচণ্ড মার খেল কার্ল বোর্ডার।
পরদিন শহরে স্টেজ থেকে নামল সশস্ত্র এক আগন্তুক—ম্যাক্স ব্যান্ড। খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দেয়া হলো তাকে, জড়িয়ে গেল এক গভীর চক্রান্তে।

খরায় শুকনো উপত্যকার মাটি লাল হয়ে উঠছে একের পর এক হত্যায়। ফাঁসির দড়ি গলায় পরানো হলো ম্যাক্সের। এখন? ওকে কি মরতে হবে বিনা অপরাধে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

প্রহসন

কাজী মায়মুর হোসেন

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 8141 2
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব লেখকের
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স. ৮৫০
পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
PROHOSHAN
A Western Novel
By Qazi Maimur Husain

ছাব্বিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at
boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রহসন

ওয়েস্টার্ন

প্রহসন

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।
রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী।
জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।
আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।
বজলুর রহমান: বাজি।
খসরু চৌধুরী: ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।
তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি।
কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।
কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র।
প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি।
মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে।
শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ।

এক

কোনও ছায়া নেই। উত্তপ্ত উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছে তিন অশ্বারোহী। মাথার ওপর সূর্যটা আগুনের কুণ্ডের মত দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে সোনালী আগুন ঝরাচ্ছে অবিরাম। এক ফোঁটা বাতাস নেই, গোটা উপত্যকায় ঘাসের একটা ডগাও নড়ছে না।

'অবস্থা খারাপ,' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করল ফোরম্যান রবিন। রোদ থেকে বাঁচতে চোখ সরু করে রেখেছে। হ্যাটের তলা দিয়ে লম্বা লাল চুলগুলো বের করে দিয়েছে সে গরম কম লাগবে এই আশায়।

'ক্রীকের ধারে সবকিছু স্বাভাবিক দেখলেই ফিরব,' মুখ দিয়ে দম টেনে বলল র‍্যাঞ্চার কার্ল বোর্ডার।

'তোমার ধারণা হ্যারল্ড এখনও আছে?' গত একঘণ্টায় এই প্রথম মুখ খুলল জেসন। মোটাসোটা লোক সে। কথা বলে খুব কম। বাধ্য না হলে চুপ করে থাকাই ওর পছন্দ।

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ভ্রূ কোঁচকাল র‍্যাঞ্চার। 'আমার মনে হয় যায়নি। পাওনা টাকা না নিয়ে যাওয়ার লোক হ্যারল্ড নয়।'

শ্রাগ করে স্যাডলে আরেকটু ঝুঁকে বসল জেসন। চুপ করে আছে। র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে সে একমত নয়। ওর ধারণা চামড়া আস্ত থাকতে থাকতেই সরে পড়েছে বুদ্ধিমান হ্যারল্ড, বেতনের জন্য অপেক্ষা করে মরার ঝুঁকি নেয়নি।

গত তিনমাসে লেযি বি র‍্যাঞ্চের সাতজন কাউহ্যান্ড খুন হয়েছে গুপ্তঘাতকের হাতে। কেউ একজন লেযি বিকে পথে বসাতে চাইছে।

ক্রীকের কাছে এসে পানির গন্ধ পেয়ে ঘোড়াগুলো নিজেরাই গতি বাড়াল। বৃষ্টি নেই অনেকদিন। খরা চলছে, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে জমি। অতিরিক্ত তাপে চোখের সামনে ঢেউয়ের মত দুলছে দূরের পাহাড়শ্রেণী।

লেযি বি র‍্যাঞ্চের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেল তিন অশ্বারোহী। ঘাসজমি শেষ হয়ে পাথুরে রুক্ষ ভূমি শুরু হয়েছে এখান থেকে। সীসে রঙা মাটির দু'ইঞ্চি নিচেই রয়েছে নিরেট পাথর। দু'এক গুচ্ছ ঘাস ছাড়া আর কিছুই জন্মায়নি জমিতে। কিছুক্ষণ ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে উত্তরে রওয়ানা হলো ওরা। ওদিকে তাকালে দূর থেকেই দেখা যায় সবুজের একটা দেয়াল মরুভূমিকে হটিয়ে রেখেছে, র‍্যাঞ্চের ঘাসজমির দিকে এগোতে দেয়নি। আগাছা, মেসকিট, স্প্যানিশ সোর্ড, প্রিকলি পেয়ার গায়ে গা লাগিয়ে জন্মেছে; তৈরি করেছে প্রাকৃতিক দেয়াল।

ঝোপঝাড়ে ঢোকার পর একদল বাদামী মাছির উৎপাত শুরু হলো। গাছ গাছালির মাঝ দিয়ে ক্রীকের দিকে এগিয়েছে সরু ট্রেইল। বাঁক ঘুরল কার্ল বোর্ডার। ক্রীকের ওপর চোখ পড়তেই ঘোড়া থামিয়ে চেয়ে রইল বিস্মিত চেহারায়। ওক কাঠের খুঁটি পুঁতে চার তারের বেড়া দেয়া হয়েছে, ক্রীকটাকে আলাদা করে দিয়েছে ওর রেঞ্জ থেকে। সূর্যের আলোয় ঝিলিক মারছে স্টীলের নতুন তার। বেড়ার ওপারে বয়ে যাচ্ছে ক্রীক। ফেনা তুলে ছুটে চলেছে শীতল পানি। জায়গায় জায়গায় দু'একটা পাথর মাথা তুলে জেগে আছে।

স্যাডলে চুপ করে বসে থাকল চিন্তিত কার্ল বোর্ডার। বেড়া দেখে প্রথমে মনে করেছিল কোনও নেস্টরের কাজ, কিন্তু ধারণা

পাল্টে গেছে তার। যতদূর চোখ যায় বেড়া দিয়ে আলাদা করা হয়েছে ক্রীক। নেস্টর নয়। বড় কোনও র‍্যাঞ্চার বা প্রভাবশালী কেউ সীমানা টেনেছে, বোঝাতে চাইছে ভবিষ্যতে আর ক্রীক ব্যবহার করতে পারবে না লেযি বি।

'হেনরি ব্র্যাডেন?' মাথা থেকে হ্যাট খুলে গম্ভীর চেহারায় র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল জেসন।

'তাই তো মনে হয়,' বলল র‍্যাঞ্চার।

'গতকাল বা পরশু বসিয়েছে খুঁটি,' টাকরায় শব্দ তুলে বলল রবিন। 'সকালে ছেলেদের বেড়া ছিঁড়ে ফেলতে পাঠাব।'

'হ্যারল্ড আমাদের জানায়নি কেন?' আপনমনে প্রশ্ন করল র‍্যাঞ্চার। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সঙ্গীদের দিকে, হাত তুলে বেড়া দেখিয়ে বলল, 'কয়েকটা খুঁটি উপড়ে ফেলে দাও। ক্রীকের ওপারে ট্র্যাক আছে কি না দেখতে হবে।'

রবিন আর জেসন লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল। দুটো খুঁটির মাথায় গিঁঠ দিয়ে দড়ির অন্যপ্রান্ত বাঁধল নিজেদের স্যাডল হর্নে। ঘোড়াগুলোকে উল্টোদিকে এগোতে বাধ্য করল ওরা। টান টান হয়ে গেল দড়ি। কিছুক্ষণ পর প্রায় একই সঙ্গে উপড়ে এল ওক গাছের খুঁটি দুটো। তার সহ ওগুলো মাটিতে পড়ে যাওয়ায় বিশ ফুট ফাঁক তৈরি হলো বেড়ায়।

বেড়া পার হয়ে ক্রীকের তীরে থামল ওরা। একটু দম ফিরে পাওয়ার সুযোগ করে দিল ঘোড়াগুলোকে। পাড়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল জেসন। ওর তীক্ষ্ণ অস্থির দৃষ্টি কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর গলা খাঁকারি দিয়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল সে।

'কি?' চুরুট জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে ম্যাচের কাঠির আগুন নিভিয়ে জানতে চাইল কার্ল বোর্ডার।

'ট্র্যাক, বস্। বুট আর ঘোড়ার চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে দশ-বারোজন।'

'কোনদিকে গেছে?'

'ক্রীকে নেমেছে। পানির ভেতর দিয়ে এগিয়েছে ট্র্যাক গোপন করার জন্য।'

শ্রাগ করল কার্ল বোর্ডার। 'রওয়ানা হয়ে যাও। ওদের পরিচয় জানা দরকার।'

গম্ভীর চেহারায় গিয়ে ঘোড়ায় উঠল জেসন। অগভীর ক্রীক পার হয়ে এগোল তীর ধরে। চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে, অস্পষ্ট চিহ্নও নজর এড়াচ্ছে না। বেশিদূর যেতে হলো না ওকে, ঘোড়া থামাল সে ক্যাম্প ফায়ারের পোড়া মাটি দেখে। ক্রীকের তীরে ছোট্ট আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করা হয়েছে। কফি বীন ছড়িয়ে আছে মাটিতে। ঘাসগুলোর ডগা ভেঙে গেছে বুট পরা পায়ের চাপে।

সরু ট্রেইলটা যেখানে উত্তর দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছে কান খাড়া করল জেসনের ঘোড়া। ঝোপের মধ্যে নড়ে উঠেছে বড় কোনও প্রাণী। সিক্সগান হাতে স্যাডল থেকে পিছলে নামল জেসন। সাবধানে এগোল শব্দ লক্ষ্য করে। ঝকমকে স্যাডল পরানো একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে ঝোপের ভেতর, দড়িদড়া পেঁচিয়ে যাওয়ায় আটকে পড়েছে ওখানে।

হ্যারল্ডের ঘোড়া চিনতে দেরি হলো না জেসনের। ওরকম স্যাডল আর কেউ ব্যবহার করে না। ঘোড়াটা এখানে কেন, হ্যারল্ড কোথায়? চিন্তাটা মাথায় আসতেই ঘন ঝোপের মাঝ দিয়ে নিঃশব্দে এগোল জেসন। চারদিক নিস্তব্ধ। সতর্ক হয়ে উঠল ইন্দ্রিয়গুলো, বিপদের আশঙ্কায় টানটান হয়ে আছে দেহের সমস্ত পেশী।

পেছনে শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল ঘোড়ায় চেপে

এগিয়ে আসছে র‍্যাঞ্চার আর রবিন। ওরা ঘোড়া থেকে নেমে ঝোপের গোড়ায় দড়ি বাঁধার পর আঙুল উঁচিয়ে সামনে দেখাল জেসন, তারপর ঝোপের আরও ভেতরে ঢুকে এগিয়ে চলল। ঝোপের মাঝ দিয়ে বিশ পঁচিশ গজ এগোনোর পর লাশটা চোখে পড়ল ওর। উপুড় হয়ে স্প্যানিশ সোর্ডের একটা ঝাড়ের কাছে পড়ে আছে হতভাগ্য হ্যারল্ড। চেহারা বিকৃত। পিঠে বুলেটের গর্ত। শেষ মুহূর্তে মৃত্যু-যন্ত্রণায় দু'হাতে মাটি খামচে ধরেছিল বেচারা। রক্ত মাখা শুকনো মাটি আঙুলগুলোয় লেগে আছে।

'এদিকে এসো, ওকে পাওয়া গেছে!' ঢোক গিলে কর্কশ বেসুরো গলায় চেঁচাল জেসন।

ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে হাজির হলো র‍্যাঞ্চার আর রবিন। গম্ভীর বিষণ্ন চেহারায় লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল র‍্যাঞ্চার। কিছুক্ষণ পর শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল জেসনের দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'পিঠে গুলি করেছে!'

'হ্যারল্ড অস্ত্র বের করেনি হোলস্টার থেকে,' দু'হাতে কপাল টিপে ধরল রবিন। 'ওকে অ্যাম্বুশ করা হয়েছে—কোনও সুযোগ দেয়নি আততায়ী।'

উঠে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার, চেহারায় ভাবের কোনও প্রকাশ নেই। সঙ্গীদের ওপর চোখ বোলাল সে, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে বলল, 'ঘোড়ায় ওঠাও, র‍্যাঞ্চে ফিরে কবর দেব।'

লাশ হয়ে শেষবারের মত প্রিয় বে ঘোড়ায় চাপল হ্যারল্ড। দেহটা ভাল মত বাঁধল জেসন স্যাডলের সঙ্গে। স্প্যানিশ সোর্ডে লেগে পা কেটে গেছে ঘোড়াটার, ফিরতি পথে গতি হলো খুব ধীর। বিকেল পাঁচটার খানিক পরে শেষ রিজটা টপকে লেযি বি র‍্যাঞ্চের ছড়ানো ছিটানো কাঠের বাড়িগুলোর কাছে পৌঁছল ওরা।

'ওকে বার্নে রেখে এসো, তোমাদের সঙ্গে জরুরী আলাপ

আছে,' র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে বলল র‍্যাঞ্চার। লাগাম রবিনের হাতে ধরিঁয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠন জ্বালল সে, গিয়ে বসল জানালার পাশে রাখা নরম গদিমোড়া চেয়ারে। পা ছড়িয়ে দিয়ে একটা চুরুট ধরাল। শুনতে পাচ্ছে কিচেনে গুনগুন করে গান গাইছে জেনিস। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে স্ট্যু'র লোভনীয় গন্ধ। দু'বছর আগে বউ মরার পর থেকেই মেয়েটার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়েছে র‍্যাঞ্চার। একদিন এই র‍্যাঞ্চ হবে জেনিসের। মরার আগে মেয়েকে সুখী দেখতে চায় র‍্যাঞ্চার। ইচ্ছে ছিল মেয়ে পুবেই থাকুক, পড়ালেখা করুক, কিন্তু মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েই ছুটে চলে এসেছে জেনিস। বহুবার বলার পরও বাবাকে ছেড়ে আর যায়নি, বরং জেদ করে পুরুষদের সমস্ত কাজ শিখে নিয়েছে। বউয়ের কথা মনে পড়তে ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাঞ্চার। এমির মত লাজুক নয়, মেয়েটা হয়েছে তারই মত জেদী আর একগুঁয়ে।

এবার বোধহয় সময় এসেছে জোর করে হলেও জেনিসকে পুবে পাঠানোর। হেনরি ব্র্যাডেন হামলা শুরু করায় বড় বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। ফাঁকা হুমকি দেয়ার লোক ব্রাডেন নয়, লেযি বি'র চারধারে বিপদ ঘনিয়ে তুলছে সে।

দরজায় টোকার শব্দ পেয়ে রবিন আর জেসন এসেছে বুঝে গলা উঁচিয়ে ভেতরে আসতে বলল র‍্যাঞ্চার। ওরা ঘরে ঢুকতেই খুলে গেল কিচেনের দরজা। ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে কি যেন বলতে গিয়েও বাবার চেহারা দেখে থমকে গেল জেনিস, একে একে নজর বোলাল রবিন আর জেসনের ওপর। সবাই চুপ করে আছে দেখে ইতস্তত করে নীরবতা ভাঙল। 'আবার খারাপ কিছু একটা ঘটেছে, না?'

'কিচেনে গিয়ে ডিনার সাজাও, জেনিস,' বলল গম্ভীর র‍্যাঞ্চার।

'র‍্যাঞ্চের কোনও ব্যাপার হলে আমারও জানার অধিকার আছে,' বাবার চেয়েও গম্ভীর হয়ে উঠল জেনিসের চেহারা।

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'খুন করা হয়েছে হ্যারল্ডকে। আমরা লাশ নিয়ে এসেছি, কাল সকালে কবর দেয়া হবে।'

'কেন খুন করা হলো?'

চুপ করে বসে থাকল র‍্যাঞ্চার। ল্যাম্পের হলুদ আলোয় চেহারা দেখে পাথরের মূর্তি বলে মনে হচ্ছে তাকে। রবিন বলল, 'ক্রীকে বেড়া দেয়া হয়েছে। আমার ধারণা লোকগুলোর সামনে পড়ে গিয়েছিল হ্যারল্ড। নিজেদের পরিচয় গোপন করার জন্য পিঠে গুলি করেছে ওকে।'

'হেনরি ব্র্যাডেন।' কোনও প্রশ্ন নয়, স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে নামটা উচ্চারণ করল জেনিস।

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'প্রমাণ কই? শেরিফ জিব হবসনকে জানাতে পারি, কিন্তু কিছু করার নেই তার। একমাত্র স্বাক্ষী হ্যারল্ড তো আর মুখ খুলবে না কখনও!'

'কিন্তু বেড়া, বেড়ার কি হবে?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল জেনিস।

'কালকে খুলে ফেলা হবে ওটা,' অদ্ভুত নিষ্পলক চোখে মেয়ের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'যাও, জেনিস, কিচেনে গিয়ে নিজের কাজ করো।'

বাবাকে হঠাৎ অপরিচিত মনে হলো জেনিসের। প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। দরজা ভিড়িয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ হবার পরও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল কার্ল বোর্ডার, তারপর তাকাল কাউহ্যান্ডদের দিকে। 'বসো তোমরা। কিছু একটা করতে হবে, এভাবে চুপ করে থাকা যায় না। ব্র্যাডেন আমাদের ফতুর করতে চাইছে।'

'ঠিকই বলেছ,' চেয়ার টেনে বসে পড়ল রবিন। 'কাউহ্যান্ডরা যখন শুনবে হ্যারল্ডও মারা গেছে, তখন অনেকেই হয়তো চলে যেতে চাইবে। ওদের দোষ দেয়া যায় না। বিশবছর ধরে আছি, তারপরও পালাতে ইচ্ছে করছে আমার!'

গোঁফে তা দিতে দিতে এগিয়ে এসে র‍্যাঞ্চারের সামনে কাউচে বসল জেসন। 'হেনরি ব্র্যাডেনও চাইছে লেযি বি ছেড়ে সবাই চলে যাক, অরক্ষিত হয়ে পড়ুক রেঞ্জটা। কি করবে ভেবে দেখো, কার্ল। রেঞ্জ ওয়ার শুরু হলে আমরা ওদের সঙ্গে পারব না। ব্র্যাডেনের লোকরা বেশিরভাগই গানম্যান।'

'তোমারও কি একই মত?' রবিনের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'হ্যাঁ, জেসন ঠিকই বলেছে। আমরা গানম্যান নই। মুখোমুখি লড়ার সুযোগ থাকলেও চেষ্টা করা যেত, কিন্তু পিঠে গুলি খেয়ে মরার কোনও মানেই হয় না। এরকম চললে কাউহ্যান্ডরা মোটা বেতনের লোভেও লেযি বিতে থাকতে চাইবে না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বুকে হাত বেঁধে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সে যখন এখানে আসে তখন প্রায় মরুভূমি ছিল জায়গাটা। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করতে হয়েছে তাকে। এই র‍্যাঞ্চের প্রতিটা পরতে জড়িয়ে আছে স্মৃতি। রক্ত পানি করা পরিশ্রম করেছে। মরুভূমিকে লড়াইয়ে হারিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে সবকিছু। কথা যখন বলল খুব তিক্ত আর বিষণ্ন শোনাল কণ্ঠস্বর। 'এমির কবর আছে এখানে। হেনরি ব্র্যাডেনের মত কোনও লোকের হুমকির মুখে এখন পিছিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা থাকবে কি না জানি না, তবে শোডাউনে যদি ব্যাপারটা গড়ায় তাহলেও মরার আগে পর্যন্ত একা লড়তে আপত্তি নেই আমার।'

'আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না। জীবনের অর্ধেক সময় পার

করেছি এই র‍্যাঞ্চে, মরতেও চাই এখানে।' বলল রবিন।

সায় দিয়ে কাউচ ছাড়ল জেসন, জানালার সামনে গিয়ে র‍্যাঞ্চারের কাঁধে হাত রাখল। 'কাজের কথা বলো, কার্ল, এখন কি করতে চাও?'

'আজকেই ফ্রেসনো শহরে যাব আমরা, গানম্যান ভাড়া করব ব্র্যাডেনের মত। এছাড়া আর কোনও পথ তো দেখছি না।'

'সবাইকে চাকরি দিয়ে ফেলেছে হেনরি ব্র্যাডেন,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। 'ভাল গানম্যান পাওয়া যাবে না এই তল্লাটে।'

সেলুনের দরজার দিকে মুখ করে বসেছে বলে বারলি করবিনই প্রথমে দেখল জেসন, রবিন আর কার্ল বোর্ডার ঘোড়ায় চেপে আসছে। বারলির ডানদিকে বসেছে হেনরি ব্র্যাডেন। টরটিয়া জো'র সঙ্গে কার্ড খেলছে লইয়ার জর্জ স্যামুয়েলসন। বসে বসে দেখছে র‍্যাঞ্চার, মাঝেমধ্যে দু'এক হাত খেলছে। করবিনের কথায় খেলা থেকে নজর ফেরাল সে। দরজার দিকে তাকিয়ে শীতল হাসি ফুটে উঠল সরু দু'ঠোঁটে।

'আমি জানতাম আসবে ওরা,' নিচু গলায় বলল ব্র্যাডেন। ওই টেবিলে বসা চারজন ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না তার কথা। 'কার্ল বোর্ডার নিশ্চয়ই বেড়ায় হোঁচট খেয়েছে। ভাবছে গানম্যান ভাড়া করবে।'

'শোডাউনে যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি, সেলুনে কেন এল ওরা?' জিজ্ঞেস করল জর্জ স্যামুয়েলসন।

'ভয় পাচ্ছ?' ঠোঁট মুড়ে বাঁকা হাসল টরটিয়া জো।

'না,' নির্বিকার চেহারায় বলল লইয়ার, 'তবে আমি গানম্যান নই।'

'তাহলে চুপ করে বসে থাকো, আমরা সামলাচ্ছি ওদের,' আবার হাসল হেনরি ব্র্যাডেন তার শীতল হাসি। চোখ জোড়া স্থির হলো বারে দাঁড়ানো র‍্যাঞ্চার আর লেযি বি কাউহ্যান্ডদের ওপর।

কাউহ্যান্ডরা সশস্ত্র। হোলস্টারের বাইরে বেরিয়ে আছে কোল্টের বহু ব্যবহৃত মসৃণ বাঁট। হাতের উল্টোপিঠে ঠোঁট মুছল ব্র্যাডেন। বোঝার চেষ্টা করছে ঠিক কতখানি উসকে দিলে লোকগুলোকে পিস্তলযুদ্ধে নামানো যাবে। একবার ওরা বাঁটে হাত ছোঁয়ালেও চলবে, খুন করে পরে বলা যাবে আত্মরক্ষার জন্য ওর লোকেরা বাধ্য হয়েছে কাজটা করতে। শেরিফ হবসন ছাড়া আর কেউ আপত্তি করবে না। প্রভাবশালী প্রায় প্রত্যেকেই তার হাতের মুঠোয়। টাকা খেয়ে, পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে বশ হয়ে গেছে। তবু সাবধান থাকাই ভাল। শেরিফকে অফিস থেকে সরানোর পর...

আবার খেলায় মনোযাগ দিল হেনরি ব্র্যাডেন। কয়েকটা চিপস টেবিলের মাঝে রাখা পটে ফেলে লইয়ারের দিকে তাকাল। 'তোমাকে কল দিলাম, জর্জ।'

হাতের কার্ড চিত করে টেবিলে ফেলল লইয়ার, হাত বাড়াল চিপসগুলো নিজের দিকে টেনে আনার জন্য। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তিন কুইন।'

খপ করে জর্জ স্যামুয়েলসনের কব্জি ধরে ফেলল র‍্যাঞ্চার, নিজের কার্ড না দেখিয়েই বলল, 'স্ট্রেট ফ্লাশ।'

দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করে চেয়ারে হেলান দিল লইয়ার। অস্বস্তি মাখা চেহারায় বলল, 'তাহলে আমি হেরে গেছি।'

বাম হাতে চিপসগুলো নিজের কাছে সরিয়ে আনল হেনরি ব্র্যাডেন। ঘাড় না ফিরিয়েই জোর গলায় বলল, 'শুনলাম কি নাকি একটা ঝামেলায় পড়েছ, কার্ল?'

বার থেকে চোখ সরিয়ে ব্র্যাডেনের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। বুঝতে পারছে ওকে রাগিয়ে দিয়ে ফায়দা লুটতে চাইছে লোকটা। 'তেমন কিছু না,' অবশেষে বলল সে শান্ত স্বরে।

'শুনে খুব খুশি হলাম, মনটা ভাল হয়ে গেল,' দাঁত বের করে

হাসল ব্র্যাডেন। 'এখন ঝামেলায় না জড়ানোই ভাল। শুনেছ নাকি, খরার কারণে র‍্যাঞ্চারদের কাছ থেকে ঋণের টাকা ফেরত চাইছে ব্যাংক।'

'তাই? জানতাম না!' মুহূর্তের জন্য বোকা বোকা হয়ে গেল কার্ল বোর্ডারের চেহারা।

'আমিও জানতাম না। বিকেলে ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল, তখনই প্রথম শুনলাম। ছোট র‍্যাঞ্চগুলোর ব্যবসা ভাল চলছে না, তাই ঝুঁকি না নিয়ে ঋণের টাকা ফেরত চাইবে ব্যাংক।'

চুপ করে থাকল কার্ল বোর্ডার। ব্যাংকের কাছ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি সে পায়নি। ব্র্যাডেনের কথা শুনে গোটা ব্যাপার এখন আঁচ করতে পারছে। লোকটা সরাসরি কোনও হুমকি দেয়নি, তবে যা বোঝানোর বুঝিয়ে দিয়েছে ইঙ্গিতে। সে যা বলবে ব্যাংক ম্যানেজার তা-ই করবে বিনা প্রশ্নে। ফ্রেসনো সিটি ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি টাকা জমা আছে ব্র্যাডেনের। এমনকি হেড অফিসও জানে যে এতবড় খদ্দের হারালে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। ব্র্যাডেন একবারে টাকা তুলে নিলে ব্যাংকের ফ্রেসনো শাখা সচ্ছলতা হারাবে, মন থেকে আস্থা উঠে যাবে মানুষের। সম্ভবত ব্র্যাডেনের কথাতেই মত বদলে ফেলছে ব্যাংক। এর আগে খরার সময় ঋণ গ্রহিতাদের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হত, এখন আর হবে না। দুঃসময়ে ডিমান্ড নোটের সময় পিছিয়ে দেয়ার বদলে এগিয়ে দেবে ব্যাংক।

'তোমার অবশ্য কোনও অসবিধা হবে না,' নিশ্চুপ কার্ল বোর্ডারের দিকে তাকিয়ে টিটকারির হাসি হাসল ব্র্যাডেন। 'শুনেছি লেযি বি'র ক্রীকে প্রচুর পানি আছে। অনেকের তুলনায় খরার সময়টা সহজে পার করতে পারবে তুমি। অবশ্য...বলা যায় না। কানে এসেছে কারা যেন তোমার কাউহ্যান্ডদের ভয় দেখিয়ে গরু রাসলিঙ করে নিয়ে যাচ্ছে। কথাটা সত্যি নাকি?'

'ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না; প্রতিবছরই এরকম হয়,' অজান্তেই

এক পা সামনে বাড়ল ক্রুদ্ধ র‍্যাঞ্চার। 'ভাবছি আমার জমিতে বেড়া দেয়ার সাহস তুমি পেলে কি করে।'

চেয়ার ঘুরিয়ে কার্ল বোর্ডারের দিকে মুখ করে বসল ব্র্যাডেন। চেহারা থেকে মেকি হাসি মুছে গেছে। কিছুক্ষণ চোখ সরু করে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল সে, তারপর শুষ্ক কণ্ঠে কৈফিয়ত চাইবার সুরে জানতে চাইল, 'তোমার ধারণা বেড়া আমি দিয়েছি?'

'হ্যাঁ। শুধু তাই না, তোমার গানম্যানরা হ্যারল্ডকে অ্যাম্বুশে ফেলে খুন করেছে।'

ভ্রূ কোঁচকাল ব্র্যাডেন। 'কোনও প্রমাণ আছে? যা বলছ ভেবে বলো, ফালতু বকে লাভ নেই!'

'আমার যতটুকু দরকার তারও বেশি প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি, ব্র্যাডেন। তোমাকে বলে দিচ্ছি, এরপর লেযি বি'র রেঞ্জে তোমার ভাড়াটে খুনীদের দেখা গেলে আগে গুলি করে পরে প্রশ্ন করা হবে।'

এতক্ষণ চেয়ারে চুপ করে বসে ছিল বারলি করবিন, এবার সে নড়েচড়ে বসে চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাল ব্র্যাডেনের দিকে। 'বেশি বাড় বেড়েছে, বস্। তুমি কি বলো, দেব শিক্ষা?'

রাগের মাথায় আরও দু'তিন পা এগিয়ে দাঁড়াল বোর্ডার। দু'হাত মুঠো করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কি শিক্ষা দেবে, করবিন? তোমার অন্য শিকারদের মত আমাকেও পিঠে গুলি করে মারতে চাও?'

সশব্দে চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল বারলি করবিন। চোখ জোড়া জ্বলছে আক্রোশে। সিক্সগানের বাঁটে হাত দিয়েও থমকে গেল। সত্যি কথা মনে খোঁচা দিলেও বসের নির্দেশ না শুনে উপায় নেই ওর।

'খবরদার, করবিন!' ধমকে উঠেছে ব্র্যাডেন। নীরবতায় চাবুকের মত তীক্ষ্ণ শোনাল তার কণ্ঠ। 'আমাকে বোঝাপড়া করতে দাও!' মত বদলে ফেলেছে সে, এখনই প্রকাশ্যে কার্ল বোর্ডারকে

খুন করা ঠিক হবে না। তারচেয়ে পরে, গোপনে কাজটা করাই ভাল।

'বরং আমার হাতেই ছেড়ে দাও বুড়ো গাধাটাকে।' এখনও করবিনের ডানহাত সিক্সগানের বাঁট ছুঁয়ে আছে। আবেদনের দৃষ্টিতে তাকাল সে ব্র্যাডেনের দিকে। তৈরি হয়ে আছে, চোখের কোণে বোর্ডারকে সামান্য নড়তে দেখলেও ড্র করবে।

'সেলুনে এসব কি হচ্ছে!' মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ করল সাধারণ কয়েকজন কাস্টোমার।

'কি ব্যাপার, ব্র্যাডেন?' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল কার্ল বোর্ডার। 'ঠেকালে কেন, আমার তো বিশ্বাস তুমিও মনে প্রাণে চাও তোমার পোষা কুকুর আমাকে খুন করুক। তোমার খুব সুবিধা হয়ে যাবে, সহজেই কব্জা করতে পারবে লেযি বি।'

'আমি চাই গোলাগুলির মধ্যে না গিয়ে খালি হাতে তোমাকে করবিন পেটাক,' কড়া চোখে ঘরের সবাইকে দেখল ব্র্যাডেন। চেয়ার ঘুরিয়ে আবার টেবিলের দিকে ফিরল, কার্ড তুলে কয়েকবার শাফ্‌ল্ করে বলল, 'বিশ্বাস করো, করবিন যখন থামবে তোমার মনে হবে এর চেয়ে গুলি খেয়ে মরাও ভাল ছিল।'

ব্র্যাডেনের কথা শুনে সিক্সগানের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিল করবিন। বিশাল শরীর দু'একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে আড়ষ্টতা দূর করল। তারপর ভয়ঙ্কর হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে লম্বা পা ফেলে এগোল র‍্যাঞ্চারের দিকে। পিষে ফেলবে আজ সে হালকা পাতলা কার্ল বোর্ডারকে।

একটু পেছনে সরে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল টেক্সান র‍্যাঞ্চার। চোখ সরু করে দেখছে করবিনকে। ভয় পেয়েছে, কিন্তু পিছিয়ে যাওয়ার লোক সে নয়। মনে মনে গাল দিচ্ছে নিজেকে। এই পরিণতি ও নিজেই ডেকে এনেছে। উচিত ছিল বারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ব্র্যাডেনের কথা হজম করে নেয়া। এখন বড় দেরি হয়ে গেছে, ঠিকই ওকে ফাঁসিয়ে দিয়ে বিপদে ফেলেছে চতুর

হেনরি ব্র্যাডেন। হাতাহাতি লড়াই এড়ানোর আর কোনও উপায় নেই।

কার্ল বোর্ডারের পাঁচফুটের মধ্যে পৌঁছে ঘাড় ফেরাল করবিন। 'ফুল ডোজ ওষুধ দেব?'

'হ্যাঁ,' কার্ড থেকে চোখ না সরিয়ে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল ব্র্যাডেন। এক মুহূর্ত পর বোর্ডারের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট প্রসারিত করল। 'তোমার কাউহ্যান্ডদের নাক গলাতে মানা করে দাও, কার্ল।' চোখের ইশারায় টরটিয়া জো'কে দেখাল সে। চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে আছে টরটিয়া। হাতে পিস্তল। কখন ড্র করেছে দেখেনি কেউ। নিষ্কম্প হাতে অস্ত্রটা তাক করে আছে রবিন আর জেসনের মাঝ বরাবর। একটুও দ্বিধা না করে ট্রিগার টানবে প্রয়োজন হলে।

পিঠের কাছে শিরশির করে উঠল কার্ল বোর্ডারের। হঠাৎ অনুভব করল গোটা ব্যাপার করবিনের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে আলগোছে সরে গেছে ব্র্যাডেন। কথা বলে সময় নষ্ট করার লোক নয় বিশালদেহী করবিন। এগিয়ে আসছে লোকটা। লম্বা-চওড়া হলেও চলাফেরা বেড়ালের মত ক্ষীপ্র। দু'হাত মুঠো করে ফেলেছে।

মুখোমুখি হওয়ার পর একপাশে সরে হাত চালাল র‍্যাঞ্চার। ঘুসিটা আসতে দেখে ঘাড় কাত করে মাথা সরিয়ে নিল করবিন। প্রতিপক্ষকে নড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বামহাতেও ঘুসি মেরেছে র‍্যাঞ্চার। করবিনের চোয়ালে লাগল ঘুসিটা। হাড়ের সঙ্গে হাড় ছেঁচে যাওয়ার ভোঁতা শব্দ হলো। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পিছিয়ে গেল ক্রুদ্ধ গানম্যান। দ্রুত বামহাত তুলে গার্ড নিল। মুষ্টিযোদ্ধাদের মত পেশাদারী দক্ষতায় মুহূর্তে মুহূর্তে এগোচ্ছে পেছোচ্ছে। মুখ দিয়ে খিস্তি বেরচ্ছে একনাগাড়ে।

হঠাৎ মুহূর্তের জন্য করবিনের চোয়াল অরক্ষিত দেখে এক পা সামনে বেড়ে ঘুসি মারার জন্য হাত তুলল কার্ল। ধোঁকা দিয়েছে গানম্যান। এবার প্রস্তুত ছিল লোকটা, পাশে সরে গায়ের জোরে

মারল র‍্যাঙ্গারের কানে। কার্লের মনে হলো জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে সে। এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল। মাথার ভেতর নানারকম শব্দ হচ্ছে, ঘোলা হয়ে গেছে দৃষ্টি। আবছাভাবে দেখল হাসছে নিষ্ঠুর গানম্যান। এগিয়ে আসছে। দু'চোখ ভরা ঘৃণা।

দু'হাতে গার্ড নিল কার্ল। অনবরত মাথা ঝাঁকাচ্ছে চোখের সামনে থেকে আবছা ভাবটা দূর করার জন্য। বৃষ্টির মত ঘুসি পড়ছে ওর বাহু আর কাঁধে। অবশ হয়ে যাচ্ছে মাংসপেশী। তিরিশ সেকেন্ড যুঝে একটু সামলে নিল কার্ল। এখনও মাথার ভেতর ঝনঝন করছে, কিন্তু ফিরে এসেছে দৃষ্টির স্বচ্ছতা। দু'হাতে এক নাগাড়ে কয়েকটা পাঞ্চ বসাতে পারল সে করবিনের বুকে আর পেটে। বাধ্য করল পিছিয়ে যেতে। কিন্তু মাত্র ক্ষণিকের জন্য, তারপরই আক্রমণ অগ্রাহ্য করে আবার এগিয়ে এল বিশালদেহী গানম্যান।

বামহাতি জ্যাব আসতে দেখে সরে গেল কার্ল, কিন্তু মুখ বরাবর ডানহাতের জোরাল ঘুসি এড়াতে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। চরকির মত তার দেহ পাক খেলো ঘুসির প্রচণ্ডতায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একটা খালি টেবিলের ওপর। কোনার বেরিয়ে থাকা কাঠ খোঁচা লাগাল পেটে। বুক থেকে সশব্দে বাতাস বেরিয়ে গেল। সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে অসহ্য ব্যথার ঢেউ। কার্লের মনে হলো শরীরে এক বিন্দু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। তবু পেছনে পায়ের শব্দ শুনে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে।

কলার ধরে তাকে নিজের দিকে ফেরাল গানম্যান, একের পর এক ঘুসি মারতে শুরু করল। মুখে পরপর কয়েকটা ঘুসি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কার্ল। অর্ধ অচেতন অবস্থায় গোটা শরীর ঝাঁকি খেল। ফুঁপিয়ে উঠল। পেটে সবুট লাথি বসিয়ে দিয়েছে বারলি করবিন। আবার ব্যথায় ককিয়ে উঠল কার্ল। থামছে না গানম্যান, পেটে পরপর কয়েকটা লাথি মেরে অচেতন র‍্যাঙ্গারের মুখ ছেঁচে দেয়ার জন্য পা তুলল। চাইছে কার্লের নাকটাকে চেহারার সঙ্গে

মিশিয়ে দিতে।

'যথেষ্ট হয়েছে,' করবিনের উদ্দেশে হাত নেড়ে শান্ত স্বরে লাথি মারতে মানা করল হেনরি ব্র্যাডেন। 'অজ্ঞান হয়ে গেছে, ব্যথা পাবে না আর। ওকে বাইরে ফেলে দিয়ে এসো, আরেকদিন হাতের সুখ করে নিয়ো।' কথা শেষ করে হাতের কার্ডে মনোযোগ দিল সে। নিরুদ্বিগ্ন চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এখানে যেন কিছু ঘটেইনি।

উবু হয়ে অজ্ঞান কার্ল বোর্ডারকে দু'হাতের ভাঁজে তুলে নিল বারলি করবিন। সেলুনের দরজার কাছে পৌঁছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বেকায়দা ভঙ্গিতে সুইঙ ডোরে বাড়ি খেয়ে উড়ে গিয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ল র‍্যাঞ্চারের দেহ। ধুলো থিতিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল করবিন। তারপর চেহারায় তৃপ্তি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। রবিন আর জেসনের দিকে তাকিয়ে খসখসে গলায় বলল, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তোমাদের বস্ রাস্তায় অপেক্ষা করছে।'

মাথা নিচু করে থমথমে চেহারায় সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল লেযি বি'র কাউহ্যান্ড দু'জন। লেযি বি'র কাউহ্যান্ডদের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে প্রবীণ, র‍্যাঞ্চার সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত ওদেরই চালিয়ে নিতে হবে সিদ্ধান্ত দেয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো। কিন্তু কার্ল সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত হেনরি ব্র্যাডেনকে কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

কার্ল বোর্ডারের অজ্ঞান দেহ ঘোড়ার পিঠে বেঁধে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা লেযি বি'র পথে। জেসনের সঙ্গে রবিন বাজি ধরেছে এক সপ্তাহের মধ্যে কার্ল বিছানা থেকে উঠতে পারবে না। যদি বা পারেও, ব্র্যাডেনের প্রস্তাব মত র‍্যাঞ্চ বেচে দেয়ার ব্যাপারে আর আপত্তি করবে না, জেনিসকে নিয়ে এখানের পাট চুকিয়ে চলে যাবে পুবে।

জেসন শুধু গম্ভীর চেহারায় মাথা নেড়েছে, কোনও জবাব দেয়নি। কার্ল বোর্ডারকে ভালমত চেনে সে।

দুই

ফ্রেসনো সিটি। সিটি না বলে টাউন বলাই ভাল। সাধারণ এক ফ্রন্টিয়ার টাউন। চোখে পড়ার মত তেমন কিছু নেই গোটা শহরে। গোড়ালির সমান উঁচু সাদা রঙের ধুলো রাস্তা ঢেকে দিয়েছে। এলোমেলো বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় খুব তাড়াহুড়ো করে পরিকল্পনা ছাড়াই একদিনে তৈরি করা হয়েছে। দোতলা-তিনতলা কাঠের জীর্ণ বাড়িগুলো অদ্ভুত। বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে একতলা অ্যাডোবিগুলোর পাশে। রঙ নেই। বহুদিনের রোদ বৃষ্টিতে মুছে গিয়ে মলিন দেখাচ্ছে। শহরের মাঝখানে মস্ত এক কটনউড গাছ। নেড়া। একটাও পাতা নেই। বোঝা যায় গাছটাকে ঘিরেই শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল।

স্টেজ থামতেই ছোট্ট একটা বেডরোল কাঁধে নিয়ে নামল ম্যাক্স ব্র্যান্ড। স্টেজকোচ বাঁকের আড়ালে ডিপোর দিকে চলে যাবার পর নজর বোলাল চারধারে। একপলকে দেখে নিল সবকিছু। ক্লান্ত দেহ টেনে এগোল।

গত চারদিন ধরে স্টেজকোচে বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছে ম্যাক্স। তাই এই শহরটা চোখে পড়তেই নেমে পড়েছে। এখানে থাকার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। রাতটা হোটেলে বিশ্রাম নিয়েই কালকে ভাল দেখে একটা ঘোড়া কিনবে, তারপর রওয়ানা হয়ে যাবে। কোথায়? জানে না ম্যাক্স। শুধু জানে, অতীতকে পেছনে ফেলে বহুদূরে কোথাও চলে যেতে হবে, যেখানে ছোট্ট

বোনটার স্মৃতি ওকে ধাওয়া করবে না। লিসার খুনীরা বেঁচে নেই, তবু স্বস্তি পায় না ম্যাক্স। চোখের পাতা বন্ধ করলেই লিসাকে দেখতে পায়। আগামী সপ্তাহে মাত্র আঠারোয় পা দিত বেচারি, কিন্তু •লোকগুলো একা কেবিনে···অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে লিসা।

এই দুই বছরেই বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ম্যাক্সকে দেখে কে বলবে ওর বয়স তেইশ! শুধু চেহারা নয়, পরিবর্তন এসেছে ওর সবকিছুতে। বেড়েছে অভিজ্ঞতা। দৃষ্টি হয়ে গেছে শীতল। বদলে গেছে সিক্সগান ঝোলানোর কায়দা। আগে যারা বর্তমান পশ্চিমে ওকে সিক্সগানে সবচেয়ে চালু মনে করত তারা এখন ওর ড্র দেখলে কি বলবে ভাবল ম্যাক্স। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা বাড়াল রাস্তার ডানধারের ক্যান্টিন লক্ষ্য করে।

ক্যান্টিনের ভেতরটা অন্ধকার হলেও বাইরের চেয়ে গরম কম। হাতের বেডরোল মেঝেয় নামিয়ে দরজার দিকে মুখ করা একটা চেয়ারে বসল ম্যাক্স। কাউন্টারের পেছনের দরজা খুলে গেল। বিশাল ভালুকের মত হেলেদুলে এগিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল সাদা এপ্রন পরা মেক্সিকান ক্যান্টিনমালিক। মাথা ঝুঁকিয়ে ছোট্ট বো করে বলল, 'এত আগে আমরা ডিনার তৈরি করি না, সেনর।'

'একটা কিছু হলেই চলবে।' লোকটার চোখে চোখ রাখল ম্যাক্স।

মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনের ঘরে গিয়ে ঢুকল মেক্সিকান। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে টেবিলে নামিয়ে রাখল স্ট্যু, রুটি আর কালো কফি। সমীহ মেশানো কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুকের দিকে। 'চলবে, সেনর?'

'চলবে।'

খাবারের ওপর রীতিমত আক্রমণ চালাল ম্যাক্স। স্বাদ মন্দ নয়। পাঁচ মিনিটের মাথায় শেষ রুটির টুকরোটা দিয়ে স্ট্যুর বাটি সাফ করে হাত বাড়াল কফির মগের দিকে। এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে ওর খাওয়া দেখেছে ক্যান্টিনমালিক। এবার কিছুক্ষণ উসখুস করে জানতে চাইল, 'আজকের স্টেজে এসেছ, সেনর?'

'হ্যাঁ। ধুলো খেতে আর ভাল লাগল না, নেমে পড়লাম এখানে। কাল সকালে একটা ঘোড়া কিনে রওয়ানা হয়ে যাব আবার।'

'লিভারি স্টেবলে খোঁজ নিলে পেয়ে যাবে ভাল ঘোড়া। ফ্র্যাঙ্কো গোমেজ লিভারি স্টেবলের মালিক। সাবধান না থাকলে তোমাকে বাজে ঘোড়া গছিয়ে দেবে। রাতে খোলা আকাশের নিচে থাকতে না চাইলে হোটেলে যেতে পারো। আমাদের শহরে একটাই হোটেল। গরমের মৌসুম বলে খালিই পাবে। ভাড়াও বেশি না।'

'ধন্যবাদ,' কফি শেষ করে মগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ম্যাক্স, বেসিন থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে টেবিলের ওপর একটা ডলার রাখল। তারপর মেঝে থেকে বেডরোল তুলে নিয়ে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল দৃঢ়পায়ে।

ভ্রূ কুঁচকে আগন্তুকের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল বিশালদেহী মেক্সিকান ক্যান্টিন মালিক। জাত গান ফাইটার চিনতে ভুল হয় না তার। সে নিশ্চিত, আগন্তুক শহরে থাকলে বিরাট কোনও গোলমাল বেধে যাবে। আগেই হেনরি ব্র্যাডেনকে খবর দিয়ে দায়িত্ব সারতে হবে, না হলে যেকোন সময় নেমে আসবে বিপদের খাঁড়া।

হোটেল প্রায় খালি। মাত্র একজন কাস্টোমার আছে। ঠিকই বলেছে ক্যান্টিনমালিক, রুম পেতে কোনও অসুবিধা হলো না ম্যাক্স ব্র্যাডেনের। গোসল সেরে কাপড় পাল্টে ঘরে ফিরল সে। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করল। অনেক, অনেকক্ষণ পর ঘুম নামল ওর চোখে। বার বার ঘুমের মধ্যে চমকে উঠল বাজে দুঃস্বপ্ন দেখে। লিসা...চারটা রক্তাক্ত মৃতদেহ...লিসা...পেটে ঢুকে আছে রক্তমাখা ছোরা...।

খুব ভোরে শেষ দুঃস্বপ্নটা দেখে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল ম্যাক্স। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। বিছানা থেকে উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে পুবে তাকাল। সূর্য উঠতে দেরি আছে এখনও। পুব দিগন্তে সরু একটা রূপোলী রেখা মাত্র দেখা দিয়েছে। হালকা শীতল বাতাস ম্যাক্সের দেহে সান্ত্বনার পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

ভাবনায় ডুবে গিয়ে অনড় দাঁড়িয়ে থাকল ম্যাক্স। ঘুমিয়ে আছে ফ্রেসনো সিটি।

খানিকক্ষণ পর চটকা ভাঙল ওর। হোটেলের বিল রাতেই মিটিয়ে দিয়েছে। বেডরোল হাতে নিচে নেমে এল সে। দরজা খুলে বোর্ডওয়াক ধরে পৌছে গেল লিভারি স্টেবলে। ওকে দেখে ঝিমানি বাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেঁটে মেক্সিকান। ম্যাক্স বুঝল এর কথাই বলেছিল ক্যান্টিন মালিক। ফ্র্যাঙ্কো গোমেজ চতুর লোক, সন্দেহ নেই। ওকে দেখেই বুঝে নিয়েছে এখানে কেন এসেছে। পেছনের একটা স্টল থেকে কালো একটা বে ঘোড়া নিয়ে এসে ম্যাক্সের সামনে থামল সে।

'তিরিশ ডলার। স্যাডলের জন্য আরও পাঁচ।'

চমৎকার ঘোড়া। পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল ম্যাক্স। 'আমি রাজি।'

বে'র পিঠে স্যাডল চাপানোর পর পঁয়ত্রিশ ডলার গোমেজকে বুঝিয়ে দিল ম্যাক্স, বিক্রির রসিদ পকেটে পুরে রওয়ানা হয়ে গেল। এত সকালে বেশিরভাগ লোকই এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। রাস্তা একেবারে ফাঁকা আর নির্জন। কাউকে চোখে পড়ল না ওর। শহর থেকে বেরিয়ে দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছোটাল।

ম্যাক্স দূরে চলে যাবার পর স্টেবল সংলগ্ন অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। স্টেবলে ঢুকল। ফ্র্যাঙ্কো গোমেজ চমকে উঠল বারলি করবিনকে অসময়ে স্টেবলে আসতে দেখে। চোখ সরু করে মেক্সিকানের দিকে তাকাল করবিন। 'লোকটাকে চেনো?'

'কোন্ লোকটা, সেনর করবিন?' বোকা বোকা চেহারা করল ফ্র্যাঙ্কো।

'যে লোকটার কাছে কালো ঘোড়া বেচেছ তাকে চেনো?'

'না, সেনর।'

'তাহলে ঘোড়া বিক্রি করলে কেন? জানো না লোকটা গ্যানম্যান? বোর্ডার যদি তাকে আনিয়ে থাকে?' চোয়াল শক্ত হয়ে গেল বারলি করবিনের। এই সুযোগে মেক্সিকানটাকে মেরে ফেললেও কিছু বলবে না ওর বস্, হেনরি ব্র্যাডেন।

'লাভ হলো, তাই ভাবলাম···আমি আসলে এখনই তোমার বস্‌কে জানাতে যেতাম।'

'চোপ্!' ধমকে গোমেজকে থামিয়ে দিল করবিন। 'মিস্টার ব্র্যাডেনকে না জানিয়ে অপরিচিত কারও কাছে ঘোড়া বিক্রি করতে মানা করা হয়েছে না? মিস্টার ব্র্যাডেন যদি জানে তাহলে তুমি শেষ। লোকটা সম্পর্কে কতটুকু কি জেনেছ?'

'তেমন কিছু না, শুধু জানি তার নাম ম্যাক্স ব্র্যান্ড,' ফ্যাকাসে চেহারায় বলল ফ্র্যাঙ্কো। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ঝগড়া বাধানোর তালে আছে ব্র্যাডেনের গানম্যান। কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল সে, ভুলেও চোখে চোখ রাখছে না। একটু সুযোগ পেলেই ঝামেলা করবে গানম্যান।

'নাম নয়, লোকটা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি আমি,' শীতল খসখসে কণ্ঠে বলল করবিন। এক পা সামনে বেড়ে চড় মেরে বসল গোমেজের গালে।

ভারসাম্য হারিয়ে একটা স্টলের গায়ে বাড়ি খেলো গোমেজ। দু'হাত তুলে রেখেছে মাথা বাঁচানোর জন্য। হিংস্র চেহারায় এগিয়ে গিয়ে পেটে ঘুসি মারল করবিন। ব্যথায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল মেক্সিকান। ভয় পেয়ে স্টলের ভেতর দাপাদাপি শুরু করল একটা ঘোড়া। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সামলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে

দাঁড়াল গোমেজ। মুখের ভেতর নোনতা স্বাদ পেয়ে বুঝল দাঁতে লেগে গাল কেটে গেছে। ঝাপসা ভাবে দেখল আবার মারতে আসছে বারলি করবিন। ও জানে, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রেহাই নেই নিষ্ঠুর গানম্যানের হাত থেকে। চড়াত চড়াত শব্দে আরও দুটো চড় পড়ল গালে। আবার হুমড়ি খেয়ে স্টলের গায়ে বাড়ি খেলো ফ্র্যাঙ্কো। হাতে ঠেকল লম্বা হাতলওয়ালা ঘোড়া বশ করার চাবুকটা। পরিণতি চিন্তা না করেই প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে চাবুক চালাল ফ্র্যাঙ্কো।

বেশি কাছে চলে আসায় চাবুকের বাড়ি লাগল না, হাতলের আঘাত পড়ল বারলি করবিনের মাথায়। ব্যথায় কাতরে উঠে পিছিয়ে গেল হতভম্ব করবিন। মাথায় হাত ছুঁইয়ে চোখের সামনে এনে দেখল রক্তে ভিজে গেছে আঙুলগুলো। এক ঝটকায় সিক্সগান বের করে তাক করল সে ফ্র্যাঙ্কোর বুকে। হ্যামার উঠিয়ে টিপে দিল ট্রিগার।

সিক্সগানের কালো নলের ভেতর আগুন উগরে উঠতে দেখল ফ্র্যাঙ্কো গোমেজ। ভীষণ জোরে একটা ধাক্কা লাগল বুকে। ছিটকে গিয়ে স্টলের দেয়ালে ধাক্কা খেলো। হাত থেকে খসে গেছে চাবুক। দু'তিন সেকেন্ড বিস্মিত চেহারায় চোখ বড় বড় করে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। কয়েকবার দেহটা ঝাঁকি খেলো, মোচড় খেলো মৃত্যুযন্ত্রণায়, তারপর ঘড়ঘড় শব্দে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল ফ্র্যাঙ্কো।

ভোর হলেও গানশট নিশ্চয় শুনেছে কেউ না কেউ। অস্ত্রটা হোলস্টারে পুরে স্টেবলের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল করবিন। রাস্তায় কেউ নেই দেখে নিয়ে পাশের অন্ধকার গলিতে চট করে ঢুকে পড়ল। সেলুনের দিকে হাঁটতে শুরু করল; নিরস্ত্র গোমেজকে খুন করার দায়ে ফাঁসিতে ঝোলার ইচ্ছে নেই তার। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে গিয়ে ঢুকল লইয়ারের অফিসে।

করবিন চলে যাওয়ার চার মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে স্টেবলে এসে হাজির হলো তিনজন লোক। ক্যান্টিনের মেক্সিকান মালিক,

পাবলো স্টেবলে ঢোকার পাঁচ সেকেন্ড পর এল শেরিফ জিব হবসন আর লইয়ার জর্জ স্যামুয়েলসন।

হাঁটু মুড়ে বসে লাশটা পরীক্ষা করল শেরিফ, পাল্স্ দেখে নিশ্চিত হলো মারা গেছে ফ্র্যাঙ্কো। তারপর তাকাল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভালুক আকৃতির মেক্সিকানের দিকে। 'কাউকে দেখেছ, পাবলো?'

'না, শেরিফ। আমি এসে দেখি কেউ নেই, ফ্র্যাঙ্কো মারা গেছে!'

'আমি দেখেছি,' মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল লইয়ার। 'গুলির শব্দ শুনে অফিস থেকে বের হচ্ছি, এমন সময় দেখলাম ফ্র্যাঙ্কোর কালো বে ঘোড়াটা ছুটিয়ে তীর বেগে শহর থেকে বেরিয়ে গেল এক লোক।'

'চিনতে পেরেছ?'

'চিনি না, তবে জানি লোকটা কালকের স্টেজে শহরে এসেছিল। রাত কাটিয়েছে হোটেলে।'

'আমার ক্যান্টিনে ডিনার খেয়েছিল,' বলল উত্তেজিত পাবলো, 'বলছিল সকালেই ঘোড়া কিনে রওয়ানা হয়ে যাবে!'

'তাহলে বোধহয় ওই লোকই ফ্র্যাঙ্কোর খুনী,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল শেরিফ। লইয়ারের দিকে তাকাল। 'আন্ডারটেকারকে খবর দাও, জর্জ। আমি হোটেলে যাচ্ছি। তৈরি থেকো, ওখানে কথা সেরে পাসির লোক জোগাড় করব।'

লইয়ার চলে যেতেই দ্রুতপায়ে হোটেলে গিয়ে ঢুকল শেরিফ। ক্লার্ক মাত্র ঘুম থেকে উঠে কাউন্টারের পেছনে বসেছে, গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। ব্যাখ্যা করল কেন এখানে এসেছে।

'আমি জানতাম, আমি ঠিকই বুঝেছিলাম লোকটা গানসিঙার,' শেরিফের কথা শেষ হতে রেজিস্টার খাতা এগিয়ে দিয়ে বলল ক্লার্ক। 'আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি, হেনরি ব্র্যাডেনকে

খবর দিয়ে এসেছি। পিস্তল ঝোলানোর কায়দা দেখেই…হেঃ হেঃ, বুঝলে না?'

খাতা খুলে নামটা পড়ল শেরিফ। 'ম্যাক্স ব্র্যান্ড,' আনমনে আওড়াল। চোখ বন্ধ করে ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো দেখার চেষ্টা করল। নাহ্, এই নামের কারও পোস্টার তার অফিসে নেই। অবশ্য লোকটা নাম পাল্টে থাকলে এভাবে তাকে চেনাও যাবে না।

'তোমার ধারণা ফ্র্যাঙ্কো ম্যাক্স ব্র্যান্ডের হাতে খুন হয়েছে?' কৌতূহলী চেহারায় শেরিফের দিকে তাকাল ক্লার্ক।

'আপাতত তো ঘটনা দেখে তাই মনে হচ্ছে।' রেজিস্টার খাতা ফিরিয়ে দিল শেরিফ।

'সাধারণ একটা ঘোড়ার জন্য নিরস্ত্র মানুষ খুন করবে তেমন লোক বলে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে মনে হয়নি আমার।' খাতাটা কাউন্টারের ওপর রেখে চিবুক ডলল ক্লাক।

'কেমন লোক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে ধরে নিয়ে আসা। নির্দোষ হলে জাজের সামনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে পারবে সে।' গম্ভীর চেহারায় ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল শেরিফ। পাসির জন্য লোক জড় করতে হবে। বৃষ্টি না হওয়ায় জমি শক্ত হয়ে আছে, লোকটার ট্র্যাক খুঁজে বের করা সহজ হবে না।

ঘন হয়ে জন্মানো গাছপালার ভেতর দিয়ে সারাটা সকাল ঘোড়া ছুটিয়েছে ম্যাক্স ব্র্যান্ড। সূর্য মাথার ওপর চলে আসার পর ফুরিয়ে গেল বনভূমি। মুহূর্তের জন্য থামল ম্যাক্স, তারপর আবার রওয়ানা হলো। দক্ষিণে যতদূর চোখ যায় ধু-ধু মরুভূমি। এখানে সেখানে পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার। ক্যাকটাসের ঝাড় জন্মেছে জায়গায় জায়গায়। গরম ভাপ উঠছে বালু থেকে। মরু গিরগিটি ছাড়া আর কোনও জীবন্ত প্রাণী দেখা গেল না।

মরুভূমির ভেতর দিয়ে দুপুর বেলা এগোনোর কোনও ইচ্ছে নেই ম্যাক্সের, ট্রেইল থেকে সরে জঙ্গলে ঢুকল সে আবার। অনেকক্ষণ পর একটা ক্রীকের তীরে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল। স্যাডল খুলে ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে বাঁধল ঝোপের গোড়ায়। নিজে বিশ্রাম নিতে বসে পড়ল একটা রেডউড গাছের তলায়। স্যাডল রোল খুলে রুটি আর শুকনো মাংস বের করে চিবুতে শুরু করল ধীরেসুস্থে। খাওয়া শেষ করে আরাম করে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। সূর্যের আলো যাতে চোখে না লাগে সেজন্য মুখের ওপর রাখল হ্যাট।

বিকেলে আব'র রওয়ানা হলো সে। বহুদূরে, মরুভূমির ওপারে চোখে পড়ল হাল গ সবুজ একটা রেখা। উর্বর জমি। আরও অন্তত দশ মাইল। শ্রাগ করে বে ঘোড়াটাকে রাস নেড়ে দ্রুত এগোতে তাগাদা দিল ম্যাক্স। একবার তাকিয়ে দেখল সূর্যটাকে। এখনও পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণীর ওপারে ডুবতে ঘণ্টা দুয়েক আছে। তারপর নামবে মরুভূমির রক্তহিম করা ঠাণ্ডা।

ধবধবে সাদা বালুময় রিজগুলো চলার পথ দুর্গম করে তুলেছে। একঘণ্টা পর একটা শুকনো নদীর পাড়ে পৌঁছল ম্যাক্স। নদীর তলা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে খর তাপে। কোনও কোনও জায়গায় যেখানে গভীরতা বেশি সেখানে এখনও জমে আছে নোংরা কাদাটে পানি। নদীর অবস্থা দেখে বোঝা যায় ভয়াবহ খরা চলছে এই এলাকায়। র‍্যাঞ্চারদের অবস্থা ভেবে খারাপ লাগল ওর। শত শত গরু নিশ্চয়ই মারা যাচ্ছে পানির অভাবে।

বিকেল পাঁচটার দিকে সেজ ব্রাশ আর মেসকিটের ঝাড় পেরিয়ে এল সে। মরুভূমি এখানে উঁচু হয়ে মিশেছে গিয়ে ফুটহিলের সঙ্গে। ধীরে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। ম্যাক্স তাড়া দিল না। স্প্যানিশ সোর্ডের ধারাল পাতায় লেগে কেটে গেছে ঘোড়ার পা, ঝোপের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোতে হচ্ছে হাঁটার গতিতে। আস্তে

আস্তে বদলে যাচ্ছে চারপাশের জমি। তিনশো গজ দূরে ঘন ঝোপ জঙ্গল বুঝিয়ে দিচ্ছে পানি আছে ওখানে। ঘোড়ার গতি বাড়াল ম্যাক্স। সম্ভবত কোনও র‍্যাঞ্চের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে, ট্রেইল খুঁজে পেলে রাতের আশ্রয় আর খাবার মিলবে হয়তো।

ক্রীকের তীরে পৌঁছে রাস টেনে ঘোড়া থামাল ম্যাক্স। লাফ দিয়ে স্যাডল থেকে নেমে দৌড়ে গেল ফুট দশেক। তারপর থেমে হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে। একটা ঝোপের গোড়ায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কাউবয়ের লাশ। পিঠে গুলি করা হয়েছে। শার্টের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধেছে রক্ত। অনর্থক, তবু লোকটাকে চিত করে গলায় হাত দিয়ে পাল্‌স্‌ দেখল ম্যাক্স। নেই। অনেকক্ষণ আগের মৃতদেহ, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নেড়ে চেড়ে দেখল রিগার মর্টিসের ফলে দেহ শক্ত হয়ে আছে। চারপাশে তাকিয়ে লোকটার ঘোড়া খুঁজে পেল না, নিজের স্যাডলে নিয়ে লাশ ওঠাল ম্যাক্স। বুঝতে পারছে এদিকের কোনও র‍্যাঞ্চারের হয়ে কাজ করত লোকটা। ভ্রূ কুঁচকে ঘোড়ায় চাপল সে, র‍্যাঞ্চারের কাছে মৃত কাউবয়কে পৌঁছে দেয়ার দুরূহ দায়িত্ব কাঁধে চেপে বসায় বিরক্ত বোধ করছে।

ট্রেইল খুঁজে বের করে এগোল সে, সন্ধের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে এমন সময় শেষ উঁচু বুটহিল পেরোল। সামনে ঘাসে মোড়া সবুজ উপত্যকা। ট্রেইল ধরে ঘোড়া নিচে নামাল ম্যাক্স। একটা পাথুরে র‍্যাঞ্চহাউস চোখে পড়ল ওর। আরও কয়েকটা বাড়ি আছে। কোর্ট ইয়ার্ডের একধারে বাংকহাউস। দুটো বার্ন আর একটা করাল একটু দূরে দূরে তৈরি করা হয়েছে। ছোট্ট বসতিটা ঘিরে রেখেছে বড় বড় গাছ। র‍্যাঞ্চহাউসের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, রাঁধা হচ্ছে রাতের খাবার।

গাছগুলোর মাঝ দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল ম্যাক্স। লক্ষ করল কয়েকটা জানালায় হলুদ আলো জ্বলে উঠেছে। নিজের

হোমস্টেডের কথা মনে পড়ল ওর। এত বড় ছিল না, মাত্র গড়তে শুরু করেছিল। তবু ওটাই ছিল ওর আশ্রয়। এখন নিজের বলে কিছুই নেই আর। এমনকি ছোট বোনটাও ওকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেছে!

'যথেষ্ট এগিয়েছ, দাঁড়াও, মিস্টার!' ঘোড়াটাকে চমকে দিয়ে বামদিকের ঝোপের আড়াল থেকে কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল কেউ একজন। রাইফেল তাক করে লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে সিক্সগানের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল ম্যাক্স, নিচু গলায় কথা বলে ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। 'কি চাও, মিস্টার?' ম্যাক্সের ওপর থেকে রাইফেল না সরিয়েই জানতে চাইল মোটা মত লোকটা। দৃষ্টিতে সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে চোখ সরু করে।

'ক্রীকের ধারে একে খুঁজে পেয়েছি,' ঘাড় কাত করে স্যাডলে বাঁধা লাশটা দেখাল ম্যাক্স। 'মনে হয় এখানে কাজ করত লোকটা।'

কয়েক পা কাছে এসে একটু ঝুঁকে লাশের মুখ দেখল লোকটা। বিস্মিত চেহারায় আরও শক্ত করে দু'হাতে চেপে ধরল রাইফেল। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল, 'মিস্টার বোর্ডার, জেসন, রবিন; একটা লোক…খুন হয়ে গেছে রায়ান!'

র‍্যাঞ্চহাউসের দরজা খুলে দৌড়ে বেরিয়ে এল তিনজন লোক। কোর্ট ইয়ার্ডের শেষ প্রান্তে এসে ম্যাক্সের সামনে থামল। মার খেয়ে চেহারা ফোলা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটাই প্রথমে সামলে নিল, মোটা রাইফেলধারীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'এত হৈ-চৈ কিসের, নাথান?'

রাইফেলের নলের ইশারায় ম্যাক্সকে দেখাল নাথান সেক্সটন, অভিযোগের সুরে বলল, 'এই লোক রায়ানের লাশ নিয়ে এসেছে, মিস্টার বোর্ডার!'

তীক্ষ্ণ নজরে ম্যাক্সকে দেখল কার্ল বোর্ডার। কালসিটে পড়া নির্বিকার চেহারা দেখে মনের মধ্যে কি চলছে বোঝার উপায় নেই।

'ওকে কোথায় পেলে?' জানতে চাইল সে।

'দক্ষিণে, ক্রীকের তীরে।' পকেট থেকে মেকিঙস বের করে একটা সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল ম্যাক্স।

'তুমি বোধহয় সত্যি কথাই বলছ, মিস্টার...' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

BOIGHAR

'ব্র্যান্ড। ম্যাক্স ব্র্যান্ড।'

পেছনে দাঁড়ানো লোক দু'জনকে লাশ বার্নে নিয়ে রাখতে বলল র‍্যাঞ্চার। ঘোড়া থেকে নেমে লাশ নামাতে সাহায্য করল ম্যাক্স। লোকগুলো মৃতদেহ নিয়ে চলে যাবার পর ওর দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে, ব্র্যান্ড?'

'নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্য নেই।' সিগারেট ধরাল ম্যাক্স।

'কাজ দরকার?' গানম্যান চিনতে ভুল হয়নি কার্ল বোর্ডারের।

'হলে মন্দ হয় না।' ঘোড়া কিনতে গিয়ে টাকা ফুরিয়ে এসেছে। লাশ নিয়ে এখানে আসার সময় যথেষ্ট চিন্তাভাবনার সুযোগ পেয়েছে ম্যাক্স। কাউবয়কে অ্যাম্বুশ করার কারণ বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর—রেঞ্জ ওয়ার। একটা রেঞ্জ ওয়ার পাকিয়ে উঠছে এই এলাকায়। জড়াতে আপত্তি নেই ওর। মরবে? মৃত্যুকে ভয় পায় না; পায়নি কখনও। মরতে সবাইকেই হয়, ন্যায়ের পথে থাকাটাই বড় কথা। আহত র‍্যাঞ্চারের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'কি ধরনের কাজ করতে হবে?'

'কাউহ্যান্ডরা যা করে তার বেশি কিছু না।'

'তাই?' একদৃষ্টিতে কার্ল বোর্ডারের দিকে তাকাল ম্যাক্স ব্র্যান্ড। 'আসলে কি চাও বলে ফেলো, মনের মধ্যে দ্বিধা রেখে কথা বলা আমি পছন্দ করি না।'

আগন্তুকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে নিজেকে অসহায় মনে হলো র‍্যাঞ্চারের, ভেতরের সবকিছু যেন দেখে নিচ্ছে আগন্তুক! ঝুক

খুক করে কাশল সে, চুপ করে থেকে বক্তব্য গুছিয়ে নিল। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল, 'ঠিকই ধরেছ; কাউহ্যান্ড না, আমার আসলে দরকার গানহ্যান্ড। হেনরি ব্র্যাডেন নামের এক র‍্যাঞ্চার সবার পরে এসেও টাকার জোরে ভাগিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। স্বেচ্ছায় যারা যেতে না চায় তাদেরকে সে কবরে পাঠাচ্ছে। অনেক গানম্যান ভাড়া করেছে ব্র্যাডেন, শহরের কর্তৃত্বও বলতে গেলে তারই হাতে। মেয়র, লইয়ার, শহর কমিটির সদস্যরা বেশিরভাগই তার টাকা আর ক্ষমতার প্রভাবে পোষ মেনে গেছে। ব্র্যাডেন এবার হাত বাড়িয়েছে আমার র‍্যাঞ্চের দিকে। ক্রীকে বেড়া দিয়েছে যাতে আমার গরু পানি না পেয়ে মারা যায়, অথচ ক্রীকটা আমার জমিতে! আমার নয়জন কাউহ্যান্ডকে পেছন থেকে গুলি করে খুন করেছে, রাস্‌ল্‌ করা হয়েছে শ'খানেক গরু।' মুখে হাত বোলাল র‍্যাঞ্চার। 'অতি চালাক লোক এই হেনরি ব্র্যাডেন। সেদিন সেলুনে ফাঁদে ফেলে লোক দিয়ে আমাকে পিটিয়েছে। ওর গানম্যানদের সামনে দাঁড়ানোর লোক আমার নেই। এখন বুঝতে পারছ কেন তোমাকে চাকরি দিতে চাইছি?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ম্যাক্স, 'শেরিফকে জানাচ্ছ না কেন?'

'কি জানাব? কোনও প্রমাণ নেই যে হেনরি ব্র্যাডেনের গানম্যান আমার লোকদের খুন করেছে। শেরিফ হবসন মানুষ ভাল, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কিছু করার সাধ্য নেই তার। আর প্রমাণ থাকলেও কিছু সে করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। এই কাউন্টিতে হেনরি ব্র্যাডেন ঈশ্বরের মত ক্ষমতাশালী। গুরুত্বপূর্ণ লোক যারা তার কথায় নাচে না, তাদের সংখ্যা কম। লোকজনের ওপর ওদের প্রভাবও তেমন নেই।'

'তুমি ভাবছ গানম্যান ভাড়া করে সমস্যা মিটিয়ে ফেলবে?'

শ্রাগ করল কার্ল বোর্ডার। 'অন্তত চেষ্টা করব। পড়ে পড়ে মার

খাবার চেয়ে শেষ চেষ্টা করা ভাল না?'

সিগারেটে টান দিল ম্যাক্স। দেখল উৎসুক চেহারায় ওর জবাবের অপেক্ষা করছে র‍্যাঞ্চার। নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে চিন্তা করল ম্যাক্স, তারপর মাথা দোলাল। 'আক্রমণ এলে ঠেকাব, গায়ে পড়ে আক্রমণ করতে হবে না এই শর্তে কাজ নিতে রাজি আছি আমি। আরেকটা কথা, আমার অতীত নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে না।'

'মেনে নিলাম। মাসে বেতন পাবে একশো ডলার। গানহ্যান্ডদের চেয়ে কম দিচ্ছি না আমি, ব্র্যাডেনের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়ে আমাকে হতাশ কোরো না।' বাংকহাউসের দিকে আঙুল তাক করল কার্ল বোর্ডার। 'করালে ঘোড়াটা রেখে ওখানে চলে যাও। নয়টা বাংক খালি পাবে, যেকোন একটায় বিছানা পেতে নিয়ো। রাতের খাবারের সময় হয়ে গেছে, কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

র‍্যাঞ্চার চলে যাবার পর করালে ঢুকিয়ে স্যাডল খুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল ম্যাক্স। একটা খুঁটিতে স্যাডল ঝুলিয়ে রেখে বাংকহাউসে গিয়ে ঢুকল। একটা খালি বাংকে স্যাডল রোল বিছিয়ে বসে পড়ে তাকাল আর সবার দিকে। অনেকের চোখেই দেখল সন্দেহের ছায়া। ওরা র‍্যাঞ্চারের মত একই জিনিস দেখেছে ম্যাক্সের মাঝে। আবছা আলোতেও ওদের চোখ এড়ায়নি, চিনতে ভুল করেনি—গানম্যান ভাড়া করেছে কার্ল বোর্ডার।

কথা বলল না কেউ। শুকনো চেহারায় ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে হাসল জেসন আর রবিন। অন্যরা অস্বস্তি মাখা চেহারায় চোখ সরিয়ে নিল। ম্যাক্সকে উপেক্ষা করে নিচু গলায় আলাপ শুরু করল নিজেদের মাঝে। দেখেও না দেখার ভান করল ম্যাক্স। কারও বন্ধুত্ব দরকার নেই ওর।

তিন

প্রথমে রাত ধূসর হলো, তারপর সূর্যের রক্ত রঙা ছোপ গায়ে মেখে এল ভোর। মেঘ নেই আকাশে। দিগন্তে লাফ দিয়ে উঠল টকটকে লাল সূর্য। বুঝিয়ে দিচ্ছে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই; তপ্ত পৃথিবী শীতল হবে না আজও। শেরিফ জিব হবসনের নেতৃত্বে লেযি বি র‍্যাঞ্চের সীমানায় ঢুকল পাসি। ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে ধীর গতিতে এগোল। গতকাল থেকে আগন্তুক ম্যাক্স ব্র্যান্ডের ট্রেইল অনুসরণ করছে ওরা। রাতে টিলার গোড়ায় ড্রাই ক্যাম্প করেছিল, সকালে চতুর্থবারের মত ট্রেইল খুঁজে নিয়ে তারা এগোচ্ছে লেযি বি র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে। ওদিকেই গেছে পলাতক খুনে।

'মনে হয় ঘুম থেকে উঠেছে ওরা,' শেষ রিজ পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকিয়ে বলল বাড ডেভিন, পাসির একজন সদস্য। ধোঁয়া উঠছে র‍্যাঞ্চহাউসের চিমনির চৌকো গর্তের ভেতর থেকে।

'করালের ওই কালো বে'টা ফ্র্যাঙ্কোর না?' আরেকজন জিজ্ঞেস করল উত্তেজিত চেহারায়।

'হ্যাঁ, আমি ওটাতে চড়েই ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে পালাতে দেখেছি,' স্যাডলে ঝুঁকে পড়ে বলল লইয়ার স্যামুয়েলসন। 'কার্ল বোর্ডার লোকটাকে চাকরি দিলেও আমি অবাক হব না।'

'কার্লের সঙ্গে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে জড়াচ্ছ কেন?' ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি নিয়ে লইয়ারের দিকে তাকাল শেরিফ।'

'কারণ আমার ক্লায়েন্ট হেনরি ব্র্যাডেনকে শহরে গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে কার্ল বোর্ডার,' স্যাডলে নড়ে চড়ে বসল লইয়ার। 'বোর্ডার বলেছে...না, শাসিয়েছে আমার ক্লায়েন্টকে। বোর্ডার যদি ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে শহরে নিয়ে যেতে বাধা দেয়, তাহলেও আমি অবাক হব না।'

'নিজেকে নির্দোষ হিসাবে প্রমাণ না করতে পারলে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে, ভীষণ গম্ভীর শোনাল জিব হবসনের কণ্ঠ। 'দরকার হলে কার্ল বোর্ডারের সবক'জন কাউহ্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়তেও আপত্তি নেই আমার।'

'মুখে অত বড় বড় কথা বলে লাভ কি, কাজের সময় দেখা যাবে!' মুখ বাঁকিয়ে কথাটা বলেই ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল লইয়ার।

কোর্ট ইয়ার্ড পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে থামল পাসির সদস্যরা। শেরিফ হবসন ঘোড়া থেকে নামতে যাচ্ছে এমন সময় খুলে গেল র‍্যাঞ্চহাউসের দরজা, বাইরে এসে দাঁড়াল কার্ল বোর্ডার। র‍্যাঞ্চারের হাতে একটা উইনচেস্টার রাইফেল, নল তাক করে রেখেছে অশ্বারোহীদের ওপর। শেরিফ নড়ে উঠতেই রাইফেলের মাযল নাড়ল র‍্যাঞ্চার। সিক্সগানের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল শেরিফ, গম্ভীর গলায় বলল, 'বেআইনী কিছু করে বসলে পরে কিন্তু পস্তাবে।'

'হেনরি ব্র্যাডেন যখন একের পর এক র‍্যাঞ্চারকে হটিয়ে জমি দখল করেছে তখন কোথায় ছিল তোমার আইন?' মাটিতে থুতু ফেলে কার্ল বোর্ডার বুঝিয়ে দিল এই একপেশে আইনের তোয়াক্কা সে করে না। 'তোমার সঙ্গে কোনও শত্রুতা আমার নেই, শেরিফ,' আবার থুতু ফেলল র‍্যাঞ্চার, 'কিন্তু এবার তুমি বাজে লোকের সঙ্গে এখানে এসেছ, কোনও খাতির আশা করে থাকলে ভুলে যাও।'

'বাজে লোক, কার কথা বলছ?' বিস্মিত দেখাল শেরিফ

হবসনকে।

'স্যামুয়েলসন নামের ওই দু'মুখো সাপটার কথা বলছি। ওটাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি আজকে তোমাদের এখানে আসাব পেছনে হেনরি ব্র্যাডেনের হাত আছে।'

'মোটেই তা নয়,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল অপমানিত লইয়ার, রাগে লাল চেহারায় তাকাল শেরিফের দিকে। 'ওকে বলো রাইফেল নামিয়ে ভদ্রভাবে কথা বলতে। যদি না পারে, চুপচাপ পাসির কথা শুনুক।'

হাতের রাইফেল এক ইঞ্চিও সরাল না র‍্যাঞ্চার। 'কি বলার আছে বলে দূর হও তোমরা। আমি ব্র্যাডেনের সঙ্গে ঝামেলায় যেতে চাই না। কিন্তু সে ঝামেলা পাকালে কখনোই পিছিয়ে আসব না, মরণ কামড় ঠিকই দেব।'

'অত ভণিতা করছ কেন, বলে ফেললেই পারো যে খুনী ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে চাকরি দিয়েছ ব্র্যাডেনকে খুন করাবার জন্য,' বাঁকা হাসি হাসল লইয়ার।

'ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে চাকরি দিয়েছি,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্বীকার করল র‍্যাঞ্চার। 'সে খুনী না ভালমানুষ তাতে কিছু আসে যায় না আমার। হেনরি ব্র্যাডেনের গানম্যান যখন আমার কাউহ্যান্ডদের পেছন থেকে গুলি করে খুন করে তখন আইন থাকে কোথায়?'

'ব্র্যাডেনের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবে?' খুক খুক করে হাসল লইয়ার। 'তোমার অপদার্থ কাউহ্যান্ডরা মরছে বলেই তুমি কোনও খুনীকে আশ্রয় দিতে পারো না।'

'কে খুনী সে-ব্যাপারে তোমাকে খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে, মিস্টার,' র‍্যাঞ্চহাউসের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এসে র‍্যাঞ্চারের পাশে দাঁড়াল ম্যাক্স। 'কাকে খুন করার দায় চাপানো হলো আমার ঘাড়ে?'

'তুমিই ম্যাক্স ব্র্যান্ড?' লইয়ার মুখ খোলার আগেই জানতে চাইল শেরিফ হবসন।

'হ্যাঁ।'

'করালের ওই কালো বে ঘোড়াটা তোমার?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'গতকাল সকালে ফ্রেসনো সিটির স্টেবল থেকে ঘোড়াটা নিয়ে এসেছ তুমি,' কণ্ঠে কোনও অভিযোগ নেই, অলস ভঙ্গিতে বলল শেরিফ। 'সকালে তুমি স্টেবল থেকে বেরিয়ে শহর ছাড়ার পর স্টেবলমালিক ফ্র্যাঙ্কো গোমেজকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ওকে ঠাণ্ডা মাথায় নিরস্ত্র অবস্থায় খুন করা হয়েছে।'

'আমি এ-ব্যাপারে কিছু জানি না।' সবার ওপর চোখ বোলাল ম্যাক্স। লোকগুলোকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না এরা পাসি না লিঞ্চিঙ মব। শেরিফের নিয়ন্ত্রণ এদের ওপর কতখানি তা জানার কোনও উপায় নেই।

'তুমি এ-কথা বলবে আমি জানতাম, খুনী কি আর স্বীকার করে!' বাঁকা হাসল লইয়ার। 'ফেঁসে গেছ। গুলির আওয়াজ পাবার পর পরই আমি নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে তোমাকে চলে যেতে দেখেছি।'

'তাহলে বলতে হয় তুমি একটা চরম মিথ্যুক, মিস্টার! স্টেবল থেকে আমি বেরনোর পরেও মেক্সিকান লোকটা জীবিত ছিল। ওর পকেটে খুঁজলে আমার দেয়া পঁয়ত্রিশ ডলার পাওয়া যাবে। খুন করলে আমি টাকাগুলো ফেলে আসতাম না। খুন করার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে—আমার উদ্দেশ্য কি? লোকটাকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তাছাড়া, ঘোড়া বিক্রির রসিদ আছে আমার কাছে।'

'নিশ্চয়ই জোর করে লিখিয়ে নিয়েছ,' অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে চমক সামলে নিল লইয়ার। 'আর ফ্র্যাঙ্কো গোমেজকে তুমি চিনতে কিনা সেটা বোঝারও কোনও উপায় নেই। পুরানো শত্রুতা মেটাতে ফ্রন্টিয়ার টাউনে হরদম আসে খুনীর দল, শত্রুকে সুযোগ না দিয়ে নিকেশ করে পালিয়ে যায়। বলছ ফ্র্যাঙ্কো গোমেজকে আগে

দেখোনি, কিন্তু কোনও প্রমাণ আছে?'

'আমার মুখের কথা যথেষ্ট নয়?'

'না, প্রমাণ ছাড়া মুখের কথার কোনও দাম নেই,' ম্যাক্সের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল শেরিফ। 'তোমাকে বলে দিচ্ছি, কার্ল, আইনের পথে বাধা হতে এসো না। সন্দেহ ভাজন খুনী হিসেবে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে গ্রেফতার করে শহরে নিয়ে যাব আমরা। সত্যি যদি নির্দোষ হয়, ট্রায়ালের সময় নিজের সাফাই গাওয়ার সুযোগ পাবে সে। আর যদি আসলেই খুনী হয়ে থাকে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি ফাঁসি হবে তত ভাল। তোমার মনের অবস্থা বুঝি বলেই এত কথা বললাম, দুর্বলতা ভেবে বোসো না।'

দ্বিধা খেলে গেল র‍্যাঞ্চারের চেহারায়, একবার ম্যাক্সের দিকে তাকাল। তারপর কাঁধ থেকে নামিয়ে নিল রাইফেল, মুখ নিচু করে তাকিয়ে থাকল মাটির দিকে।

ম্যাক্স নড়ার আগেই ডানহাতে ঝাঁকি দিয়ে লুকানো হোলস্টার থেকে ছোট্ট একটা ডেরিঞ্জার পিস্তল বের করল লইয়ার, দু'হাতে ধরে খেলনার মত অস্ত্রটা তাক করল নিরস্ত্র ম্যাক্সের বুকে। হাসছে, কিন্তু চোখ জোড়ায় শীতল দৃষ্টি।

'ভদ্রলোকের মত আমাদের সঙ্গে না এলে এটা ব্যবহার করব আমি,' ডেরিঞ্জার নেড়ে হুমকি দিল সে।

'অস্ত্র সরাও, জর্জ, কি করতে হবে সেটা আমার জানা আছে,' ধমকে উঠল শেরিফ হবসন, 'ভুলে যেয়ো না আমিই পাসির নেতা।' ম্যাক্সের দিকে তাকাল সে। 'যাও, ঘোড়া নিয়ে এসো, তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।'

অস্ত্র নামায়নি লইয়ার, ম্যাক্সও দাঁড়িয়ে রইল অনড়। কড়া চোখে পালাক্রমে দু'জনকেই দেখল শেরিফ, কর্কশ কণ্ঠে আবার বলল, 'যাও, ম্যাক্স ব্র্যান্ড, দু'মিনিট সময় দিলাম। এরপর ধরে নেব গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করছ তুমি, যেকোন কিছু হয়ে যেতে

পারে তখন।'

'আমার তা মনে হয় না, শেরিফ।'

মেয়েলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল ম্যাক্স। পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে জেনিস। কাঠের একটা বিমের ছায়া পড়ায় চেহারা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হাতের ভারী কোল্ট দেখা যাচ্ছে। পাসির দিকে অস্ত্রটা তাক করে রেখেছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি দৃঢ়। যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে র‍্যাঞ্চার আর ম্যাক্সকে আহত না করেই শেরিফ বা লইয়ারকে গেঁথে ফেলতে পারবে।

ডেরিঞ্জার ধরা হাতটা কোমরের পাশে ঝুলিয়ে দিল জর্জ স্যামুয়েলসন। কি যেন বলতে গিয়ে হাঁ করেও বলল না।

'তুমি এসবে নিজেকে জড়িয়ো না,' জেনিসের দিকে তাকিয়ে শ্বান্তস্বরে বলল শেরিফ। 'কথা দিচ্ছি সার্কিট জাজের সামনে ট্রায়ালে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে ম্যাক্স ব্র্যান্ড।'

'সার্কিট জাজ আসার আগেই ওকে জেল থেকে বের করে লিঞ্চ করা হবে,' দু'পা সামনে বেড়ে ভারী কোল্ট নাচাল জেনিস। 'দূর হও তোমরা, এখানে যেন কখনও আর না দেখি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জেনিসের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল জিব হবসন। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সশস্ত্র লোক এই পরিস্থিতি আর চাপের মুখে কি করবে জানা আছে তার, কিন্তু মেয়েমানুষ কি করে বসবে কে জানে! তাছাড়া মহিলার বিরুদ্ধে ড্র করবে কোন্ পাগল? ঘাড় ফিরিয়ে পাসির সবাইকে একবার দেখল শেরিফ, তারপর শ্রাগ করে রাসে টান দিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে স্পার দাবাল। তার পেছন পেছন থমথমে চেহারায় কোর্ট ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল অশ্বারোহীরা। পাঁচ মিনিট পর বুটহিল পেরিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল ঘোড়াগুলো।

'ধন্যবাদ, মিস বোর্ডার,' ধুলো থিতিয়ে আসার পর নিচু স্বরে বলল ম্যাক্স। চোখ সরাতে পারছে না গভীর নীল চোখ জোড়া

থেকে।

ধন্যবাদের জবাবে ছোট্ট করে নড করল জেনিস, কোল্ট নামিয়ে এগিয়ে এসে র‍্যাঞ্চারের পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাক্সের দিকে তাকাল। 'তুমি খুন করোনি?'

'না।' নিষ্কম্প স্বরে জবাব দিল ম্যাক্স।

মাথা দোলাল জেনিস। 'তাহলে আর কেউ করেছে। সে চাইবে তুমি খুন হয়ে যাও। এখন থেকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে তোমাকে। হেনরি ব্র্যাডেন চাইছে আমাদের তাড়িয়ে জমি দখল করতে। তুমি তার সামনে একটা বড় বাধা, কাজেই তোমার ওপর আক্রমণ আসবে যেকোন সময়।'

গানবেল্ট আনতে বাংকহাউসের দিকে পা বাড়িয়ে ম্যাক্স বলল, 'আজকে বিশেষ কোনও কাজ করতে হবে, মিস্টার বোর্ডার?' ইচ্ছে করেই জেনিসকে উপেক্ষা করল সে। দেখল লাল হয়ে উঠেছে মেয়েটার গাল দুটো। কেন যেন ভাল লাগল ওর।

'হ্যাঁ, আজকে ক্রীকের পাড়ে বসানো খুঁটি থেকে তার খুলে ফেলো,' যেন ঘুম থেকে উঠেছে এমনিভাবে বলল র‍্যাঞ্চার। মেয়ের হাত আঁকড়ে ধরে হাঁটতে শুরু করল র‍্যাঞ্চ হাউস লক্ষ্য করে। পোর্চে উঠে দরজা খোলার আগে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাক্সকে দেখে ঘরে ঢুকল জেনিস।

বাংকহাউস থেকে গান বেল্ট নিয়ে করালে গিয়ে ঢুকল ম্যাক্স। ঘোড়াটাকে ধরে স্যাডল চড়িয়ে করালের বাইরে নিয়ে এল। তারপর স্যাডলে চেপে রাসে ঝাঁকি দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে এগোল। উপত্যকা পেরিয়ে গতি আরও কমাল সে। পাসির চিহ্ন খুঁজে বের করল। মাইলখানেক এগিয়ে ট্রেইল থেকে নেমে গেছে পাসির লোকজন, দক্ষিণে, ক্রীকের দিকে এগিয়েছে। অন্যদিক দিয়ে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে চমকে দিতে চাইছে নাকি লোকগুলো! কৌতূহলী হয়ে উঠল ম্যাক্স। একমাইল অনুসরণ করল ট্র্যাক,

তারপর আর কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না পাথুরে জমিতে।

ক্রীকের দিকে এগোল ম্যাক্স। বেশিক্ষণ হয়নি সকাল হয়েছে, এরই মধ্যে তাপ ছড়াতে শুরু করেছে পাথুরে মাটি। নিজের সুবিধে মত গতিতে ছুটছে ওর ঘোড়াটা। সাবলীল ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে খাড়া ঢাল বেয়ে। মিনিট খানেক পর সরু একটা ড্র ধরে এগোল ম্যাক্স। দু'পাশের খাড়া দেয়াল চেপে আসছে ধীরে ধীরে। বেশ খানিকটা এগোনোর পর চিন্তিত হয়ে পড়ল ম্যাক্স। দু'দিকের উঁচু দেয়াল শেষ হয়ে ফাঁকা জমি শুরু হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শেষ মাথায় লোকজন নিয়ে শেরিফ অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে। এখনও কেউ ওর ওপর নজর রাখছে না তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। সবাই জানে চাকরি যখন নিয়েছে, কাজ করতে তাকে র‍্যাঞ্চ থেকে বের হতেই হবে।

আধমাইল এগোনোর পর চওড়া হতে শুরু করল ক্যানিয়ন। আরও সিকি মাইল সামনে নিচু হতে হতে উপত্যকার সঙ্গে মিশে গেছে দু'পাশের দেয়াল। জমিতে যথেষ্ট খাড়াই, তবু তাগাদা দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল ম্যাক্স। ড্রয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে চমকে গেল। কাছেই কোথাও ছুটে চলেছে কয়েকটা ঘোড়া। ঘুরছে ওয়্যাগনের হুইল। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করছে। আওয়াজটা আসছে পেছন থেকে। দ্রুত ছুটছে ঘোড়াগুলো। অস্বস্তিভরা চেহারায় ওয়্যাগনটা কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল ম্যাক্স। প্রথমেই মনে এল পাসির কথা। মাথা নেড়ে চিন্তাটা নাকচ করে দিল। ঘোড়ায় চড়ে বিরান অঞ্চলে পলাতক খুনীকে খোঁজা আর ওয়্যাগন নিয়ে শহর ছেড়ে এতদূর আসা এক কথা নয়। খাপ খায় না।

কি করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোড়ার পেটে স্পার ছুঁইয়ে সিক্সগান হাতে বেরিয়ে এল ম্যাক্স খোলা জায়গায়। পঞ্চাশ গজ দূরে ড্রয়ের ধার ঘেঁষে গেছে প্রায় অব্যবহৃত একটা ট্রেইল। ওই ট্রেইল ধরেই আসছে ওয়্যাগন। একপলকে চারপাশ দেখে নিল ম্যাক্স। আর কেউ

নেই কোথাও। ঘোড়া ছুটিয়ে ওয়্যাগনের সামনে পৌঁছে গেল সে উদ্যত সিক্সগান হাতে।

ওকে দেখেই বিস্ফারিত হয়ে উঠল সীটে বসা বুড়ো চালকের চোখ দুটো। লাইনে হ্যাঁচকা টান দিয়ে প্রায় জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল সে ঘোড়াগুলোকে।

লোকটা প্রায় ছ'ফুট লম্বা। হাড় আর চামড়া ছাড়া শরীরে আর কিছুর বালাই নেই। জীবনের বেশির ভাগ সময় সামনের ট্রেইলে তাকিয়ে থাকায় দু'কাঁধ ঢালু হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। চেহারা একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। শুধু গভীর খোঁড়লে বসা বড় বড় চোখগুলো দেখার মত। মণিগুলো সাগরের মত নীল। নিষ্পলক তাকিয়ে দেখছে ম্যাক্সকে।

'কে তুমি—এদিকে কি করছ, ওল্ড টাইমার?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ম্যাক্স।

'আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করতে পারি, কি বলো?'

'আমি ম্যাক্স। ম্যাক্স ব্র্যান্ড। কার্ল বোর্ডারের হয়ে কাজ করছি।'

'আচ্ছা?' পকেট থেকে চিউয়িঙ টোবাকো বের করে মুখে ফেলল বুড়ো। 'কবে থেকে?'

'গতকাল এসেছি।'

'সেজন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার,' টোবাকোর কষমাখা থুতু ঘাড় কাত করে মাটিতে ফেলে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। 'আমি ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। কার্ল বোর্ডার আমারও বস্।'

বুড়োকে দেখে মন্দ লোক মনে হয় না। চেহারায় সারল্য আছে। মিথ্যেবাদী হলে চোখের পাতা কাঁপত, মাথার পেছনটা চুলকাত বা অন্যকোনও উপসর্গ দেখা যেত কথা বলার সময়। নিশ্চিত হয়ে হোলস্টারে সিক্সগান ভরল ম্যাক্স। হাত ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ট্রেইলে কাউকে দেখেছ?'

'না,' শ্রাগ করে কৌতূহলী চোখে ম্যাক্সকে দেখল বুড়ো। 'বিপদ

আশা করছ?'

'হ্যাঁ, শেরিফ পাসি নিয়ে আমাকে ধরতে লেযি বি'তে এসেছিল। আমি নাকি শহরের স্টেবলে একজনকে খুন করেছি!'

'করোনি?'

'না।'

আবার শ্রাগ করল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। 'তাহলে বোধহয় না জেনে হেনরি ব্র্যাডেনের লেজে পা দিয়ে ফেলেছ। এদিকে ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা। কার্ল আর নেস্টরদের জমি কেড়ে নিতে উঠে পড়ে লেগেছে লোকটা। নিজের জমিতে পানি নেই, চাইছে খরার সুযোগে অন্যদের রেঞ্জে গরুর বিশাল পাল ঢুকিয়ে দিতে। একবার ঢুকতে পারলে গায়ের জোরে সবাইকে উৎখাত করবে সে।'

এরকম ঘটনা পশ্চিমে আগেও বহুবার হয়েছে। শক্তিশালীরা সবসময়েই দুর্বলদের ওপর জুলুম করে, অস্ত্র আর টাকার জোরে রক্তপাত ঘটায়। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। সদম্ভে ঘুরে বেড়ায় বিজয়ী র‍্যাঞ্চার, আবারও ছোবল দেয় ক্ষমতা বাড়াবার আশায়। চুপ করে কথাগুলো ভাবল ম্যাক্স, তারপর গম্ভীর চেহারায় জানতে চাইল, 'রায়ানের খবর জানো?'

'না।' শঙ্কার ছাপ ফুটে উঠল বুড়োর দু'চোখে।

'ক্রীকের ধারে ওর লাশ পেয়ে র‍্যাঞ্চে পৌছে দিয়েছি। পিঠে গুলি করা হয়েছিল।'

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ঠোঁটে ঝোলাল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল, আগুন ধরিয়ে হতাশ চেহারায় মাথা নাড়ল। 'কাউহ্যান্ডরা বেতন বুঝে নিয়ে চলে যেতে শুরু করেছে। ওদের দোষ দেয়া যায় না।'

'ওয়্যাগনে কি, ফ্র্যাঙ্ক?' কাজের কথায় এল ম্যাক্স। 'ব্র্যাডেন কেড়ে নিতে পারে তেমন কিছু হলে পাহারা দেয়া দরকার।'

'তেমন কিছু না, লাইন ক্যাম্পের সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছি। প্রতি সপ্তাহেই যাই। বুড়ো বলে আমাকে ব্র্যাডেন গোনায় ধরবে না, কাজেই বিপদের ভয় নেই।'

'অত নিশ্চিত হয়ো না,' বুড়োকে ওয়্যাগন নিয়ে এগোতে ইশারা করল ম্যাক্স। 'চলো, তোমাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিই।'

ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোর পিঠের আধ ফুট ওপরে বাতাসে চাবুক ফোটাল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। টানটান হয়ে উঠল দড়িদড়া। প্রতিবাদের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল হুইলগুলো, ওয়্যাগন এগোল ঝাঁকি খেতে খেতে। পাথরে ভরা ঢাল। অনেক জায়গায় উঁচুনিচু। দু'ধার দিয়ে চেপে এসেছে জঙ্গল, ট্রেইল আবার যেখানে চওড়া হয়েছে সেখানে ঢাল বেশ খাড়া।

ওয়্যাগনের পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনের জঙ্গলে চোখ বোলাল ম্যাক্স। কেউ লুকিয়ে থাকলেও বোঝার উপায় নেই। খুব ঘন হয়ে জন্মেছে পাইন গাছ। ওগুলোর গোড়ায় ফুটখানেক উঁচু হয়ে জমে আছে ঝরা পাতা। বাতাসে বুনো একটা গন্ধ।

ম্যাক্সের উৎকণ্ঠার লেশমাত্র নেই বুড়ো ফ্র্যাঙ্কের মধ্যে। নিশ্চিন্ত চেহারায় ওয়্যাগনের সীটে বসে সিগার ফুঁকছে সে। শীতল একটা স্রোত নেমে গেল ম্যাক্সের মেরুদণ্ড বেয়ে। বিপদ সংকেত। কেউ নজর রাখছে, রাইফেল তাক করেছে ওর পিঠে। অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে ম্যাক্স অভ্যস্ত, ইন্দ্রিয় সচরাচর ওকে ধোঁকা দেয় না। দ্বিগুণ সতর্কতায় সামনের জঙ্গলে নজর বোলাল সে। কোথাও নড়ছে না সবুজের চাদর। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন ওর ধারণা মিথ্যে হয়। অস্বস্তি বোধটা যাচ্ছে না। জায়গাটা অ্যাম্বুশের জন্য চমৎকার। ঢাল বেয়ে অতি ধীরে উঠছে ওয়্যাগন, অরক্ষিত অবস্থায় পাশে পাশে যাচ্ছে সে। সামনের বা দু'পাশের জঙ্গলে একদল লোক ঘোড়াসহ লুকিয়ে থাকতে পারবে কোনও সন্দেহ না জাগিয়ে। ওয়্যাগনের ওড়ানো ধুলো অনেক দূর থেকেও চোখে পড়বে যে-কারও।

গাছের সবুজ দেয়ালের মাঝ দিয়ে এগোল ওয়্যাগন, খাড়াইয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। শ'তিনেক গজ দূরে ট্রেইলের ডান দিকের ঢিবিটা চোখে পড়ল ম্যাক্সের। দেখে মনে হচ্ছে পাথরের দেয়াল এপ্রান্তে একেবারে খাড়া, কেউ বেয়ে উঠবে সেটা সম্ভব নয়। ভ্রূ কুঁচকে গেল ম্যাক্সের। উল্টো দিকে যদি ঢিবির দেয়াল ঢালু হয়ে থাকে আর কেউ যদি ওখান দিয়ে রাইফেল হাতে ঢিবিতে ওঠে, তাহলে চোখ বন্ধ করে খুন করতে পারবে ওদের।

'গুড়ুম!'

বিকট শব্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো বড় বড় বোল্ডারগুলোয় ভারী রাইফেলের গর্জন। লাফিয়ে উঠল ম্যাক্সের ঘোড়া। ওটার গলার নিচ দিয়ে বেরিয়ে মাটিতে গেঁথেছে বুলেট। চমকে গেল ম্যাক্স, ওর বদলে ওর ঘোড়াটাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেছে আততায়ী! দ্রুত একবার এদিক ওদিক চেয়ে স্যাডলের সঙ্গে দেহ মিশিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

দ্বিতীয়বার গর্জে উঠল গুপ্তঘাতকের রাইফেল। ওয়্যাগনের প্রথম সারির ডান দিকে বাঁধা ঘোড়াটার ঘাড়ের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল বুলেট। বিস্মিত চেহারায় লাফ দিয়ে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল, লাইনে টান দিয়ে ওয়্যাগন থামিয়ে একটানে স্যাডল পাউচ থেকে বের করে আনল প্রাচীন স্প্রিংফিল্ড রাইফেলটা। লিভার টানার ফাঁকে ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে চেঁচাল, 'হারামজাদা ঘোড়াগুলোকে গুলি করে মারছে!'

'ওগুলোকে আড়ালে নিয়ে যাও!' পাল্টা চেঁচিয়ে ঘোড়া দাবড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ম্যাক্স। স্যাডল থেকে লাফ দিয়ে নেমে কুঁজো হয়ে দৌড় দিল ঝোপ লক্ষ্য করে। ঝোপে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসে চারপাশে তাকাল অ্যাম্বুশারের অবস্থান আন্দাজ করার জন্য। ঘন গাছপালার জন্য বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। একটা ডাল ভেঙে ওটার

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে ঝোপের ওপর খানিকটা তুলে ধরল সে। গুলি করল না কেউ। হ্যাট নামিয়ে নিল হতাশ হয়ে। এভাবে কাজ হবে না। অনর্থক এই আক্রমণের কারণ বুঝতে পারছে না ম্যাক্স। লোকটা যথেষ্ট কাছেই কোথাও লুকিয়েছে। দ্বিতীয় গুলিতে আহত করতে পেরেছে একটা ঘোড়াকে, সেক্ষেত্রে প্রথমেই ওদের খুন করার চেষ্টা করল না কেন?

মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করল না ম্যাক্স। চারপাশে তাকিয়ে নিজের অবস্থান দেখল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ট্রেইলের বাঁকে গাছের আড়ালে সরে গেছে ফ্র্যাঙ্ক। গুলি করা হয়েছে ডান দিকে, ঢিবির সামনের ঘন জঙ্গল থেকে। ঝুঁকি নিয়ে ফুট দশেক এগোল ম্যাক্স, ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ওদিকটা। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে দৌড়ে ঢোকার সময় ওর চোখে ধরা পড়ে গেল রাইফেলধারী লোকটা।

চিনতে পারল না ম্যাক্স, তবে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে গুপ্তঘাতক হেনরি ব্র্যাডেনের লোক। তাই যদি হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই একা আসেনি। কাঁচা কাজ করার লোক নিশ্চয়ই নয় হেনরি ব্র্যাডেন। অন্তত আরও একজন আছে; কিন্তু কোথায়? লুকানোর জায়গার কোনও অভাব নেই এখানে, ঠিক কোথায় আছে লোকটা? জানা দরকার। উদ্ধার পেতে হলে জানতে হবে!

পরপর দু'বার গুলির শব্দ হলো ঢিবির দিক থেকে। পাল্টা জবাব দিল ফ্র্যাঙ্কের স্প্রিংফিল্ড। ম্যাক্স বুঝে গেল নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে বুড়ো। ঢিবির সামনের জঙ্গলে আটকে পড়েছে প্রথম লোকটা। চোখ বন্ধ করে ট্রেইল মনে করার চেষ্টা করল ম্যাক্স। ঢিবি থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে ট্রেইলের বাঁকে আছে ফ্র্যাঙ্ক। ঢিবির জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা লোকটা ভালরকম ফাঁদে পড়েছে, ঝুঁকি না নিয়ে একাই তাকে সামলে রাখতে পারবে বুড়ো।

নিঃশব্দে ক্রল করে ঘোড়াটার কাছে পৌঁছে গেল ম্যাক্স।

স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার খসিয়ে নিয়ে ঘুরে দেখল ট্রেইল। অব্যবহৃত অপরিসর ট্রেইল এখনও ফাঁকা। ওদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই ভেবে চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও থমকে গেল সে। ট্রেইলের ওধারে পঞ্চাশ গজ দূরে নিচু পাইন সারির ভেতর মুহূর্তের জন্য কি যেন নড়ে উঠল।

তাকিয়ে থাকল ম্যাক্স, আরেকবার দেখতে পেল গাছের ফাঁক দিয়ে প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে দৌড়াচ্ছে লোকটা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ম্যাক্স দ্বিতীয় লোকটার পরিকল্পনা। ব্যাটা ধরেই নিয়েছে তার সঙ্গীকে নিয়ে ম্যাক্স আর ফ্র্যাঙ্ক সাঙ্ঘাতিক ব্যস্ত, টিবি থেকে চোখ সরাবে না। এই সুযোগে ওয়্যাগনের পেছনে পৌঁছতে চাইছে। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়েই নামিয়ে ফেলল ম্যাক্স, গাছের কাণ্ডগুলোর জন্য গুলি মিস হলে লোকটা জেনে যাবে সে ওয়্যাগনের কাছে নেই।

আবার টিবির দিক থেকে গোলাগুলি শুরু হলো। মাঝে মাঝে পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। বেচারা জানে না পেছন থেকে এগিয়ে আসছে মৃত্যুদূত। সঙ্গীকে সুযোগ করে দিতে ইচ্ছে করেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে প্রথম লোকটা। ফলে অন্য কোনদিকে ফ্র্যাঙ্কের খেয়াল নেই, সামনের শত্রুকে রোখার চেষ্টা করছে সে। প্রথম লোকটার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ম্যাক্স, বুড়ো ফ্র্যাঙ্ক তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল সে, ট্রেইল পেরিয়ে ঢুকে পড়ল পাইনের জঙ্গলে। গাছের ফাঁকে দ্বিতীয় অ্যাম্বুশারের পিঠ দেখতে পেয়েও রাইফেল তুলল না, চাইছে লোকটাকে জীবিত ধরতে। হেনরি ব্র্যাডেনের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হলে এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

দ্রুত এগোচ্ছে লোকটা ওয়্যাগন লক্ষ্য করে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল ম্যাক্স। খেয়াল রাখছে যাতে কোনও

শব্দ না হয়। আততায়ী সতর্ক হয়ে উঠবে অস্বাভাবিক কোনও শব্দ কানে এলেই।

লোকটাকে ওয়্যাগনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল ম্যাক্স। ওয়্যাগনের পর্দা উঠিয়ে ভেতরে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে, রাইফেল নিঃশব্দে ধুলোয় নামিয়ে হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করেছে। নিঃশব্দে লোকটার পাঁচ ফুট পেছনে এসে দাঁড়াল ম্যাক্স, রাইফেল কক্ করে মোলায়েম স্বরে বলল, 'ওয়্যাগনের ভেতরে নয়, আমি এখানে।'

বোল্টের ধাতব ক্লিক শব্দটা শুনে দু'হাত মাথার ওপর তুলে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ। হাত থেকে খসে ট্রেইলে পড়ল সিক্সগান।

পাসির সঙ্গে লোকটাকে দেখেছে ম্যাক্স, গলা উঁচিয়ে বুড়োকে ডাক দিল সে, 'ফ্র্যাঙ্ক, একটু এদিকে এসো। দেখে যাও একে চেনো কি না!'

ওয়্যাগনের সামনের দিকের একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল, লোকটাকে পেছন থেকে দেখে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। ম্যাক্সের আদেশে গানম্যান ঘুরে দাঁড়ানোর পর কুঁচকে যাওয়া চেহারায় হাসি ফুটল তার। 'চিনব না কেন! বারলি করবিন। হেনরি ব্র্যাডেনের বন্দুকবাজ।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' চিন্তিত চেহারায় বলল ম্যাক্স। 'নিশ্চয়ই শুধু এই দু'জনকে ট্রেইল পাহারায় রেখে চলে যায়নি পাসি, বাকি লোক গেল কোথায়?'

ওয়্যাগনের চাকা থেকে কাঠের কুচি ছিটকে উঠতে দেখল ম্যাক্স। একসেকেন্ড পর ভেসে এল রাইফেলের আওয়াজ। 'লোকটা জঙ্গলে বসে থাকলে আমরা গাছের আড়াল ছেড়ে বেরতে পারব না,' আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পর বলল ম্যাক্স। 'ফ্র্যাঙ্ক তুমি এখানে এসে একে পাহারা দাও, আমি গিয়ে দেখছি ওদিকটা

স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার খসিয়ে নিয়ে ঘুরে দেখল ট্রেইল। অব্যবহৃত অপরিসর ট্রেইল এখনও ফাঁকা। ওদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই ভেবে চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও থমকে গেল সে। ট্রেইলের ওধারে পঞ্চাশ গজ দূরে নিচু পাইন সারির ভেতর মুহূর্তের জন্য কি যেন নড়ে উঠল।

তাকিয়ে থাকল ম্যাক্স, আরেকবার দেখতে পেল গাছের ফাঁক দিয়ে প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে দৌড়াচ্ছে লোকটা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ম্যাক্স দ্বিতীয় লোকটার পরিকল্পনা। ব্যাটা ধরেই নিয়েছে তার সঙ্গীকে নিয়ে ম্যাক্স আর ফ্র্যাঙ্ক সাঙ্ঘাতিক ব্যস্ত, ঢিবি থেকে চোখ সরাবে না। এই সুযোগে ওয়্যাগনের পেছনে পৌঁছতে চাইছে। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়েই নামিয়ে ফেলল ম্যাক্স, গাছের কাণ্ডগুলোর জন্য গুলি মিস হলে লোকটা জেনে যাবে সে ওয়্যাগনের কাছে নেই।

আবার ঢিবির দিক থেকে গোলাগুলি শুরু হলো। মাঝে মাঝে পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। বেচারা জানে না পেছন থেকে এগিয়ে আসছে মৃত্যুদূত। সঙ্গীকে সুযোগ করে দিতে ইচ্ছে করেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে প্রথম লোকটা। ফলে অন্য কোনদিকে ফ্র্যাঙ্কের খেয়াল নেই, সামনের শত্রুকে রোখার চেষ্টা করছে সে। প্রথম লোকটার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ম্যাক্স, বুড়ো ফ্র্যাঙ্ক তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল সে, ট্রেইল পেরিয়ে ঢুকে পড়ল পাইনের জঙ্গলে। গাছের ফাঁকে দ্বিতীয় অ্যাম্বুশারের পিঠ দেখতে পেয়েও রাইফেল তুলল না, চাইছে লোকটাকে জীবিত ধরতে। হেনরি ব্র্যাডেনের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হলে এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

দ্রুত এগোচ্ছে লোকটা ওয়্যাগন লক্ষ্য করে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল ম্যাক্স। খেয়াল রাখছে যাতে কোনও

শব্দ না হয়। আততায়ী সতর্ক হয়ে উঠবে অস্বাভাবিক কোনও শব্দ কানে এলেই।

লোকটাকে ওয়্যাগনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল ম্যাক্স। ওয়্যাগনের পর্দা উঠিয়ে ভেতরে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে, রাইফেল নিঃশব্দে ধুলোয় নামিয়ে হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করেছে। নিঃশব্দে লোকটার পাঁচ ফুট পেছনে এসে দাঁড়াল ম্যাক্স, রাইফেল কক্ করে মোলায়েম স্বরে বলল, 'ওয়্যাগনের ভেতরে নয়, আমি এখানে।'

বোল্টের ধাতব ক্লিক শব্দটা শুনে দু'হাত মাথার ওপর তুলে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ। হাত থেকে খসে ট্রেইলে পড়ল সিক্সগান।

পাসির সঙ্গে লোকটাকে দেখেছে ম্যাক্স, গলা উঁচিয়ে বুড়োকে ডাক দিল সে, 'ফ্র্যাঙ্ক, একটু এদিকে এসো। দেখে যাও একে চেনো কি না!'

ওয়্যাগনের সামনের দিকের একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল, লোকটাকে পেছন থেকে দেখে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। ম্যাক্সের আদেশে গানম্যান ঘুরে দাঁড়ানোর পর কুঁচকে যাওয়া চেহারায় হাসি ফুটল তার। 'চিনব না কেন! বারলি করবিন। হেনরি ব্র্যাডেনের বন্দুকবাজ।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' চিন্তিত চেহারায় বলল ম্যাক্স। 'নিশ্চয়ই শুধু এই দু'জনকে ট্রেইল পাহারায় রেখে চলে যায়নি পাসি, বাকি লোক গেল কোথায়?'

ওয়্যাগনের চাকা থেকে কাঠের কুচি ছিটকে উঠতে দেখল ম্যাক্স। একসেকেন্ড পর ভেসে এল রাইফেলের আওয়াজ। 'লোকটা জঙ্গলে বসে থাকলে আমরা গাছের আড়াল ছেড়ে বেরতে পারব না,' আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পর বলল ম্যাক্স। 'ফ্র্যাঙ্ক তুমি এখানে এসে একে পাহারা দাও, আমি গিয়ে দেখছি ওদিকটা

কিভাবে চুপ করানো যায়।'

দৌড়ে গাছের গুঁড়ির পেছন থেকে বেরিয়ে এল বুড়ো ফ্র্যাঙ্ক, ম্যাক্সের পাশে থেমে রাইফেল তাক করল গানম্যানের দিকে। চারপাশ একবার দেখে নিল ম্যাক্স, তারপর ট্রেইলের ওপারে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল উদ্যত সিক্সগান হাতে।

দু'কদম এগিয়ে পেছনে খিক খিক হাসির শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল। দেখল হাসছে গানম্যান, উবু হয়ে তুলে নিচ্ছে ধুলোয় পড়ে থাকা অস্ত্র। মুহূর্তে ম্যাক্স বুঝে ফেলল বিরাট ভুল করে ফেলেছে হিসেবে। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। ফ্র্যাঙ্কের রাইফেল আঘাত হানল ডান কাঁধে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল ম্যাক্স। দুলে উঠল পৃথিবী। অন্ধকার হয়ে গেল সব। এবার মাপা হাতে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় বাড়ি দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক লয়েল।

ট্রেইলের ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ল অজ্ঞান ম্যাক্স ব্র্যান্ড।

চেহারায় কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল বারলি করবিনের, সিক্সগান তুলে নিয়ে ম্যাক্সের মাথায় লক্ষ্যস্থির করল সে। তারপর বুড়োর উদ্দেশে বলল, 'তুমি আগেই ওকে পাকড়াও করলে এত ঝামেলা পোহাতে হত না।'

'পাগল নাকি যে মারা পড়ার ঝুঁকি নেব?' কপালের জমে ওঠা ঘাম তর্জনী দিয়ে সেঁচে ধুলোয় ঝেড়ে ফেলল বুড়ো। 'শখ থাকলে তুমি ওকে শেষ করে দাও।'

'তাই দিচ্ছি,' ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়িয়ে হিসহিস করে উঠল করবিন।

'খবরদার, করবিন, অস্ত্র নামাও,' ট্রেইলের উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল শেরিফ জিব হবসন। তার সিক্সগান তাক করে রেখেছে গানম্যানের ওপর।

'একই তো কথা, শেরিফ,' অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা

করল করবিন। 'লোকটা খুনী, ফাঁসি হবে ওর। শহরের বদলে এখানেই কোথাও ঝুলিয়ে দিলে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে; লোকটা খুনী কিনা আমরা কেউ জানি না,' ধমকে উঠল শেরিফ। 'আমি যতক্ষণ শেরিফ আছি ততক্ষণ ব্র্যাডেনের লোক হও আর যেই হও আইন মেনে চলতে হবে তোমাদের। লোকটাকে আমরা শহরে নিয়ে যাব, নিরপেক্ষ বিচার যাতে পায় সেদিকে লক্ষ রাখব।' করবিন অস্ত্র হোলস্টারে ঢোকানোর পর রাইফেল হাতে দাঁড়ানো বুড়োর দিকে তাকাল সে, ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'আসল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল কোথায়, সোরলি?'

'পেছনের ট্রেইলে ফেলে রেখে এসেছি। মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করতে হয়েছিল, দু'চার ঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পাবে মনে হয়।'

'আমরা শহরে পৌছনোর আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে লোকটা যদি কার্ল বোর্ডারকে খবর দিয়ে নিয়ে আসে?' হাতের ইশারায় পাশে এসে দাঁড়ানো কয়েকজনকে ম্যাক্সের হাত-পা বাঁধতে ইশারা করে জানতে চাইল শেরিফ।

'অসম্ভব,' গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল বুড়ো সোরলি। 'তাছাড়া সঙ্গে ঘোড়া নেই, আগে জ্ঞান ফিরলেও সন্ধের আগে সে লেযি বি'তে পৌছতে পারবে না।'

শেরিফের ইঙ্গিতে পাসির দু'জন সদস্য ঝোপের মধ্যে থেকে ঘোড়াগুলোকে বের করে আনল। কালো বে ঘোড়াটা ধরে আনার পর ম্যাক্সকে স্যাডলে বসিয়ে বাঁধা হলো। রওয়ানা হয়ে গেল পাসি। সবার আগে আগে যাচ্ছে শেরিফ। লইয়ার আর ব্র্যাডেনের গানম্যানকে চোখে চোখে কথা বলতে দেখল না সে। দেখলে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে যেত, বুঝে ফেলত ম্যাক্স ব্র্যাডকে শহরের জেলে নিরাপদে রাখা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ হবে।

চার

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে শক্ত বাংকের কিনারায় বসল ম্যাক্স। মেঝের দিকে তাকাল। ঝাপসা দেখছে চোখে। মাথার পেছনটা দপদপ করছে, ডান কাঁধের অবশ ভাবটা কাটেনি এখনও। শহরে আসার পথে ঘোড়ার পিঠে জ্ঞান ফিরেছে ওর। সেই থেকে হিসেব কষে যাচ্ছে, মিলছে না, মেলাতে পারছে না কিছুই। বুড়োটাকে বিশ্বাস করেছে বলে গালি দিয়ে চলেছে নিজেকে। বেরুতে হবে ওকে এই ফাঁদ থেকে। মরতে ভয় পায় না, তবে মিথ্যে খুনের অভিযোগে ফাঁসিতে চড়তে আপত্তি আছে ওর।

পুরোটা পথ ব্যথায় ভোঁতা মগজটাকে খাটিয়েছে ম্যাক্স। প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল এসব ঘটছে না, পুরোটাই একটা দুঃস্বপ্ন, কিন্তু ঘোর কাটতে বেশি সময় নেয়নি। তিনঘণ্টা লেগেছে শহরে পৌঁছতে। ওদের আগেই পাসির খবর নিয়ে শহরে ঢুকেছে কয়েকজন রাইডার। ওরা জেলহাউসের সামনে থামতেই ভীড় করে এগিয়ে এসে খুনী ধরা পড়েছে কিনা জেনে নিয়েছে উত্তেজিত জনতা।

ঘোড়া থেকে নেমে জেলহাউসে ঢোকার সময় জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর চোখে জিঘাংসা দেখেছে ম্যাক্স। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল লোকগুলো। তখন ম্যাক্স কোনও তাৎপর্য বুঝতে পারেনি, মাথার যন্ত্রণায় মনে ছিল না কি অপরাধে তাকে ধরে আনা হয়েছে। এখন ওর মনে কোনও

সন্দেহ নেই, নিরস্ত্র ফ্র্যাঙ্কো গোমেজের খুনী ভাবছে ওকে সবাই। জঘন্য একটা অপরাধে ফাঁসানো হয়েছে ওকে। লোকগুলো এমনিতেই উত্তেজিত হয়ে আছে, হুইস্কি খাইয়ে ওদের উস্কে দিয়ে লিঞ্চিং করাতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না হেনরি ব্র্যাডেনকে।

আধঘণ্টা আগে ওর সেলে এসেছিল শেরিফ জিব হবসন। কি চার্জ আনা হয়েছে জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছে ওর কিছু বলার আছে কি না। কোনও কথা বলেনি ম্যাক্স, বুঝে গেছে বলে কোনও লাভ নেই। কেউ বিশ্বাস করবে না সে নিরপরাধ। প্যান্টের পকেট হাতড়ে ঘোড়া বিক্রির রসিদটাও খুঁজে পায়নি, ওকে অজ্ঞান অবস্থায় বাঁধার সময় নিশ্চয়ই লইয়ারের আদেশে সরিয়ে ফেলেছে ব্র্যাডেনের লোকরা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লোহার বার দেয়া ভারী দরজাটা তালা বন্ধ করে চলে গেছে শেরিফ। প্যাসেজে তার বুটপরা পায়ের শব্দ দূরে চলে যেতে শুনেছে ম্যাক্স। তালার শব্দটা ওর কাছে মনে হয়েছে মৃত্যুর ঘণ্টা, মনে হয়েছে শেরিফের পদশব্দ দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে মৃত্যু।

মেকিংস বের করে একটা সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝোলাল ম্যাক্স। আগুন ধরাতে ভুলে গিয়ে তলিয়ে গেল ভাবনায়। শেরিফের সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন না জাগলেও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে ওর মনে। এই কাউন্টিতে শেরিফ বদলের ক্ষমতা রাখে হেনরি ব্র্যাডেন। তাই যদি হয়, তাহলে বেশিক্ষণ শেরিফ থাকবে না জিব হবসন; তার বদলে প্রথম সুযোগেই নিজের পছন্দ মত কাউকে আইন রক্ষার দায়িত্ব দেবে প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার। ওকে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝোলাতে আপত্তি করবে না সে-লোক।

হোটেলের সবচেয়ে দামী স্যুইট সারা বছর বুক থাকে হেনরি ব্র্যাডেনের নামে। র‍্যাঞ্চ ছেড়ে শহরে এলে ওখানেই তার খোঁজে যায় চাটুকারের দল।

এই মুহূর্তে চেহারা রাগে লাল হয়ে আছে, হাত পিছমোড়া করে স্যুইটের মধ্যে পায়চারি করছে ব্র্যাডেন। জানালার চৌকাঠে বসে চোখ সরু করে তাকে দেখছে বারলি করবিন। চেয়ারে বসা লইয়ার চুপ করে আছে ভয়ে।

'একেবারে গাধার কাজ করেছ,' হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে গানম্যানের দিকে চোখ গরম করে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'জর্জ বলল...'

'আমি কিছু বলিনি,' নিজের গা বাঁচাতে তড়িঘড়ি কথা বলে উঠল লইয়ার। 'তবে এ একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। হবসনের সামনে লোকটাকে তখন খুন করলে জেল হত করবিনের।'

'ইচ্ছে করলে এখনও এক মিনিটের মধ্যে জেল থেকে বের করে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে শেষ করে দেয়া যায়,' র‍্যাঞ্চারের চোখে চোখ রাখল করবিন। 'হবসনের ধারণা একবার জেলে ঢোকাতে পারলেই আর কোনও বিপদ হবে না বন্দীর। ডেপুটির হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঘুমাতে চলে যাবে, সারাদিন পরিশ্রমের পর রাতেও পাহারা দিতে চাইবে না সে কিছুতেই।'

'অত সহজ না!' ধমকে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'রাস্তার উল্টোপাশেই থাকে হবসন। তাছাড়া ডেপুটি গুলি ছুঁড়লে কি হয়েছে জানতে ছুটে আসবে শহরের অর্ধেক লোক।'

'কি করবে তোমার ইচ্ছে,' গোমড়া মুখে বামহাতের নোঙরা নখ দাঁতে খুঁটতে শুরু করল করবিন। কিছুক্ষণ পর বুড়ো আঙুলের ভাঙা নখের কালচে টুকরোটা ফুঁ দিয়ে মেঝেতে ফেলল।

লইয়ার বলল, 'ম্যাক্স ব্র্যান্ড লোকটার নাম পুবে আমি শুনেছি। এই লোকই যদি সেই গানম্যান হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। শুনেছি লোকটা সিক্সগানের যাদুকর, পশ্চিমে নাকি এত ফাস্ট আর কেউ জন্মায়নি।'

'আমিও চাই আপদ চিরতরে বিদায় হোক। তবে পুরো

ব্যাপারটা ঘটাতে হবে আইন মেনে।' আবার পায়চারি শুরু করল হেনরি ব্র্যাডেন। মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে ভাবছে কি যেন।

'আইন মেনে বিচারের আগে ফাঁসিতে চড়াবে কি করে?'

'যেমন ভাবছ কাজটা তত কঠিন না,' বিস্মিত লইয়ারের দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় জবাব দিল ব্র্যাডেন। 'সার্কিট জাজ এদিকে আসতে আরও অন্তত একমাস। ততদিন ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে শহরের লোকদের টাকায়। শহর কমিটির সভা ডেকে এই কথাটা ছাগলগুলোর মাথায় ঢুকিয়ে দেব আমি। বলব আমরা নিজেরাই জনতার আদালত গঠন করে নিরপেক্ষভাবে বিচার চালাতে পারি। তুমি আমার বক্তব্য সমর্থন করবে। হবসন আর তার ডেপুটি ছাড়া আপত্তি করার তেমন কেউ নেই। বেশি ঝামেলা করলে ওদের বরখাস্ত করে নতুন শেরিফকে অফিসের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে কতক্ষণ? এতদিন শহরের গাধাগরুগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে ছায়া দিয়ে রেখেছি, এবার আমার কাজে লাগুক তারা।'

'মেয়র বা শহর কমিটির সদস্যরা তোমার কথা শুনবে?' সন্দেহের দোলা দেখা দিল লইয়ারের দু'চোখে।

'দু'একজন ছাড়া বাকি লোক শুনতে বাধ্য।'

'সেই দু'একজন আপত্তি করলে?'

'ধোপে টিকবে না।'

চিন্তায় ভ্রূ কুঁচকে গেল লইয়ারের। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? চালে ভুল হয়ে গেলে হেনরি ব্র্যাডেনের সঙ্গে সঙ্গে পাঁকে ডুবে যাবে সে-ও। এধরনের একটা ব্যাপারে জড়িয়েই জমে ওঠা প্র্যাকটিস ফেলে পুব ছাড়তে হয়েছে তাকে। আবারও একই ভুল করছে না তো? ব্র্যাডেনকে সমর্থন করলে পেছানোর আর কোনও উপায় থাকবে না। কাজটা রিজের মাথা থেকে বোল্ডার গড়িয়ে দেয়ার মত। একবার গড়িয়ে দেয়ার পর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব নয়।

'অত কি ভাবছ; যাও, মেয়র আর গাধাগুলোকে খবর দাও গিয়ে।' র‍্যাঞ্চারের কথায় তার চটকা ভাঙল। চোখ পিট পিট করে ওকে তাকাতে দেখে ব্র্যাডেনের গলার স্বর আরও এক পর্দা চড়ল। 'কি হলো, যাও!'

'গিয়ে কি বলব?' ফিসফিস করে জানতে চেয়ে চেয়ার ছাড়ল লইয়ার।

'বলবে, আমি সেলুনে ডেকেছি, জরুরী আলাপ আছে।'

মুখ নিচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল জর্জ স্যামুয়েলসন। র‍্যাঞ্চারের আদেশ অমান্য করার সাহস নেই তার। গত ক'মাসে জেনে গেছে হেনরি ব্র্যাডেনের বিরোধিতা করলে বাঁচে না কেউ। আড়ালে থাকলেও ব্র্যাডেন ভয়ঙ্কর।

জ্ঞান ফেরার পর ভোঁতা একটা ব্যথা অনুভব করল বুড়ো ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। সচেতনতা আসতে শুরু করায় আরও বেড়ে গেল ব্যথাটা। চোখ মেলল সে, প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে বসল। সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে গিয়ে হাঁ করে দম নিল খানিকক্ষণ। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় এলে মাথার তালুতে আঙুল ছুঁয়ে চোখের সামনে এনে পরখ করল। রক্ত থকথক করছে। উঠে দাঁড়াল মাটিতে দু'হাতের চাপ দিয়ে। হাঁটুর কাঁপুনি দেখতে দেখতে কি ঘটেছে ভাবল। ব্যথায় বিকৃত চেহারা।

সূর্য অনেকখানি চড়ে এখন মধ্য গগনে। তারমানে অন্তত দু'তিন ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ট্রেইলে পড়ে ছিল সে। ভীষণ পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। ফ্র্যাঙ্কের মনে পড়ল আক্রান্ত হওয়ার শ'তিনেক গজ আগে একটা ওয়াটার হোল পেরিয়েছিল সে। দুর্বল শরীরে পনেরো মিনিট লাগল ওর ওয়াটার হোলের কাছে পৌঁছতে। উবু হয়ে পানিতে মুখ ডুবিয়ে তৃষ্ণা মেটাল ফ্র্যাঙ্ক, মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। তারপর হাঁটতে শুরু করল টলমল পায়ে, যে করেই হোক

খবরটা দ্রুত লেযি বি'তে পৌছুতেই হবে।

এক সময় পশ্চিমে হেলতে শুরু করল সূর্য, কিন্তু তাপ কমল না একবিন্দু। বাতাস নেই বলে গুমোট হয়ে উঠেছে পরিবেশ। ধীরে, কিন্তু একটানা হেঁটে চলল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। কখনও কখনও পরিশ্রমে জ্ঞান হারানোর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, কোথায় চলেছে বা কেন হাঁটছে মনে রাখতে হচ্ছে কষ্ট করে। খালি শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে তার, চোখ বন্ধ করে ক্লান্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছে করছে। তবু হাঁটছে সে। হাঁটছে জেদের বশে। ওয়্যাগন আক্রমণের পেছনে নিশ্চয়ই হেনরি ব্র্যাডেনের হাত আছে, কার্ল বোর্ডারকে জানাতে হবে। জানানো ওর কর্তব্য।

সন্ধেয় লেযি বি'র ধুলোময় কোর্টইয়ার্ডে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। বিধ্বস্ত চেহারা, দেখে চেনা যায় না। বাংকহাউস থেকে ছুটে এল কয়েকজন কাউহ্যান্ড, দু'হাত ধরে তাকে টেনে তুলল মাটি থেকে। খবর পেয়ে র‍্যাঞ্চার হাজির হয়ে গেল দেড় মিনিটের মাথায়। লয়েলের অবস্থা দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'ওকে নিয়ে আমার অফিসে শুইয়ে দাও।' র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকিয়ে চেঁচাল, 'জেনিস, পানি গরম করো। ফ্র্যাঙ্কের চিকিৎসার দরকার!'

ধরাধরি করে পার্লারে নিয়ে যাওয়া হলো বুড়োকে. শুইয়ে দেয়া হলো লম্বা আরামদায়ক কাউচে। ফ্র্যাঙ্কের মাথার আঘাত পরীক্ষা করে মুখ তুলল র‍্যাঞ্চার। 'খারাপ, তবে যতটা ভেবেছিলাম ততটা না।'

'দেখে মনে হচ্ছে বহুদূর হেঁটে এসেছে।' খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাল জেসন।

ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিল বুড়ো ফ্র্যাঙ্ক, বুকে হাত রেখে তাকে আবার শুইয়ে দিল কার্ল বোর্ডার। 'শুয়ে থাকো, ফ্র্যাঙ্ক। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর কথা বোলো, মানা করব না।'

'জরুরী। দেরি হয়ে গেছে অনেক,' বিড়বিড় করে বলল ফ্র্যাঙ্ক লয়েল। গরম পানির কেতলি আর তোয়ালে হাতে জেনিসকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাসার চেষ্টা করল। তারপর আবার চোখ ফেরাল র‍্যাঞ্চারের দিকে। জেনিস তার মাথার ক্ষত পরিষ্কার করতে শুরু করার পর বলল, 'হেনরি ব্র্যাডেনের লোক হামলা করেছিল। মাথায় বাড়ি খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইনি, আমি ওদের আলাপ শুনেছি।'

'কি বলছিল ওরা?'

'ম্যাক্স ব্র্যান্ড নামের এক লোকের ব্যাপারে আলাপ করছিল। ট্রেইল ধরেই নাকি আসবে লোকটা, ওদের পাতা ফাঁদে ধরা পড়বে।'

'আমারই ভুল,' তিক্ত চেহারায় বলল র‍্যাঞ্চার। 'ম্যাক্সকে নিশ্চয়ই সকালে রওয়ানা হতে দেখেছে ওরা বুটহিলে লুকিয়ে থেকে। আমার উচিত ছিল ওকে সাবধান করা।'

'তারমানে জিব হবসন ম্যাক্সকে বন্দী করেছে?' অস্বাভাবিক নিস্পৃহ শোনাল জেনিসের কণ্ঠস্বর। চেহারাও নির্বিকার রাখার চেষ্টা করছে, তবে কাঁপছে ঠোঁটের কোণ।

'তাই তো মনে হয়। ওরা অনেক, ওদের সঙ্গে একা লড়ে বেরতে পারবে না ম্যাক্স ব্র্যান্ড।'

'তাহলে সাঙ্ঘাতিক বিপদের মধ্যে আছে ম্যাক্স। একবার ওকে শহরে ধরে নিয়ে যেতে পারলেই ফাঁসিতে চড়াবে ওরা। হেনরি ব্র্যাডেন ওকে বাঁচতে দেবে না।'

'ম্যাক্স ব্র্যান্ড ধরা পড়েছে তেমন কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে।' শান্ত চেহারায় জেনিসকে দেখল কার্ল বোর্ডার।

'প্রমাণ না থাকুক, ওকে তো খুঁজতে যেতে হবে?'

মেয়ের প্রশ্নটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল র‍্যাঞ্চার, কোনও জবাব মুখে এল না। জেসন গলা খাঁকারি দিয়ে তাকানোয় অসহায় ভাবে শ্রাগ

করল সে। 'আপাতত আমাদের কিছু করার আছে বলে তো মনে হয় না। তবুও একজনকে লাইন ক্যাম্পে পাঠাব খোঁজ নিতে। বন্দী না হয়ে থাকলে ফিরে আসবে ম্যাক্স ব্র্যান্ড। আর যদি বন্দী হয়ে থাকে তাহলে তাকে সাহায্য করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।'

'কিন্তু, বাবা, তুমিই তো বলেছ ওরকম একজন লোক আমাদের সঙ্গে না থাকলে আমরা শেষ হয়ে যাব, পিষে ফেলবে হেনরি ব্র্যাডেন!' চোখ ভরা অভিযোগ নিয়ে বাবার দিকে তাকাল জেনিস। 'আমাদের বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে মানুষটা—এখন অসহায় অবস্থায় তাকে আমরা সাহায্য করব না?'

'কিভাবে?' কাঁধ ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'হেনরি ব্র্যাডেনও চাইছে আমি শহরে গিয়ে মারা পড়ি। যেতে আমিও চাই, তবে তাতে ফল আরও খারাপ হবে। র‍্যাঞ্চটার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকেও হারাবে তুমি। একবার শহরে ঢুকলে আমাকে জীবিত বের হতে দেবে না ব্র্যাডেন। ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে চাকরি দেয়ার পর সে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছে সুযোগ পেলে আবারও গানম্যান ভাড়া করব আমি।'

চুপ করে থাকল জেনিস। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কি করবে। বাবা যুক্তি মেনে চলে চলুক, সে মানবে না এই অন্যায় অবিচার। আর কেউ যদি না যায়, সে একাই যাবে ম্যাক্সকে ছাড়িয়ে আনতে।

সেলুনের ভেতরদিকের একটা ঘরে রাত দশটায় বসল শহর কমিটির মীটিঙ। নিজের উদ্দেশ্য ফাঁস না করে সবাইকে প্রভাবিত করা কঠিন হবে ঘরের চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে বুঝে ফেলল ব্র্যাডেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে সভায় হাজির হয়েছে খনির মালিক ট্রুড বেকার। সৎ এবং ক্ষমতাশালী লোক হিসেবে টেরিটোরিতে সুনাম আছে খনি মালিকের। লোকটার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে, নিজেকে শাসাল ব্র্যাডেন। মনে মনে আরেকবার গুছিয়ে নিল বক্তব্য।

এবছরের নতুন নির্বাচিত চর্বিসর্বস্ব মেয়র লাল রুমালে থলথলে মুখটা মুছে প্রথমে কথা বলল। তার মনে হয়েছে এত রাতে সবাইকে ডেকে বিরক্ত করা ঠিক হয়নি, তবুও তেল মারা হাসি হাসছে। ব্র্যাডেনকে চটাতে কোনমতেই রাজি নয়।

'ঠিকই ধরেছ; কলিন্স,' মেয়রের কথা শেষ হলে বলল ব্র্যাডেন। 'জরুরী একটা বিষয়ে আলাপ করব বলেই মীটিঙ ডেকেছি।' বেয়ারা সবাইকে বিয়ার সার্ভ করার ফাঁকে আবারও পরিকল্পনার খুঁটিনাটি দিকগুলো মনে মনে বিশ্লেষণ করল ব্র্যাডেন, নিশ্চিত হলো কোথাও কোনও ফাঁকফোকর নেই। বোকা স্বার্থপর লোকগুলোকে সে শুধু দায়িত্ব সচেতন আর কর্মঠ হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা জোগাবে। এদের বেশিরভাগেরই চিন্তাশক্তি থাকলেও তা ব্যবহার করার যোগ্যতা নেই, কাজেই ওর কথা গভীর ভাবে না ভেবেই সঠিক বলে ধরে নেবে। দু'একজন ত্যাড়া নাগরিক যারা আছে তাদের ভোটের মাধ্যমে বোবা করে দেয়া যাবে। নাহ্, খুঁত নেই কোনও, মীটিঙে ম্যাক্স ব্র্যাডের ফাঁসির সিদ্ধান্ত হলে তাকে জড়িয়ে কথা বলতে পারবে না কেউ।

ইচ্ছে করেই পাঁচ ছয়জন গানহ্যান্ডকে ঘরের কোনাগুলোতে দাঁড় করিয়েছে ব্র্যাডেন। সবাই যাতে তার কথা একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে শোনে সেজন্যে এই বাড়তি ব্যবস্থা। খনি মালিক ট্রুড বেকার ছাড়া বাকি সবার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যবস্থাটা রীতিমত কার্যকর। এমনকি লইয়ার জর্জ স্যামুয়েলসনও মাঝে মাঝেই আড় চোখে অস্বস্তি ভরা চেহারায় দেখছে এ শহরের কুখ্যাত গানম্যানদের।

বিয়ার শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সবার ওপর চোখ বোলাল ব্র্যাডেন, তারপর আনুষ্ঠানিক ঢঙে বক্তৃতা শুরু করল। 'জেন্টলমেন, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আজ এই মীটিঙ ডাকতে বাধ্য হয়েছি। তোমরা জানো শেরিফ

নিরস্ত্র ফ্র্যাঙ্কো গোমেজের খুনীকে ধরে এনেছে। এ-ব্যাপারেও কথা বলব আমরা, তবে আজ আমাদের মীটিঙের বিষয়বস্তু হবে আরও অনেক ব্যাপক।'

'যেমন?' ভাবলেশহীন চেহারায় জানতে চাইল ট্রুড বেকার।

'বলছি।' সবার ওপর একবার চোখ বোলাল হেনরি ব্র্যাডেন। 'সবাই জানো টেরিটোরিতে ফ্রেসনো সিটির গুরুত্ব দিনে দিনে বেড়েছে, অথচ আজও আমাদের নাগরিক অধিকার অত্যন্ত স্বল্প। এমনকি বিচার আচারের জন্যও সার্কিট জাজ কবে দয়া করে আসবে সেই আশায় বসে থাকতে হয়। আমার ধারণা এসব অব্যবস্থা আর দীর্ঘসূত্রীতা ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে। এই যেমন ধরা যাক খুনী ম্যাক্স ব্র্যান্ডের কথা। তাকে বসিয়ে বসিয়ে বিচারের আগে পর্যন্ত পকেটের পয়সা খরচ করে খাওয়াতে হবে আমাদেরই। কেন? কারণ আমাদের এখানে আদালত নেই। সার্কিট জাজ বিচার শেষ করে দণ্ড দেয়ার পরও ফোর্ট আর্থারে খুনীকে নিতে হবে ফাঁসিতে ঝোলাতে। কেন? কারণ আমরা নিজেরা দায়িত্ব সচেতন নই। কর্তৃপক্ষের হাত ফস্কে প্রতি বছরই পালাচ্ছে দু'একজন খুনী। ম্যাক্স ব্র্যান্ডও পথেই পালাতে পারে, ফিরে আসতে পারে নিরপরাধ সাক্ষীদের খুন করার জন্য।' দম নেয়ার ফাঁকে লইয়ারের ফ্যাকাসে চেহারা দেখে মনে মনে হাসল ব্র্যাডেন। তারপর আবার শুরু করল, 'আমার মনে হয় বিচারের দায়িত্ব এখন থেকে নেয়া উচিত শহর কমিটির। ম্যাক্স ব্র্যান্ডের বিচারের মধ্যে দিয়েই আমরা শহরের প্রথম আদালতের কাজ শুরু করতে পারি। তোমরা কি বলো?'

'মিস্টার ব্র্যাডেনের কথায় যুক্তি আছে,' বলে উঠল ঘরের পেছন দিকে বসা লইয়ার। 'আমরা দু'পক্ষের উকিল ঠিক করে নিরপেক্ষ ভাবে বিচারের কাজ চালাতে পারি। জুরিদের রায়ে ম্যাক্স ব্র্যান্ডের ফাঁসি হলে সার্কিট জাজেরও কিছু বলার থাকবে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে লইয়ারকে একবার দেখে নিয়ে মুখ খুলল ট্রুড বেকার। 'ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোমরা সবাই ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে দোষী ভাবছ। এরকম হলে লোকটা নিরপেক্ষ রায় পাবে না কখনও।'

তার কথায় সায় দিয়ে উঠল দু'তিনজন।

মনে মনে খনি মালিকের বাপ-মা তুলে গাল দিল হেনরি ব্র্যাডেন। লোকটা এই মীটিঙে হঠাৎ করে হাজির না হলে এসব প্রশ্ন তুলে গোটা ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখার মত থাকত না আর কেউ। এখন অনেকেই খনি মালিকের মনোভাব জেনে মুখ খোলার সাহস পাবে, মতামত দিতে চাইবে হয়তো। তাড়াতাড়ি থামাতে হবে এই অতি কৌতূহল। কড়া চোখে ভিন্ন মত পোষণকারীদের একবার দেখে নিয়ে গলা খাঁকারি দিল ব্র্যাডেন। তারপর বলল, 'লোকটা যাতে নিরপেক্ষ বিচার পায় সেজন্য ট্রুড বেকারকে আমি তার উকিল হওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছি।'

কোনও জবাব না দিয়ে সবাইকে একবার দেখল ট্রুড বেকার গম্ভীর চেহারায়।

'কি, তুমি রাজি?' জানতে চাইল ব্র্যাডেন।

'হ্যাঁ, আমি চাই না অন্যায় বিচারে ফাঁসি হোক কারও। বেশ, ম্যাক্স ব্র্যান্ডের উকিল হতে আপত্তি নেই আমার।'

'তাহলে এই কথাই রইল,' সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বলল ব্র্যাডেন। আর কারও কোনও কথা থাকতে পারে না এমন একটা ভঙ্গি করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দ্রুত কাজ সারতে পারার ওপর এই প্রহসনের সফলতা নির্ভর করছে। কাউকে ভাল মন্দ চিন্তা ভাবনা করার সময় বা সুযোগ দেয়া চলবে না, ভালমতই বোঝে র‍্যাঙ্গার।

দরজায় দমাদম ধাক্কার শব্দে ডেপুটি শেরিফের তন্দ্রা ছুটে গেল।

এত রাতে কে এল ভাবতে ভাবতে গানবেল্ট কোমরে ঝোলাল সে। বিরক্ত চেহারায় জানালা দিয়ে উঁকি মারল। সাত-আটজন লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে একজনকেও চিনতে পারল না। লোকগুলো ম্যাক্স ব্যান্ডকে লিঞ্চ করতে এসেছে ভেবে কপালে ঘাম জমে গেল তার। এরকম পরিস্থিতি আগে কখনও দেখা দেয়নি, ভেবে গেল না কি করা উচিত। একবার সিক্সগানের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলে এই অস্ত্র দিয়ে একদল উন্মত্ত মাতালকে ঠেকানো সম্ভব নয়। অপেক্ষা করা যেতে পারে, শেরিফ গোলমাল শুনে নিশ্চয়ই জেগে উঠে খোঁজ নিতে আসবে অফিসে।

দরজা ধাক্কানো বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। মেয়রের গলার আওয়াজ পেয়ে অবাক হলো ডেপুটি। মেয়র বলছে, 'দরজা খোলো, ডেপুটি, ম্যাক্স ব্যান্ডের সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমাদের।'

লিঞ্চিঙ মব আক্রমণ করেনি বুঝে মনে মনে স্বস্তি পেলেও কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল ডেপুটি। তারপর দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। শহর কমিটির সদস্যরা ঢুকল অফিসে। ওদের মাঝে ব্র্যাডেন আর লইয়ারকে দেখে চোখে কৌতূহল নিয়ে মেয়রের দিকে তাকাল ডেপুটি। 'এতরাতে?'

'ম্যাক্স ব্যান্ডকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে,' মেয়রের হয়ে জবাব দিল ব্র্যাডেন।

'কেন?' লোকগুলোকে ঢুকতে দিয়ে ভীষণ ভুল করেছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ডেপুটি। একবার ভাবল দৌড়ে গিয়ে শেরিফকে খবর দেবে কিনা। দলে মেয়র থাকলেও এদের লিঞ্চিঙ পার্টি বলে মনে হচ্ছে তার।

'তোমার কাছে কোনও কৈফিয়ত দেয়ার দরকার নেই আমাদের।' আঙুল তুলে লোহার দরজা দেখাল ব্র্যাডেন। 'যাও, সেল থেকে ম্যাক্স ব্যান্ডকে নিয়ে এসো।'

জায়গা থেকে না নড়ে মেয়রের দিকে তাকাল ডেপুটি। রুমালে মুখ মুছে চাপা স্বরে মেয়র বলল, 'যা বলছে করো।'

'কিন্তু শেরিফ...'

'শেরিফের ব্যবস্থাও আমরা করব,' ডেপুটিকে থামিয়ে দিল ব্র্যাডেন। 'ভেব না বেআইনীভাবে কিছু করা হচ্ছে। নিরপেক্ষ বিচারের খাতিরে আদালত গঠন করা হয়েছে। মেয়র জাজ হবে, দু'পক্ষের উকিল আর জুরিও থাকছে মতামত দেবার জন্য। সময় নষ্ট না করে নিয়ে এসো ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে।'

'শেরিফের নির্দেশ ছাড়া আমার পক্ষে তোমাদের কথা রাখা সম্ভব নয়,' পা ফাঁক করে দাঁড়াল ডেপুটি।

মেয়রের চেহারায় দ্বিধা দেখে সামনে বাড়ল ব্র্যাডেন। এখনই বাধা সরানোর সময়, তা না হলে মেয়রের দেখাদেখি অন্যরাও পিছিয়ে যেতে পারে। 'করবিন,' গানম্যানকে ডাক দিল সে। 'ডেপুটিকে বুঝিয়ে দাও, শহর কমিটির সভ্যদের সঙ্গে আর কখনও যেন সে অভদ্রতা না করে।'

ভীড় ঠেলে হাসি হাসি চেহারায় ডেপুটির দিকে এগোল বারলি করবিন। সামনাসামনি পৌঁছে ডানহাতে ঘুসি মারল সে ডেপুটির মুখে। আচমকা মারে ডেস্কে গিয়ে বাড়ি খেল হতভম্ব ডেপুটি, মাটিতে পড়ল সেখান থেকে। বক্তাক্ত বিস্মিত চেহারায় দেখল নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে শহর কমিটির সদস্যরা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে না।

কলার ধরে তাকে টেনে তুলল করবিন, ব্র্যাডেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ম্যাক্স ব্র্যান্ডের ব্যাপারে আর কোনও প্রশ্ন করার ইচ্ছে ডেপুটির নেই, মিস্টার ব্র্যাডেন।'

'বেশ, তাহলে ওকে দায়িত্ব পালন করতে বলো।'

কলার ছেড়ে দিয়ে ডেপুটির দিকে কড়া চোখে তাকাল করবিন।

দুর্বল টলমল পায়ে ডেস্কের পেছনে গিয়ে চাবি সংগ্রহ করল ডেপুটি। স্টীলের দরজা খুলে ভেতরের করিডরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তিন মিনিট পর ফিরে এল সে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে সঙ্গে নিয়ে।

ডেস্কে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, হলদে আলো ছড়িয়ে ঘরের চারদেয়ালে পড়ে কাঁপছে। অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোতে এসে চোখ পিটপিট করে তাকাল ম্যাক্স। চোখে আলো সয়ে আসার পর কঠোর মুখগুলো দেখে বুঝতে পারল জেলে নিরাপদে থাকা আর কপালে নেই ওর। পিঠ বেয়ে দরদর করে ঘাম নামতে শুরু করেছে টের পেল। ফ্যাসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝোলাতে শহরে এনেছ তোমরা?'

'দেখতেই পাবে কেন আনা হয়েছে,' ধমকে উঠল ব্র্যাডেন। করবিনের দিকে তাকিয়ে হাত ইশারা করল। 'একে সেলুনে নিয়ে এসো, বিচারের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করলে ঘাড় থেকে একটা ঝামেলা নামবে।'

'ফাঁসিতে ঝোলাতে চাও ঝুলিয়ে দাও, বিচারের নামে প্রহসনের দরকার কি?' টিটকারির হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল ম্যাক্সের। ব্র্যাডেনের চারপাশে দাঁড়ানো লোকগুলোর গম্ভীর চেহারায় নজর বোলাল। বুঝে গেল ওর ধারণা একবিন্দুও মিথ্যে নয়, এরা ওকে বাঁচতে দেবে না।

'নিয়ে চলো একে,' করবিনকে আরেকবার নির্দেশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্র্যাডেন, বেরিয়ে গেল অফিস ছেড়ে। তার পিছু নিল মেয়র আর অন্যরা।

অফিস খালি হয়ে যেতে দৌড়ে বেরিয়ে এল ডেপুটি, রাস্তা পেরিয়ে ছুটল শেরিফকে খবর দেয়ার জন্য। গোলমাল শুনে বোর্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে শেরিফ। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডেপুটির।

'ওদিকে হইচই হচ্ছিল কেন, ক্লড?' মুখোমুখি হয়ে ঘুম জড়ানো

কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল শেরিফ হবসন।

'ব্র্যাডেনের নেতৃত্বে মেয়র আর সিটিজেন কমিটির সবাই অফিসে এসেছিল। ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে জোর করে সেলুনে ধরে নিয়ে গেছে।' হাতের চেটোয় ঠোঁটের রক্ত মুছল ডেপুটি। 'ওরা ওখানে ম্যাক্স ব্র্যান্ডের বিচার শেষে রায় দেবে।'

'বিচার করার কোনও অধিকার নেই ওদের।' গানবেল্ট কোমরে ঠিকমত বসিয়ে ডেপুটির পাশে হাঁটতে শুরু করল জিব হবসন।

সেলুনে ঢুকে ওরা দেখল বিচারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বারের সামনে একটা চেয়ারে বসানো হয়েছে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে। ঘরের চার কোনায় দাঁড়িয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে ব্র্যাডেনের সশস্ত্র চার গানম্যান। টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে ঘরের আবহাওয়ায়।

শেরিফকে দেখে হোলস্টারের কাছে চলে গেল বারলি করবিনের হাত। বক্তৃতা করছে হেনরি ব্র্যাডেন: 'আসামী ম্যাক্স ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে কালো বে ঘোড়াটায় চেপে শহর ছাড়ার আগে নিরস্ত্র স্টেবলমালিক ফ্র্যাঙ্কো গোমেজকে হত্যা করে সে। আমার দায়িত্ব ঘটনার সত্যতা উদঘাটন করা। আমার কথা শেষ হলে নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবে আসামী ম্যাক্স ব্র্যান্ড। দু'পক্ষের কথা শুনে এবং বিচার বিবেচনা শেষে বিচারের রায় দেবে বিজ্ঞ জুরিরা।'

'নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়ার কোনও অধিকার নেই তোমাদের।' এক পা সামনে বেড়ে ব্র্যাডেনের দিকে তাকাল শেরিফ। 'যা করছ সব বেআইনী, বিচারে তোমাদেরই শাস্তি হয়ে যেতে পারে।'

'বিচারটা কে করবে! তুমি?' অবাক হয়েছে এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডেন।

'প্রয়োজন পড়লে। হ্যাঁ।' দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল হবসন। চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই, যদিও জানে ব্র্যাডেনের গানম্যানদের সামনে টিকবে না সে। চেয়ারে বসা মেয়রের উদ্দেশে বলল, 'তোমাকে অন্তত এখানে দেখতে পাব আশা করিনি, কলিন্স।'

'আসলে ব্র্যাডেন ভুল বলেনি, জিব,' রুমালে কপালের ঘাম মুছে বলল মেয়র। 'শহরটা বাড়ছে। এখন বিচারের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের হাতেই নেয়া উচিত।'

'ও, আচ্ছা,' তিক্ত চেহারায় ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল শেরিফ। বুক থেকে টিনের স্টার খুলে ছুঁড়ে ফেলল মেয়রের পায়ের কাছে, মেঝেতে। তারপর মাথা উঁচু করে বলল, 'চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি আমি। ভেবেছিলাম যুক্তি মানবে তোমরা, কিন্তু এখন দেখছি সবক'জন ব্র্যাডেনের চাকর—খুনী ার নির্বোধ।'

ডেপুটিকে ডাক দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ, চলে যাবে ঘর ছেড়ে। 'যাও কই?' পেছন থেকে জানতে চাইল ব্র্যাডেন।

'এখানে কি হচ্ছে সেটা সবাইকে জানাতে যাচ্ছি। হয়তো এখনও ফ্রেসনো শহরে অন্যায় ঠেকানোর মত দু'একজন ভাল মানুষ আছে, কে জানে!'

'দাঁড়াও, কোথাও যেতে পারবে না!' ধমকে উঠল ব্র্যাডেন।

'আচ্ছা! তুমি আমাকে ঠেকাবে নাকি!' ঘুরে ব্র্যাডেনের মুখোমুখি হলো জিব হবসন। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দু'হাত ঝুলছে ঊরুর কাছে, অজান্তেই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে, গতি বেড়ে গেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের।

'বস্ না; আমি ঠেকাব,' ঘরের কোনায় দাঁড়ানো বারলি করবিন্ এক পা এগোল উদ্যত অস্ত্র হাতে। হাত কাঁপছে না একটুও, কুৎসিত কালো নল তাক করে রেখেছে শেরিফের বুকে। বদ্ধ ঘরের নীরবতায় খুব জোরে শব্দ হলো হ্যামার ওঠানোর।

হোলস্টারের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিল হবসন, এখন আর

সে শেরিফ নয় যে কমিটির কাছে অভিযোগ করবে ব্র্যাডেন অন্যায় করছে।

'এই তো বুদ্ধি খুলেছে,' ডেপুটি আর হবসনের চেহারা সকৌতুকে দেখল ব্র্যাডেন। 'গানবেল্ট খুলে চেয়ারে বসে পড়ো। বেশিক্ষণ লাগবে না বিচার শেষ হতে, তারপর আমরা ভাবব তোমাদের নিয়ে কি করা যায়।'

'এমনকি বিচারের কাজে বাধা সৃষ্টির অপরাধে নতুন শেরিফ ওদের গ্রেফতারও করতে পারে!' নড়েচড়ে বসে জানাল লইয়ার। হেসে উঠল অনেকে। করবিন এগিয়ে এসে লাথি দিয়ে গানবেল্ট দুটো পাঠিয়ে দিল ঘরের আরেক প্রান্তে। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নিরাসক্ত চেহারায়।

'যা বলছিলাম,' পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠায় স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে সবাইকে দেখল ব্র্যাডেন। 'বাদী পক্ষ হিসেবে আমার দায়িত্ব কি ঘটেছে তা পরিষ্কার করে খুলে বলা।' একটু থেমে চুলে আঙুল দিয়ে চিরুনি চালাল সে, মনে মনে বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে তারপর ম্যাক্স ব্র্যান্ডের দিকে আঙুল তাক করে বলল, 'এই লোক দু'দিন আগে শহরে এসেছিল। ক্যান্টিনে খাওয়ার সময় সে জানায় পরদিন একটা ঘোড়া কিনে আবার রওয়ানা হয়ে যাবে। সে-রাত হোটেলে থেকে ভোরে সে হাজির হয় স্টেবলে। ওখানে ঠিক কিভাবে কি ঘটেছিল তা জানা যায়নি। তবে গুলির শব্দের পর ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে দেখা গেছে। দেখেছে লইয়ার জর্জ স্যামুয়েলসন। তারপর স্টেবলে মৃত পাওয়া গেল ফ্র্যাঙ্কো গোমেজকে। শেরিফ পৌঁছনোর কয়েক সেকেন্ড আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ক্যান্টিনমালিক। সে-ও কাউকে দেখেনি। এ সমস্ত তথ্য থেকে একটা সত্যিই বেরিয়ে আসে, তা হলো খুনী ম্যাক্স ব্র্যান্ড ছাড়া আর কেউ নয়। জুরিদের আমি অনুরোধ করব দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে...'

'তুমি একটা মিথ্যুক, ব্র্যাডেন,' চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল উত্তেজিত ম্যাক্স। 'আমি স্টেবল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও বেঁচে ছিল লোকটা। আমি ওকে ঘোড়ার দাম বুঝিয়ে দিয়েছি।'

'একটা বুলেট দিয়ে নিশ্চয়ই?' হাসল ব্র্যাডেন, চোখ জোড়ায় ফুটে উঠল সাপের হিমশীতল দৃষ্টি। 'তোমার কথাও সত্যি হতে পারে। হয়তো তুমি চলে যাবার সময়ও বেঁচে ছিল আহত ফ্র্যাঙ্কো। সে যাই হোক, সেসব জুরিরা বিবেচনা করবে। এখন চুপ করে বসে আমার কথা শোনো। তোমার পালা এলে আমি বাগড়া দেব না।'

'দিতে হবে না, বিচারের রায় কি হবে জুরিদের দেখেই বুঝতে পারছি।' ধপ করে চেয়ারে বসল ম্যাক্স, মন থেকে মেনে নিতে পারছে না এই পরিণতি।

'চুপ করো সবাই!' ধমকে উঠে নিজের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে গেল মেয়র। সামলে নিয়ে লইয়ারের দিকে তাকাল। 'তুমি গুলির শব্দের পরপরই ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে শহর থেকে চলে যেতে দেখেছ, জর্জ?'

'হ্যাঁ, মেয়র,' উঠে দাঁড়াল লইয়ার, একবারও চোখের পাতা কাঁপল না মিথ্যে বলার সময়।

'গুলির শব্দের পরে দেখেছ, আগে নয়?' ভারিক্কি চেহারায় আবার জানতে চাইল মেয়র। নিজেকে তার এই মুহূর্তে সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ লোক বলে মনে হচ্ছে।

'আমি নিশ্চিত যে গুলির পরে দেখেছি। শব্দ শুনেই আসলে আমি অফিস থেকে বেরিয়ে আসি।'

'তারপর স্টেবলে পৌঁছে কি দেখলে?' লইয়ারকে উৎসাহ জোগাল ব্র্যাডেন।

'দেখলাম খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। শার্টে পোড়া গান পাউডার লেগে ছিল।'

'আমার আর কিছু জানার নেই, মেয়র,' চেয়ারে বসল ব্র্যাডেন। মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল ইচ্ছে করলে বিবাদী পক্ষের উকিল জেরা শুরু করতে পারে।

উঠে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি ভরা চেহারায় চারপাশে তাকাল খনিমালিক, গলা খাঁকারি দিয়ে কিছুক্ষণ মেঝে দেখল। তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'আমি কাজটা নিতে বাধ্য হয়েছি কারণ আর কেউ ম্যাক্স ব্র্যান্ডের পক্ষ নিত না। মামলা মোকদ্দমায় আমি অভ্যস্ত নই, কাজেই ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। যাই হোক আমি যেটা প্রথমেই বলতে চাই…আঁ…আঁ…হুম! সবাই মনস্থির করে রাখলে বিচারের রায় নিরপেক্ষ হবে না কিন্তু।'

'কি বলবে বলে ফেলো,' প্রতিপক্ষের দুরবস্থায় খুশি খুশি গলায় তাগাদা দিল ব্র্যাডেন, 'তাড়াতাড়ি। সারারাত তোমার কথা শোনার ধৈর্য নেই আমাদের।'

রাগে জ্বলে উঠল ট্রুড বেকারের চোখজোড়া। কথায় কেউ বাধা দিলে অন্য সময় তার অসুবিধা হয় গুছিয়ে বলতে, কিন্তু এবার হলো না। চেহারায় দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বলল, 'আমি মনে করি ম্যাক্স ব্র্যান্ড নির্দোষ। কেউ তাকে দেখেনি গুলি করতে, কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যে খুনের পেছনে ম্যাক্স ব্র্যান্ডের কোনও হাত ছিল। সাক্ষী আছে শুধু জর্জ স্যামুয়েলসন, কিন্তু আসলে কিছুই দেখেনি সে। তার চেয়ে বড় কথা ঘোড়া বিক্রির টাকা মৃত স্টেবল মালিকের পকেটে পাওয়া গেছে। খুনী হলে ঘোড়ার দাম দিত না ম্যাক্স, শহর থেকে বেরিয়ে এত কাছেই চাকরি নিত না। পাসি খুঁজে পাবার আগেই চলে যেত বহুদূরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে।' দম নেবার ফাঁকে জুরিদের দেখল খনিমালিক, বুঝতে পারছে কোনও আশা নেই। সবাই যেন উত্তেজিত হয়ে আছে, মৃত্যুদণ্ড দিতে পারলে খুশি হয়। শেরিফকে আটকানোর পর এখন আর কোনও ভরসা নেই ম্যাক্স ব্র্যান্ডের, ব্র্যাডেনের পোষা গাধাগুলো মনিবকে চটাবে না।

'তোমার আর কিছু বলার আছে, ট্রুড?' জানতে চাইল ব্র্যাডেন।

'না।'

'তাহলে জুরিরা আলোচনা করুক, কি বলো? তথ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে রায় দিতে বোধহয় বেশিক্ষণ লাগবে না।'

খনিমালিক মাথা ঝাঁকানোয় গুঞ্জন শুরু হলো কামরায়। কিছুক্ষণ নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলে গম্ভীর চেহারায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নেড ড্রায়ার। তাকেই জুরিদের পক্ষ থেকে রায় জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

পিনপতন নীরবতা নামল ঘরে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ড্রায়ার বলল, 'জুরিদের সিদ্ধান্ত আমাকে জানাতে বলা হয়েছে। প্রায় সবক'জন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ম্যাক্স ব্র্যান্ড খুনী, ঠাণ্ডা মাথায় সে স্টেবলমালিক ফ্র্যাঙ্কো গোমেজকে গুলি করে হত্যা করেছে।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল হেনরি ব্র্যাডেন। আড়চোখে একবার দেখল মেয়রকে। বুড়ো গাধাটা এখন নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারলেই হয়!

ব্র্যাডেনের চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধে হয়নি মেয়রের, দু'হাতে টেবিলের কোনা খামচে ধরে উঠে দাঁড়াল। একবার ভাবল রুমাল দিয়ে মুখ মোছে, পরক্ষণেই ব্যাপারটা দুর্বলতার প্রকাশ হয়ে যাবে বুঝে মত বদলাল। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'জুরিদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। ম্যাক্স ব্র্যান্ডের এই জঘন্য অপরাধের শাস্তি একটাই—ফাঁসি।'

'ফাঁসি কার্যকর করা হবে কখন?' জানতে চাইল ব্র্যাডেন।

'আগামী ভোরে,' চেহারা দেখে মনে হলো এই মুহূর্তে হাজার মাইল দূরে কোথাও থাকতে পারলে খুশি হত মেয়র। বসে পড়ল চেয়ারে। রুমাল বের করে মুছল মুখের ঘাম, কাঁপা কাঁপা শ্বাস নিল বুক ভরে। পেরেছে সে। ব্র্যাডেনের কথামত সবই করেছে; এখন যত শীঘ্রি সম্ভব ভুলে যেতে হবে আজকের এই অপকর্ম।

দু'জন গানম্যানকে ইশারা করল ব্র্যাডেন। 'ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে নিয়ে জেলে আটকাও, বাকি রাত তোমরা ওকে পাহারা দেবে।'

'বস্, হবসন আর ওর ডেপুটিটাকে কি করব?' চকচকে চোখে জানতে চাইল টরটিয়া জো।

'আজ রাতটা ওদের দু'জনকেও সেলে ভরে রাখো, আমি চাই না নিরীহ মানুষদের ওরা উত্তেজিত করে তোলার সুযোগ পাক।'

ম্যাক্স, হবসন আর ডেপুটিকে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল ছ'জন গানহ্যান্ড। একে একে যার যার বাড়িতে ঘুমাতে চলে গেল শহর কমিটির সদস্যরা। রাগে মাথা নাড়তে নাড়তে হোটেলে ফিরে গেছে ট্রুড বেকার।

বারলি করবিন আর টরটিয়া জো'র দিকে তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসল হেনরি ব্র্যাডেন। সেলুনের গদিমোড়া চেয়ারে বসে চুমুক দিল হুইস্কি ভরা গ্লাসে। বড় একটা চিন্তা মাথা থেকে নেমেছে তার। কাল করবিনের করা খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলবে ম্যাক্স ব্র্যান্ড।

পাঁচ

ব্র্যাডেনের পোষা গুণ্ডারা ওকে সেলে ভরে তালা দিয়ে চলে যাবার পর সারারাত মনে একফোঁটা স্বস্তি পেল না ম্যাক্স। শব্দে বুঝেছে অন্য সেলটাতে ঢোকানো হয়েছে শেরিফ আর তার ডেপুটিকে। ওদিক থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনও আশা নেই। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, মনে হচ্ছে আজকের রাতটা খুব ছোট।

ভোর হয়ে এসেছে, জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে

দেখল বাইরে কালো মিলিয়ে গিয়ে সীসের মত রঙ লেগেছে। লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। জেগে উঠেছে অনেকে আজকের এই বিশেষ দিনে মজা উপভোগ করার জন্য। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ম্যাক্সের বুক চিরে। আজই শেষ দিন। চলে যেতে হবে। কিছুই বদলাবে, না আগের নিয়মেই চলবে পৃথিবী। পাখি উড়বে আকাশে, সন্ধেয় ফিরে যাবে নীড়ে, কাঠবেড়ালী নাচবে গাছের ডালে, বইবে ঝরনা, বৃষ্টি ঝরবে, রোদ উঠবে; শুধু এসব দেখার জন্য থাকবে না সে।

'জেগে আছ, ম্যাক্স?' সরু প্যাসেজের ওপার থেকে ওকে চমকে দিয়ে জানতে চাইল হবসন।

'তুমি হলে ঘুমাতে পারতে?' জানালার কাছ থেকে সরে এসে সেলের শিকে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াল ম্যাক্স।

দীর্ঘ নীরবতার পর আবার কথা বলল হবসন। 'আমি দুঃখিত, ম্যাক্স। কালকের বিচার দেখে বুঝেছি তুমি গোমেজকে খুন করোনি। অবশ্য এখন আর আমার বোঝাবুঝিতে কিছু এসে যায় না; তবু মনে হলো তোমাকে কথাটা জানালে আমার মন থেকে একটা বোঝা নামবে।'

'ধন্যবাদ।'

'আমি যদি জানতাম সবাই ব্র্যাডেনের কথায় নাচবে তাহলে আরও লোকজন যোগাড় করে সেলুনে ঢুকতাম।'

'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, হবসন,' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ম্যাক্স, প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ব্যাপারে কি করবে ওরা?'

'জানি না, সম্ভবত শহর থেকে বেরিয়ে যেতে একঘণ্টা সময় দেবে। হয়তো বলবে আর কখনও আমাদের দেখা গেলে কুকুরের মত গুলি করে মারা হবে।'

'এসব বলবে কে, শহরে এখন শেরিফ বলতে কেউ নেই।'

ইচ্ছে করেই আলাপ চালিয়ে নিচ্ছে ম্যাক্স, চাইছে না নিজের কি হবে তা মাথায় চেপে বসে কষ্ট বাড়াক। চাইছে হালকা আলাপ আলোচনায় মনকে ভুলিয়ে রাখতে।

'ব্র্যাডেন নিজের পছন্দ মত কাউকে অস্থায়ী শেরিফ পদে দাঁড় করালে বাধা দেবে না শহর কমিটির কেউ। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সেই পুতুল শেরিফ শহরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।' শেষ দিকে ক্ষোভে বুজে গেল জিভ হবসনের গলা।

নীরবতা নামল ওদের মাঝে। বলার মত কথা আর নেই। এটা বলার নয়, উপলব্ধির সময়; যা ছিল বলা হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর প্যাসেজের দরজা খোলার শব্দ হলো। কাঠের মেঝেয় বুটের শব্দ তুলে ম্যাক্সের সেলের সামনে থামল বারলি করবিন আর টরটিয়া জো। হাসতেই করবিনের বড় বড় সাদা দাঁতগুলো আবছা আঁধারে দেখা গেল। তালায় চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। পিঠে সিক্সগানের নল ঠেসে ধরে ম্যাক্সকে বের করে আনল সেল থেকে। রাস্তায় নিয়ে এসে ওকে দাঁড় করাল ব্র্যাডেন আর সিটিজেন কমিটির সামনে।

'স্কয়ারে নিয়ে এসো, ওখানেই ব্যবস্থা করা হয়েছে,' শহরের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে থাকা নেড়া কটনউড গাছটার দিকে পা বাড়িয়ে নির্দেশ দিল ব্র্যাডেন।

ঠেলতে ঠেলতে ম্যাক্সকে ওরা নিয়ে গেল স্কয়ারে। ভিড় করেছে লোকজন। ভোরের ধূসর আলোয় দর্শকদের মাঝে কয়েকজন মহিলাকে দেখে অবাক হলো ম্যাক্স। আজ এখানে যেন কোনও মৃত্যুদণ্ড নয়, একটা নাটক অভিনীত হবে, মজা দেখতে এসেছে সবাই। পরিবেশে উৎসবের আমেজ।

কটনউড গাছের ডালে দড়ি ঝোলানো হয়ে গেছে। শক্ত দড়ির ফাঁস। হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ঘোড়ায় বসিয়ে ওর গলায় পরিয়ে দেয়া হবে ওই ফাঁস। ঘোড়াটাকে চমকে দিলেই সরে যাবে.

পায়ের তলায় মাটি না থাকায় দেহের ভারে গলার চারপাশে এঁটে বসবে দড়ি। বাঁচার পথ নেই, ঘাড় ভেঙে না মরলে শ্বাস আটকে মরবে।

স্টেবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে এল বারলি করবিন। ঘোড়ায় চড়ে গাছে বাঁধা দড়ি ধরে ঝুলে নিশ্চিত হলো, ছিঁড়বে না। ঘোড়া থেকে নেমে ব্র্যাডেনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে।

'ঠিক আছে, ওকে তুলে দাও,' সবাইকে শুনিয়ে চেঁচাল ব্র্যাডেন। 'বোর্ডারের মত লোকদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে গানম্যান ভাড়া করে গোলমাল শুরু করলে ফ্রেসনোর বাসিন্দারা সহ্য করবে না। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এবার ঝুলিয়ে দাও।'

'বস্, ওর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেব?' হাতের দড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল বারলি করবিন।

'দরকার পড়বে না; তবু ইচ্ছে হলে বেঁধে দাও,' হাতের অধৈর্য ইশারা করে জবাব দিল হেনরি ব্র্যাডেন। 'যা করার তাড়াতাড়ি করো, ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে যাচ্ছে।'

কোনও বাধা দিল না ম্যাক্স। হাত বেঁধে ওকে ঘোড়ার পিঠে ওঠাল বারলি করবিন আর টরটিয়া জো, গলায় দড়ি পরিয়ে উচ্চতা ঠিক করল। সময় ফুরিয়ে এসেছে, তিক্ত মনে ভাবল ম্যাক্স। আগেই বাধা দেয়ার চেষ্টা করে খুন হয়ে যাওয়া ভাল ছিল ফাঁসির দড়িতে ঝুলে মরার চেয়ে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। একদিন হয়তো ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা এই লোকগুলো বুঝবে আসল খুনী অন্য কেউ। তবে তাতে ওর কোনও উপকার হবে না। চোখ বন্ধ করল ম্যাক্স, আশা করছে যেকোন সময় দম আটকে গলায় চেপে বসবে মৃত্যু ফাঁস।

'তোমার কুকুরগুলোকে ফেরাও, ব্র্যাডেন! কথা না শুনলে মরবে।' আচমকা পরিচিত নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকারে চোখ মেলল ম্যাক্স।

ব্র্যাডেনের বিশফুট দূরে ঘোড়ায় বসে আছে জেনিস বোর্ডার, সহজ ভঙ্গিতে ধরা ডাবল ব্যারেল শটগান তাক করে রেখেছে ব্র্যাডেনের মাথা বরাবর। সবার হতচকিত অবস্থা দেখে ম্যাক্স বুঝল মেয়েটার হঠাৎ আগমন কারও নজরে পড়েনি। নির্বিকার ভাবে শটগান সুদ্ধ হাত ঝাঁকাল জেনিস। দুটো ব্যারেল এই দূরত্ব থেকে একসঙ্গে খালি করলে ব্র্যাডেনের ধারে কাছে দাঁড়ানো ছ'সাতজন শেষ হয়ে যাবে। লোকগুলোও জানে সে-কথা। ওরা সরে দাঁড়াল ব্র্যাডেনের কাছ থেকে। মুচকি হাসল জেনিস, 'ব্র্যাডেন, ম্যাক্সের বাঁধন কেটে দিতে বলো তোমার কুকুরগুলোকে।'

গম্ভীর চেহারায় জেনিসকে দেখল ব্র্যাডেন। বুঝে নিল এই মেয়ে মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না, যা বলছে তাই করবে। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল সে বারলি করবিন আর টরটিয়ার উদ্দেশে। মৃদু প্রতিবাদ করল কয়েকজন সাধারণ নাগরিক। চোখ গরম করে তাকাল ব্র্যাডেন। মুহূর্তেই থেমে গেল গুঞ্জন, হেনরিকে ওরা সাক্ষাৎ যমের মত ভয় পায়।

করবিন ম্যাক্সকে বাঁধনমুক্ত করে সরে দাঁড়াল। দু'হাতে গলা ধরে পিছলে ঘোড়া থেকে নামল ম্যাক্স, পা বাড়িয়ে বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস বোর্ডার। আমি ভাবিনি এখানে তোমাকে দেখতে পাব।'

'আমি জানতাম শহরে এরকম কিছুই ঘটবে।' ব্র্যাডেনের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল জেনিস। 'তুমি ঘোড়া আর অস্ত্র নিয়ে এসো, আমি ততক্ষণ এদের আটকে রাখছি।'

'একা পারবে?' জেনিসের সামনে থমকে দাঁড়াল ম্যাক্স। মেয়েটাকে একা ছেড়ে যেতে দ্বিধা বোধ করছে।

একটু হেসে মাথা দোলাল জেনিস। 'যাও, তবে তাড়াতাড়ি এসো।'

দৌড়ে স্টেবলে গিয়ে ঢুকল ম্যাক্স, কালো বে'র পিঠে স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে এল। থামল শেরিফের অফিসের সামনে। দরজা

খোলা, সিক্সগান আর গানবেল্ট সংগ্রহ করে বেরিয়ে এল আবার। বিশ্রাম পেয়ে দ্রুত ছোটার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যাক্স পৌঁছে গেল জেনিসের পাশে।

লোকগুলো এখনও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাক্স চলে যাওয়ার পর নানাভাবে ব্র্যাডেন বুঝিয়েছে জেনিসকে, হুমকি দিয়েছে। কাজ হয়নি, টলেনি মেয়েটা; বরং উল্টো সাধারণ মানুষগুলোকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে ওরা দেখেছে আশেপাশের কয়েকটা ছাদে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র চার-পাঁচজন লোক। মিথ্যে বলেনি জেনিস, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সহজেই ওরা ওপর থেকে সামাল দিতে পারবে।

'ঘোড়া ছোটাও, ম্যাক্স, শহর থেকে বেরিয়ে যাও,' ব্র্যাডেনের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল জেনিস।

'তোমার কি হবে?' নড়ল না ম্যাক্স।

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, নিজের জান বাঁচাও।'

ছাদে দাঁড়ানো রাইফেলধারীদের দেখেছে ম্যাক্স, তবু মেয়েটাকে বিপদের মুখে ফেলে চলে যেতে ওর মন সায় দিল না। জেনিসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'গেলে আমরা একসঙ্গেই যাব।'

তর্ক করতে গিয়েও ম্যাক্সের দৃঢ়তা দেখে চুপ হয়ে গেল জেনিস, মাথা ঝাঁকিয়ে ছাদের লোকগুলোকে ইশারা করে ঘোড়া ছোটাল উত্তরদিকে। এক মুহূর্ত পর উদ্যত জোড়া সিক্সগান হাতে অনুসরণ করল ম্যাক্স। শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে এসে ঘোড়ার গতি কমাল সে, জানে শহরবাসীরা ওদের ধাওয়া করেনি।

'আমি মেক্সিকানকে খুন করিনি, কথাটা বিশ্বাস করো?' হঠাৎ নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল ম্যাক্স। মন কেন যেন বলছে এই নারীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপরই নির্ভর করছে ওর ভবিষ্যৎ জীবন

ধারা।

'আমার বিশ্বাসে কি কিছু এসে যায়?' রাস্তায় চোখ রেখে পাল্টা প্রশ্ন করল জেনিস।

'যায়। তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছ; কারণটা কি?'

'কারণ তোমাকে আমার খুনী বলে মনে হয়নি।'

'শুধু একারণেই?'

জবাব দিল না জেনিস, লালের ছোপ লাগল দু'গালে।

'আমি ধরা পড়েছি জানলে কি করে?' নতুন দৃষ্টিতে জেনিসকে দেখছে ম্যাক্স।

'গত সন্ধ্যায় আধমরা অবস্থায় র‍্যাঞ্চে পৌঁছেছে ফ্র্যাঙ্ক লয়েল, জানিয়েছে ব্র্যাডেনের লোকরা ওকে অজ্ঞান করে ওয়্যাগন কেড়ে নিয়ে গেছে। তখনই সন্দেহ হয়েছিল যে ধরা পড়ে গেছ তুমি। তারপর লাইন ক্যাম্পে তোমার খোঁজে লোক পাঠাল বাবা। সে-লোক মাঝরাতে এসে বলল তুমি নেই ওখানে। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম সকালেই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে ব্র্যাডেন। আলাপ করলাম রবিন আর জেসনের সঙ্গে, দু'জন কাউহ্যান্ডকে নিয়ে আমার সঙ্গে এল ওরা। তোমার ফাঁসি দেখতে এতই ব্যস্ত ছিল যে কাউকে খেয়াল করেনি ব্র্যাডেনের গানহ্যান্ডরা।'

'ব্র্যাডেনকে খুব কঠিন ভাবে ফাঁদে আটকেছিলে,' গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল ম্যাক্স। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জানতে চাইল, 'জেসন, রবিন আর কাউহ্যান্ড দু'জন শহর থেকে বেরবে কিভাবে?'

'ওদের নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমরা ছুটতে শুরু করতেই নিজেদের পথ ধরেছে ওরা। ব্র্যাডেনকে কিছুক্ষণ আটকে রেখে একে একে সরে পড়বে, বাড়িগুলোর পেছনে ঘোড়া বেঁধে রেখেছে।'

*

রাগে ভেতরে ভেতরে কাঁপছে হেনরি ব্র্যাডেন। রাগ খানিকটা নিজের ওপরেও। লেযি বি'র স্পর্ধাকে ছোট করে দেখেছিল সে। রাইফেলধারীরা ছাদ থেকে চলে যেতেই ঘি পড়ল ব্র্যাডেনের মনের আগুনে, উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাচ্ছে ওরা! ধরো, ছুটে সামনে এগোও; ধরতে হবে ওদের!'

কুঁজো হয়ে বাড়িগুলোর পেছনদিকের সরু গলিতে দৌড়ে ঢুকল সশস্ত্র করবিন আর টরটিয়া জো। কাউহ্যান্ড আর ব্র্যাডেনের বাকি গানম্যানরা ছুটল রাস্তা ধরে। স্টেবলের পাশের গলি থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে বুক চেপে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সামনের সারির একজন। শুরু হয়ে গেল আগ্নেয়াস্ত্রের জবাব পাল্টা জবাব। দৌড়াদৌড়িতে রাস্তার ধুলো উড়ে দৃষ্টিসীমা কমে গেল। বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে ব্র্যাডেন উৎসাহ জোগাচ্ছে নিজের লোকদের, এগিয়ে যেতে বলছে। ধুলোর মধ্যে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ছুটন্ত চার ঘোড়সওয়ারকে। মাঝে মাঝে ওরা স্যাডল থেকে কোমর বাঁকিয়ে পিছন দিকে গুলি করছে।

কয়েকবার নিজেও পাল্টা গুলি করল ব্র্যাডেন। লাগল না। ক্রোধে উন্মত্ত অবস্থায় বোর্ডওয়াক থেকে নামল সে। শহর ছেড়ে লেযি বি'র কাউহ্যান্ডরা একবার বেরিয়ে গেলে আর ধরা যাবে না, সেলুনের কাছে বাঁধা ঘোড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে লোকগুলো চলে যাবে আওতার বাইরে। আবার এখন এগিয়ে ওদের বন্দী করাও অসম্ভব, রাস্তায় কোনও আড়াল নেই। চারদিকে বিশৃঙ্খলা, পালাচ্ছে সাধারণ দর্শকরা।

চলে যাবার আগে শেষ আক্রমণটা করে চমকে দেয়ার জন্য একসঙ্গে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল লেযি বি'র কাউহ্যান্ডরা। চিৎকার করে নিজের লোকদের সাবধান করে বালিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ল ব্র্যাডেন। খুব কাছেই কয়েকটা বুলেট আঘাত

হানায় মুখ খিস্তি বন্ধ হয়ে গেল। ক্রল করে পিছাতে শুরু করল সে। গলির মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করবে।

চার ঘোড়সওয়ার শহর ছেড়ে চলে যাবার পরও চিৎকার আর চেঁচামেচি থামল না। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়ায় ওঠার জন্য সেলুনের দিকে ছুটল ব্র্যাডেনের গানহ্যান্ডরা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হোলস্টারে অস্ত্র গুঁজল ব্র্যাডেন। রেগে আছে, তবে কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি; নিজস্ব লোকদের উদ্দেশে চেঁচাল সে। 'যাওয়ার দরকার নেই কারও, ওদের আর ধরা যাবে না!'

'কিন্তু, বস্...'

'হয়েছে, তোমাকে আর মাতবরি করতে হবে না,' ধমক দিয়ে করবিনকে থামিয়ে দিল ব্র্যাডেন। 'যাও টরটিয়া আর লইয়ারকে হোটেলে নিয়ে এসো। এখন আর ধাওয়া করে কোনও লাভ নেই। ওরা পাথুরে জমিতে পৌঁছে গেছে, ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

কথা শেষ করে হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল ব্র্যাডেন। সে নিশ্চিত যে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। কাউন্টার থেকে চাবি সংগ্রহ করে দোতলায় নিজের রুমে গিয়ে ঢুকল সে। কাউচে বসে একটা সিগার ধরাল।

পাঁচমিনিট পর ঘরে প্রবেশ করল করবিন, টরটিয়া আর স্যামুয়েলসন। নিভে যাওয়া সিগারটা দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে লইয়ারকে বসতে ইশারা করল ব্র্যাডেন। লইয়ার বসায় সিগার ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে সারা ঘরে। চতুর লইয়ারের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে আরও হিংস্র হয়ে উঠবে ব্র্যাডেন। নির্দিষ্ট সীমা আজ অতিক্রম করে গেছে লোকটা, এখন যতদিন বাঁচবে নিজের পথে শুধু এগিয়েই যাবে।

আরও পাঁচ মিনিট পিনপতন নীরবতা বজায় থাকল ঘরে। একটানা প্রায় বিরতিহীন ভাবে সিগারের ধোঁয়া ছাড়ল ব্র্যাডেন।

তারপর হঠাৎ সিগারটা অ্যাশট্রেতে ঠেসে নিভিয়ে চোখ তুলে বারলি করবিনকে দেখল। 'আমার কথা মত সবক'জন তৈরি হয়েছে?'

হিংস্র চেহারায় মাথা ঝাঁকাল করবিন, চোখ দুটো চকচক করছে পৈশাচিক আনন্দে। 'পুরো দশজন। কখন রওয়ানা হতে বলব?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বোর্ডার ম্যাক্স ব্র্যান্ডের মত আরও লোক ভাড়া করে বসলে বিপদ হতে পারে, সেই ঝুঁকি আমরা নেব না। স্যামুয়েলসন কি বলো?'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল লইয়ার। 'উপযুক্ত লোক হাতে থাকলে আজই কার্ল বোর্ডারকে শেষ করে দেয়া যায়। হবসনকে নিয়ে চিন্তা নেই, শহরে গুজব ছড়িয়ে দিতে পারো যে সে ম্যাক্স ব্র্যান্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। প্রাক্তন শেরিফের কথা কেউ আর শুনবে না। তাছাড়া লেযি বি'র কাউহ্যান্ডরা শহর থেকে খুনের আসামীকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে, দেখেছে সবাই। খুনীকে আশ্রয় দিয়েছে এই অভিযোগেও লেযি বি আক্রমণ করা যেতে পারে। আমার মনে হয় না কেউ অখুশি হবে।'

'তা ঠিক।' আরেকটা সিগার ধরাল ব্র্যাডেন। 'পুরো ব্যাপারটা হতে হবে আইন সঙ্গত। সেজন্য চাই শেরিফ, অথচ শহরে কোনও লম্যান নেই।' কিছুক্ষণ চিন্তা করে লইয়ারের দিকে তাকাল সে। 'জর্জ, পরবর্তীতে প্রয়োজন পড়লে তুমি সাক্ষী দেবে যে করবিন আর টরটিয়াকে আমি ফ্রেসনোর অস্থায়ী শেরিফ এবং ডেপুটি শেরিফ হিসেবে নিয়োগ করছি। আইনের আড়াল থাকলে সুবিধা বেশি পাব আমরা। লেযি বি'তে গণহত্যা ঘটলেও পার পাওয়া যাবে।'

'সিটিজেন কমিটি করবিন আর টরটিয়াকে লম্যান মানবে?' মাথা নিচু করে ডানহাতের আঙুলগুলোর নখ দেখতে শুরু করল লইয়ার।

'মানবে না কেন, অবশ্যই মানবে। মেয়র হাতের মুঠোয় আছে,

তাকে বললেই চলবে। ট্রুড বেকারকে আমরা এসবের মধ্যে জড়াব না। এমন নয় যে সে বাধা দিতে পারবে, তবে দেরি করিয়ে দিতে পারে। খনিতে কাজ বন্ধ বলে এই মুহূর্তে তার লোকবল কম, তবু ঝুঁকি নেব না আমরা।'

চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে মাথা দোলাল জর্জ স্যামুয়েলসন।

'বেশ,' চুরুটের ছাই অ্যাশট্রের বদলে মেঝেতে ঝাড়ল ব্র্যাডেন। 'এখন থেকে করবিন আর টরটিয়া ফ্রেসনো সিটিতে লম্যানের দায়িত্ব পালন করবে। করবিন শেরিফ, টরটিয়া তার ডেপুটি।'

BOIGHAR.COM

'হবসন আর ডেপুটির কি হবে?' জানতে চাইল টরটিয়া জো।

'শহর থেকে বের করে দাও ওদের, ঘাড় থেকে ফালতু একটা বোঝা নামুক,' জবাব দেয়ার সময় লইয়ারের দিকে তাকাল ব্র্যাডেন।

'ঠিক,' সায় জানাল জর্জ স্যামুয়েলসন।

'তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি সারো,' দাঁত বের করে হাসছে দুই গানম্যান, সেদিকে তাকাল ব্র্যাডেন।

হোটেল রুম থেকে বেরিয়ে এল বারলি করবিন আর টরটিয়া জো। কথা বলছে না কেউ, তবে দু'জনের চিন্তা বইছে একই খাতে। কপালগুণে অবিশ্বাস্য একটা অবস্থানে আজ পৌঁছে গেছে ওরা। সমাজের সবাই এতদিন ছি ছি করত, কিন্তু এখন? এখন আর নিচু চোখে ওদের দেখার উপায় নেই। বলতে গেলে শহরের সর্বময় কর্তৃত্ব এসে গেছে ওদের হাতে। তার চেয়েও বড় কথা চাকরি হারাবার ভয় নেই, ব্র্যাডেনের সামনে দাঁড়িয়ে তার বাছাই করা লোকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস হবে না কারও।

ছোট্ট সেলের ভেতর শক্ত খটখটে বাংকে বসে আছে শেরিফ হবসন আর তার ডেপুটি, টিম র‍্যাচেল। অস্ত্র হাতে তালা খুলে

ভেতরে ঢুকল বারলি করবিন। টরটিয়া জো নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হবসনের দিকে করে রেখেছে সিক্সগান।

'কি ব্যাপার, ম্যাক্স ব্র্যান্ডের পালা শেষ; এবার আমাদের ঝুলতে হবে ফাঁসিতে?' উঠে দাঁড়াল জিব হবসন। ভয় পাচ্ছে না, মনে শুধু জাগছে আফসোস। ভুল বুঝে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে গ্রেফতার না করে উচিত ছিল ব্র্যাডেনের গানহ্যান্ডদের মধ্যে খুনীর খোঁজ করা। বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে, এখন আর ভুল শোধরানোর সময় নেই।

সেলের দরজা আরেকটু ফাঁক করল বারলি করবিন। 'এসো তোমরা, দেরি করলে গুলি করতে বাধ্য হব। তোমাদের বোধহয় জানা নেই আমি এখন ফ্রেসনো টাউনের শেরিফ, তাই না? জেনে রাখো, ভবিষ্যতে এই জ্ঞানটুকু তোমাদের কাজে আসবে।'

'উঠে দাঁড়াল হবসন, মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিল বিস্ময়। বিষণ্ণ হেসে করবিনকে পাশ কাটানোর সময় বলল, 'আমি জানতাম ব্র্যাডেন এমন কিছুই করবে। একটা উপদেশ দিচ্ছি, শহরের লোক আসল ঘটনা বোঝার আগেই ভাগো তোমরা, আমার কথা না শুনলে বেঘোরে মরবে।'

পাল্টা হাসল করবিন, একই সঙ্গে ডানহাতে প্রচণ্ড আপার কাট ঝাড়ল হবসনের থুতনিতে। ব্যথায় ককিয়ে উঠে সেলের দেয়ালে আছড়ে পড়ল প্রাক্তন শেরিফ। দু'পা এগিয়ে ঘাড় ধরে তাকে সিধে করল করবিন, হিমশীতল স্বরে বলল, 'তোমাদের শহর থেকে বের করে দিতে বলা হয়েছে আমাকে, কিভাবে তা বলা হয়নি। তবে চিন্তা কোরো না, আমি আর টরটিয়া ঠিক করেছি বেশি কষ্ট দেব না তোমাদের।'

হাতের ইশারায় টরটিয়াকে ঘোড়া আনতে পাঠিয়ে অস্ত্র বের করল সে। হবসন আর টিম র‍্যাচেলকে কাভার করে বলল, 'বাইরে চলো।'

মাথা নিচু করে অফিস থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল

প্রাক্তন লম্যানরা।

তিন মিনিট পর দুটো ঘোড়া সহ ফেরত এল টরটিয়া জো। দু'টুকরো দড়িও জোগাড় করে এনেছে। ঘোড়াগুলোর স্যাডলহর্নের সঙ্গে দড়ি বাঁধল সে, গিঁঠ পরীক্ষার সময় কথা বলল খুব নরম স্বরে। 'এইভাবে শহর ছেড়ে চলে যেতে কষ্ট পাবে একটু, তবে তোমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে, ভুলেও আর ফিরে আসার চিন্তা মাথায় ঢুকবে না।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে বোর্ডওয়াকে এসে দাঁড়িয়েছে ব্র্যাডেন আর লইয়ার, নির্বিকার চেহারায় দেখছে নতুন লম্যানদের কীর্তিকলাপ। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে শেরিফের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় টিম র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল, 'ওরা...ওরা কি করতে চাইছে?'

'ব্যবস্থা করছে যাতে ঘোড়াগুলো আমাদের ছেঁচড়ে নিয়ে যায়,' ঢোক গিলে জবাব দিল হবসন।

'তোমাদের কপাল ভাল যে খুন করার নির্দেশ দেয়নি বস্,' ঘৃণায় করবিনের ঠোঁটের দু'কোণ বেঁকে গেল। অজান্তেই আঙুলের চাপ ট্রিগারের ওপর বেড়ে গেছে। একবার ভাবল টিপে দেয়, তারপর আবার মত পরিবর্তন করল। খুন করার চেয়ে কম মজা হবে না যখন ছুটন্ত ঘোড়াগুলো অসহায় হবসন আর র‍্যাচেলকে রুক্ষ জমির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে, অথচ চাইলেও মরতে পারবে না।

উবু হয়ে হবসন আর র‍্যাচেলের গোড়ালিতে দড়ি দুটোর অন্য প্রান্তগুলো বাঁধল টরটিয়া, পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো যে টান লেগে খুলে যাবে না গিঁঠ। কাজ সেরে সন্তুষ্ট হয়ে সরে দাঁড়াল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে করবিনকে বুঝিয়ে দিল সময় হয়েছে।

আট-দশ জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে বোর্ডওয়াকে। তাকিয়ে আছে এদিকে। নির্বিকার করে রেখেছে চেহারা, কারও মুখ দেখে

বোঝার উপায় নেই ওদের মনের ভেতর কি চলছে। প্রতিবাদ জানাতে পারত ওরা, বা বাধা দিতে পারত; কিন্তু কেউ নড়ল না। ব্র্যাডেনের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার সাহস নেই কারও। ঘরে বউ-বাচ্চা আছে ওদের।

টরটিয়া জো সরে আসতেই সিক্সগানের নল আকাশে তাক করে পর পর দু'বার গুলি ছুঁড়ল বারলি করবিন। চমকে উঠে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াগুলো, আতঙ্কিত অবস্থায় ছুটতে শুরু করল। দু'সেকেন্ডও লাগল না মাটিতে পড়ে থাকা ঢিলে দড়ি টান টান হতে, আচমকা ঝাঁকিতে ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে চিত হয়ে পড়ল হবসন আর র‍্যাচেল। দড়ির টানে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ছেঁচড়ে ছুটে চলল অসহায় মানুষ দুটো, আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠল আর্ত-চিৎকারে। ভয় বাড়ল ঘোড়াগুলোর। আরও জোরে দৌড়াল।

ঘোড়াদুটো পেছনের বোঝা টেনে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল বারলি করবিন। ধুলো থিতিয়ে আসার পর সিক্সগান হোলস্টারে গুঁজে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'আপাতত কাজ শেষ।'

শহর ছাড়ার একঘণ্টা পর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ম্যাক্স আর জেনিস। ট্রেইল থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সরু একটা পথ ধরে এগিয়েছে ওরা। মরুভূমি এড়িয়ে ঢুকেছে পাইনের জঙ্গলে। বাড়তি সতর্কতা।

স্যাডলে জেনিস বসেছে একেবারে পুরুষদের মত। সাবলীল ভাবে ছোটাচ্ছে ঘোড়া। মুগ্ধ চোখে মেয়েটাকে দেখল ম্যাক্স। সুন্দরী সন্দেহ নেই, তবে আকর্ষণটা শুধু সৌন্দর্যেরই নয়। গত আধঘণ্টায় অনেক প্রসঙ্গে আলাপ হয়েছে ওদের মধ্যে, ম্যাক্স বুঝেছে সাধারণ স্বার্থপর মন-মানসিকতার মেয়ে জেনিস নয়। সততা, সাহস, স্পষ্টবাদিতা ভালবাসে ম্যাক্স। মুগ্ধ হয়েছে সেজন্যেই। গুণ আছে মেয়েটার। যেকোন পুরুষ বর্তে যাবে ওকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে

পেলে।

ট্রেইল থেকে সরে এল ওরা। ডানদিকের পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে এগোল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জেনিস, কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। তারপর অন্য ট্রেইল ধরে এগোল। কিছুক্ষণ পর ওরা পৌঁছে গেল একটা উঁচু জায়গায়। এখান থেকে সামনের ট্রেইল স্পষ্ট চোখে পড়ছে। এঁকেবেঁকে পাইনের জঙ্গলের ধার ঘেঁষে গেছে পথটা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট ঝর্না, জায়গায় জায়গায় সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করে উঠছে পানি।

ঘোড়া থামাল জেনিস, হাত তুলে ডানদিকের টিলার সারি দেখিয়ে বলল, 'লেযি বি ওদিকে। ওখানে পৌঁছনোর একমাত্র ট্রেইলটা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি।'

'এপথে যাওয়া যায় না, মিস বোর্ডার?' বিস্মিত চেহারায় জিজ্ঞেস করল ম্যাক্স।

'উঁহুঁ, এই ট্রেইলটা সিকি মাইল গিয়েই শেষ হয়ে গেছে,' হাসল জেনিস। 'এখান থেকে দেখে বোঝা না গেলেও সামনের পথ বন্ধ। ওখানে একটা কেবিনে থাকে বাবার বন্ধু, ইয়ান ডোনাল্ড। আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। নিঃসঙ্গ মানুষ, নির্জনে থাকতে ভালবাসে। ওখান থেকে কয়েক মাইল ট্রেইল দেখা যায়। বাবাই কেবিনটা করে দিয়েছে, বিপদের সম্ভাবনা দেখলে বন্ধু সতর্ক করে দেবে এই আশায়।'

'সেদিন পাসি আসছে দেখতে পেয়েছিল ইয়ান ডোনাল্ড?'

'জানি না। শেরিফ হবসনকে দেখেই হয়তো আর খবর পাঠায়নি। যদি ব্র্যাডেন আসত তাহলে নিশ্চয়ই আগেই খবর পেয়ে যেতাম আমরা।' ঘোড়া ছুটিয়ে বলল জেনিস।

ঝর্না পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। এখানে রোদ ঢোকেনি, তাপ কয়েক ডিগ্রি কম। পাইনের ঝরা পাতা মেঝেয় কার্পেটের মত বিছিয়ে রয়েছে বলে ঘোড়ার খুর আওয়াজ তুলছে না বললেই চলে। কিচির মিচির শব্দে ডাকছে অসংখ্য পাখি।

কাঠবেড়ালীগুলো একটা আরেকটাকে তাড়া করে গাছের ডালে লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে।

জঙ্গল পেরিয়ে টিলার গোড়ায় পৌঁছল ওরা, দেখল লগ কেবিনের খোলা দরজায় ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো এক লোক। একটু কুঁজো হয়ে ধরে রেখেছে বিশাল এক কুকুরের কলার। ওদের আগমন, গোপন থাকেনি, ঠিকই টের পেয়েছে ইয়ান ডোনাল্ড।

কেবিনের সামনে ঘোড়া থামিয়ে নামল ওরা। কৌতূহলী চোখে চারপাশ দেখল ম্যাক্স, তারপর দৃষ্টি স্থির হলো বুড়োর ওপর। লম্বায় অন্তত সাড়ে ছ'ফুট হবে ইয়ান ডোনাল্ড। চিকন বলে আরও বেশি লম্বা মনে হয়। কুড়ালের মত চেহারায় বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে থুতনির গভীর ভাঁজ। নাকের বড় বেশি কাছাকাছি বসানো ছোট ছোট চোখ দুটো, চেহারা ভাল হবার শেষ সম্ভাবনাও নষ্ট করে দিয়েছে। কথা বলে বুকের ভেতর থেকে, ব্রিটিশদের মত। ক্লান্ত, কাঁপা কাঁপা স্বর; মুখ দেখে বা কণ্ঠস্বর শুনে বোঝার উপায় নেই বয়স আসলে কত।

'তোমাদের দেখে বাইরে এসে দাঁড়ালাম, জেনিস,' বলল সে। 'কফি খাবে? চুলোয় পানি বসিয়েছি এই কিছুক্ষণ হলো।'

বুড়োর পেছন পেছন কেবিনে ঢুকল জেনিস। আরেকবার চারপাশে নজর বুলিয়ে অনুসরণ করল ম্যাক্স। জায়গাটা পছন্দ হয়েছে ওর। পালিয়ে থাকতে চাইলে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। নিচে জঙ্গল আর পেছনে উঁচু পাহাড় থাকায় কেবিনটা প্রায় দুর্ভেদ্য।

ধূমায়িত কফির মগ এগিয়ে দিয়ে প্রশংসা ভরা চোখে ম্যাক্সকে দেখল ডোনাল্ড, নিজের জন্য কফি ঢেলে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলে। ওরা বসার পর দু'জনকে পালা করে কিছুক্ষণ দেখে হেসে মাথা ঝাঁকাল সে। খেয়াল করল আরক্ত হয়ে গেছে জেনিসের গাল দুটো। তারপর একটা সিগার ধরিয়ে গম্ভীর চেহারায় ম্যাক্সের দিকে

তাকাল।

'তুমি জেনিসের বাবার র‍্যাঞ্চে কাজ নিয়েছ?'

'দু'দিন হলো।' সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝোলাল ম্যাক্স।

'ভাল ঠেকছে না আমার।' জেনিসের চোখে চোখ রাখল বুড়ো, 'আমার পাহাড়ী বন্ধুরা বলছে খুব শীঘ্রি কিছু একটা ঘটবে। বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে আমিও স্বস্তি পাচ্ছি না মনে। জানোই তো ওরা ভুল বলে না। ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি। সব কেমন যেন বেশি রকমের শান্ত ঠেকছে, ঠিক ঝড় শুরু হওয়ার আগের মত। ব্র্যাডেনের লোকদের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে না।' সিগারে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'কি ব্যাপার বলো তো, সেদিন পাসি নিয়ে লেযি বি'র দিকে শেরিফকে যেতে দেখলাম!'

'আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছিল,' নিচু স্বরে বলল ম্যাক্স।

'ব্র্যাডেনের হাত ছিল,' বুড়ো ডোনাল্ডের দু'চোখে সন্দেহ ফুটে উঠতে দেখে তড়িঘড়ি বলল জেনিস। 'এর পরের বার ব্র্যাডেন নিজেই আসবে। আজ সকালে শহরে গোলমাল হয়েছে, ম্যাক্সকে গলায় দড়ি পরিয়ে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিল ওরা। বিপদ হতে পারে, তুমিও সাবধানে থেকো।'

'হুঁ।' ডোনাল্ড সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো না। চিন্তিত চেহারায় ম্যাক্সকে দেখল বুড়ো। 'দেখলেই বোঝা যায় তুমি গানফাইটার,' বলল সে। 'তুমি কার্লের হয়ে কাজ করো সেটা ব্র্যাডেন চাইবে না। ক্যাটলের জন্য পানি দরকার ওর, তারচেয়েও বেশি দরকার লেযি বি'র জমি। চাইছে দখল করে নিতে। বিপক্ষের গানম্যানকে শেষ করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না ব্র্যাডেন।'

'আমারও তাই ধারণা,' শুকনো গলায় বলল ম্যাক্স। ঘাড় ফিরিয়ে দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। 'ট্রেইলটা এখান থেকে চমৎকার দেখা যায়। পরিষ্কার দিনে দশমাইল দূরেও ট্রেইলের ওপর নড়াচড়া চোখে পড়বে, তাই না?'

হাসল ইয়ান ডোনাল্ড। 'শুধু তাই না, পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃতিক একটা বাঁক থাকায় নিচের উপত্যকা থেকে শব্দও ভেসে আসে। যেদিক থেকেই আসুক না কেন, তিন মাইলের মধ্যে কেউ ঘোড়ায় চড়ে এলে টের পেয়ে যাব আমি।'

'আগেও আঙ্কল ডোনাল্ড আমাদের বহুবার সতর্ক করে দিয়েছে,' বলল জেনিস। 'ব্র্যাডেন এতদিনে রাসলিঙ করে আমাদের পথে বসাত আঙ্কল ডোনাল্ড না থাকলে।'

'ব্র্যাডেন টের পায়নি কে তোমাদের আগেই খবর পৌঁছে দিচ্ছে?'

'মনে হয় না,' জেনিসের হয়ে জবাব দিল বুড়ো। কফিতে চুমুক দিয়ে মগ খালি করে নামিয়ে রাখল টেবিলে। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না ম্যাক্সের ওপর থেকে।

'এবার তাহলে আসি।' চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল জেনিস, পা বাড়াল দরজার দিকে। কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ওরা তিন জন। ম্যাক্স বুড়োর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ঘোড়ায় ওঠার পর স্যাডল থেকে ঝুঁকে বুড়োর কপালে চুমো খেল জেনিস। তারপর লাগামে দোলা দিয়ে ধীর গতিতে এগোল সরু পথ ধরে। নিঃসঙ্গ বুড়ো তাকিয়ে থাকল ট্রেইলের দিকে।

র‍্যাঞ্চহাউস চোখে পড়ার পর ঘোড়ার গতি বাড়াল ওরা। ইতিমধ্যেই জেনিস ম্যাক্সকে জানিয়েছে ওর শৈশবের স্মৃতি, কৈশোর আর তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের কথা। ভাল শ্রোতা ম্যাক্স, বাধা না দিয়ে শুনে গেছে চুপচাপ। অজান্তেই বেড়েছে দু'জনের অন্তরঙ্গতা। এখন ওরা পরস্পরকে ডাকছে ডাক নামে।

কাজের কথাও হয়েছে ওদের মাঝে। ম্যাক্স জেনেছে একা থাকলেও বুড়ো ইয়ান ডোনাল্ডের অনেক বন্ধু আছে পাহাড়ে। সবাই কঠোর লোক। যদি ব্র্যাডেনের বিরুদ্ধে লড়তে হয় তাহলে বন্ধুদের সাহায্য নিতে পারবে ইয়ান ডোনাল্ড।

ব্র্যাডেনের সঙ্গে সংঘাত যে অনিবার্য তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে ম্যাক্স। ঠিক করেছে রাতে সে আরেকবার ইয়ানের কেবিনে কথা বলতে যাবে। এই এলাকা সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকা দরকার। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি, বেকায়দায় ফেলতে না পারলে মরতে হবে।

ছয়

র‍্যাঞ্চারকে কোথায় যাচ্ছে বলে সন্ধের পরে বেরল ম্যাক্স ব্র্যান্ড, ঘোড়ায় চড়ে লেযি বি র‍্যাঞ্চহাউস দূর থেকে দু'বার চক্কর দিল। তারপর রওয়ানা হয়ে গেল পাহাড় সারির দিকে। চাঁদের আলোয় ধুলোময় সাদা ট্রেইল চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। গতি বাড়াল সে। ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ, চাপা একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে পরিবেশে। ঠিকই বলেছে ইয়ান ডোনাল্ড, অনুভব করা যায় ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে।

দ্রুত চিন্তা চলছে ম্যাক্সের মাথায়, চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে পরিস্থিতি। আজকের পর চুপ করে বসে থাকবে না ব্র্যাডেন। কি করবে? জানার উপায় নেই। হবসন আর ডেপুটির কপালে কি ঘটল? জানা নেই। আক্রমণ এলে কখন আসবে, কোনদিক থেকে? জেনিস কি...। নিজেকে ধমক লাগাল ম্যাক্স, মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দেয়ার চেষ্টা করল সব ভাবনা। আপাতত প্রায় সব ব্যাপারেই অন্ধকারে আছে ও, খামোকা মগজটাকে খাটিয়ে কোনও লাভ নেই।

ট্রেইল ধরে চারমাইল এগোনোর পর সামনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল ম্যাক্স। ধীরে ছুটছে ঘোড়াগুলো। একেবারে

সামনে না এলে আরোহীরা শত্রু না মিত্র বোঝা সম্ভব নয় অন্ধকারে। কৌতূহলী হয়ে উঠল ম্যাক্স, ট্রেইল থেকে গাছের আড়ালে সরে থামাল কালো বে ঘোড়াটাকে। পাঁচ মিনিটের মাথায় ওকে পার হলো আরোহী দু'জন।

সিক্সগান কক করে ট্রেইলে উঠে এল ম্যাক্স। পেছনে শব্দ শুনে তাড়াহুড়ো করে ঘুরল আগন্তুকরা, ঘোড়া থামিয়ে ফেলল। ঠিক এই সময় গাছের মাথার ওপরে উঁকি দিল চাঁদ। ফ্যাকাসে আলোয় ম্যাক্স দেখল লোক দু'জনের মুখ আর সারা শরীরে কালশিটের দাগ, ছিঁড়ে নেকড়ার মত ঝুলছে গায়ের জামা।

'কে?' জানতে চাইল ডানদিকের আরোহী।

ঘোড়াটাকে কয়েক কদম সামনে বাড়াল ম্যাক্স, তারপর হোলস্টারে গুঁজল সিক্সগান। 'আমি ম্যাক্স ব্র্যান্ড, শেরিফ।'

চাঁদের আবছায়ায় ঝুঁকে ওর মুখ দেখল ডান পাশের লোকটা। বিস্ময় ফুটে উঠল ক্ষত-বিক্ষত চেহারায়। 'দোজখ থেকে ফিরে এলে নাকি? আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি শেষ!'

'শেষ আর হলাম কোথায়,' হাসল ম্যাক্স। 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তোমরাই দোজখ ঘুরে দেখে এসেছ। ব্যাপারটা কি?'

'ব্র্যাডেন বারলি করবিনকে নতুন শেরিফ নিয়োগ করেছে,' ফাটা ঠোঁটের কারণে একটু জড়িয়ে গেল হবসনের কথা। 'ওরা ভেবেছে যা ইচ্ছে তাই করে পার পাবে। স্যাডল হর্নের সঙ্গে আমাদের গোড়ালি দড়িতে বেঁধে ঘোড়াগুলোকে ছুটতে বাধ্য করেছে, ভেবেছে আমরা ভয় পেয়ে আর ফিরব না। ভুল ভেবেছে ওরা। লেযি বি'তে গিয়ে কার্ল বোর্ডারের সঙ্গে যোগ দেব আমরা, লড়াই বাধলে বাড়তি দু'জন লোকের মুখোমুখি হতে হবে ব্র্যাডেনকে।'

'কি বলছ, এমনিতেই তো তোমাদের আধমরা অবস্থা!' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না ম্যাক্স। আগেও এধরনের ঘটনা ঘটতে

দেখেছে সে। দুর্ঘটনা। বাঁচেনি সে-লোক। হবসন আর র‍্যাচেল এখনও ঘোড়ায় বসে আছে কি করে বুঝে পেল না ও।

'অবস্থা যা বলছ তার চেয়েও খারাপ,' কর্কশ, ফাটা গলায় বলল টিম র‍্যাচেল।

'এক মাইলের বেশি আমাদের হেঁচড়ে নিয়ে থেমেছে ঘোড়াগুলো। ঝোপে দড়ি আটকে যাওয়ায় প্রাণটা বেঁচেছে, তবে শরীরে হাড় বোধহয় একটাও আর আস্ত নেই। ব্র্যাডেনকে এজন্য ভুগতে হবে।'

'ব্র্যাডেন এখন কি করবে বলে তোমাদের ধারণা?'

'করবিন শেরিফ থাকা অবস্থায় যেকোন কিছু করে বসতে পারে লোকটা।' ব্যথা যাতে না পায় সেজন্য আলতো করে চিবুক ডলল হবসন। 'টেরিটোরিতে ওকে ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই।'

'আমার আছে,' গম্ভীর গলায় বলল ম্যাক্স। 'তোমরা র‍্যাঞ্চে গিয়ে চিকিৎসা নাও গে যাও। একটা কাজ সেরে আসছি আমি। চোখ-কান খোলা রাখব; ব্র্যাডেন এদিকে এলে আগেই খবর নিয়ে হাজির হয়ে যাব।'

'মরুভূমির দিক থেকে এলে ওরা অতর্কিতে ফাঁদে ফেলতে পারবে তোমাকে,' বলল ডেপুটি।

'বার বার একই ভুল করি না আমি,' শান্তস্বরে কথাটা বলে ঘোড়া ফিরিয়ে নিল ম্যাক্স, ছুটতে শুরু করল। দশ মিনিট পর গতি কমাল নিচু ফুট হিলগুলোর কাছে এসে। সতর্ক হয়ে উঠল। কোথাও কোনও শব্দ নেই, চারদিক বড় বেশি নিস্তব্ধ। অস্বাভাবিক। ডাকছে না রাত-জাগা প্রাণীরা, চুপ করে আছে ঝিঁঝি পোকার দল। ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল ম্যাক্সের, চারদিকে তাকিয়ে কোনকিছু নড়তে দেখল না।

হাতে বাড়তি সময় নেই বলে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, সরু ট্রেইলে নেমে এগিয়ে চলল সে কেবিনের দিকে। জঙ্গল পেরিয়ে

ক্লিয়ারিঙে পৌঁছে থামল একবার। দু'শো গজ নিচে দেখা যাচ্ছে ট্রেইল আর উপত্যকার অনেকখানি। সামনে কিছুটা দূরে পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে লগ কেবিনটা। একটা পাইনের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে নিঃশব্দে নেমে পড়ল ম্যাক্স। হাঁটতে শুরু করল। কেবিনের জানালায় মলিন আলো দেখা যাচ্ছে, অল্প ফাঁক হওয়া দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে আলোর রেখা।

'ডোনাল্ড,' দরজার কাছাকাছি পৌঁছে নিচু স্বরে ডাক দিল ম্যাক্স। জবাব দিল না কেউ। কোথাও কিছু একটা সাজ্ঘাতিক গড়বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারছে ম্যাক্স। ঘাড়ের কাছে আবার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি। হাতে কোল্ট চলে এল ওর, হ্যামার উঠিয়ে আস্তে দরজায় ঠেলা দিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল নিঃশব্দ পায়ে। নাকে এসে বাড়ি লাগাল চর্বি আর শুকনো মাংসের গন্ধ। প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছু বুঝতে পারল না ম্যাক্স, মনে হলো এই মাত্র কোথাও গেছে বুড়ো ডোনাল্ড। তারপর কেবিনের কোনায় চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর রাখা জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলোয় দেখল মাড়ি বের করে দাঁত খিঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে হিংস্র বিশাল কুকুরটা। শিকারে অভ্যস্ত, আওয়াজ বা গর্জন করবে না ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে।

'শান্ত হও, শান্ত হও, বাছা,' কোমল স্বরে ধীরে ধীরে বলল ম্যাক্স, হ্যামার নামিয়ে শক্ত হাতে ধরে থাকল কোল্ট। জবাবে দু'পা ম্যাক্সের বুকে তুলে দিয়ে হুংকার ছাড়ল কুকুরটা, কামড়ে ছিঁড়ে নিতে চাইছে ওর কণ্ঠনালী।

অজান্তেই এক পা পিছিয়ে এল ম্যাক্স, শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে মাপা হাতে কোল্টের নল নামিয়ে আনল কুকুরটার মাথায়।

কেঁউ করে উঠল প্রভুভক্ত জীবটা। চোখ উল্টে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। ম্যাক্স দেখল নিয়মিত ওঠানামা করছে কুকুরটার

পেট। মরেনি। খুশি হলো ম্যাক্স নিজের ওপর। পৃথিবীতে কুকুর আর ঘোড়া ছাড়া আর সব প্রাণী বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যস্ত। প্রভুভক্তির কারণে, প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়ে কুকুরটা মারা পড়লে নিজেকে অপরাধী মনে হত ওর।

টেবিলের কোনা ঘুরে এগোল সে কুকুরটাকে টপকে। লণ্ঠনের আলো টেবিলের কাছে মেঝেতে পড়েনি। জায়গাটা অন্ধকার। নরম কি একটাতে যেন পা বেধে হোঁচট খেল ম্যাক্স। ঝুঁকে পড়ে দেখল। বুঝে গেল কেন ওকে সতর্ক করছিল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

উবু হয়ে নিঃসাড় দেহটাকে চিত করল ম্যাক্স। নিষ্প্রাণ চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল বুড়ো ইয়ান ডোনাল্ড। মারা গেছে লোকটা। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত বের হয়ে শুকিয়ে খয়েরী একটা সরু দাগ ফেলেছে চিবুকে। পিঠের কাছটায় রক্তে ভিজে আছে শার্ট। ক্ষতটা ভালমত দেখে ম্যাক্স বুঝল ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। ছোরাটা লাশের পাশে মেঝেতে পড়ে আছে।

সিধে হলো ম্যাক্স গম্ভীর চেহারায়। দ্রুত চিন্তা করছে। ব্র্যাডেন তাহলে ঠিকই জানত লেযি বি'কে সতর্ক করে দেয় ইয়ান ডোনাল্ড! হঠাৎ আজই কেন খুনটা করল, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে? খুব বুদ্ধিমানের মত কাজটা সারা হয়েছে। জানালার বাইরে থেকে ছোরা থ্রো করেছে কেউ, গুলি করে শব্দ করতে চায়নি। কুকুরের ভয়ে ভেতরে ঢোকেনি সে-লোক, ঢুকলে ছোরাটা নিয়ে যেত। বুড়োই নিশ্চয়ই মরার আগে টানা হ্যাঁচড়া করে ছোরাটা বের করে এনেছিল পিঠ থেকে।

ব্র্যাডেন খুন করিয়েছে এমন নাও হতে পারে, হয়তো বুড়োর কোনও শত্রু প্রতিশোধ নিয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে ঘোড়ায় উঠল ম্যাক্স। খুন যে-ই করে থাকুক; গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বুড়ো আর বেঁচে নেই। আক্রমণ এলে লেযি বি'কে

সতর্ক করার কেউ রইল না। ব্র্যাডেন এসবের পেছনে থেকে থাকলে ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে লেযি বি'র সবাই।

বিপজ্জনক গতিতে সরু ট্রেইল ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছোটাল ম্যাক্স।

ম্যাক্স ব্র্যান্ড কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার পনেরো মিনিট আগে তৃপ্তির হাসি ঠোঁটে নিয়ে ঘোড়ায় গিয়ে উঠেছে টরটিয়া জো। ঘোড়া হাঁটিয়ে কেবিনের পেছনের পাহাড় ডিঙিয়ে আসতে খুব পরিশ্রম হয়েছে। আবার একই পথে ফিরতে হবে। মনে মনে ব্র্যাডেনকে গাল দিল টরটিয়া, এসব ছোটখাট কাজে র‍্যাঞ্চার ওকে না পাঠালেও পারত। রীতিমত অপমানজনক।

বিপদের তোয়াক্কা না করে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে উঠল টরটিয়া। প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সরু একটা পাথুরে কার্নিস ধরে। ঘোড়ার খুর পিছলে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। দু'তিনশো ফুট নিচের পাথরে আছড়ে পড়তে হবে। কয়েকবার হোঁচট খেল ঘোড়াটা আলগা পাথরে পা দিয়ে। সামলে নিয়ে টরটিয়ার ইঙ্গিতে আবার এগোল।

সাত মিনিট পর ঘোড়াটা নিচের উপত্যকায় নামল টরটিয়াকে পিঠে নিয়ে। ভয়ে উত্তেজনায় ঘামে চুপচুপে হয়ে ভিজে গেছে আরোহী আর বাহনের সারা দেহ। ট্রেইলের ধারে গানহ্যান্ডদের নিয়ে অপেক্ষা করে আছে ব্র্যাডেন, তার সামনে গিয়ে ঘোড়া থামাল টরটিয়া।

'কাজ শেষ?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডেন।

'হ্যাঁ।' হাসতেই চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল টরটিয়ার দাঁত। 'আর জ্বালাবে না কখনও।'

'বাহ্, তাহলে বাধা থাকল না,' সবার ওপর চোখ বোলাল ব্র্যাডেন। 'কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হলেই ভাল। মনে রেখো,

আজকের আক্রমণটা জোরালো হলে কালকে এই সময়ে লেযি বি র‍্যাঞ্চটা হবে আমার। বেতনের সঙ্গে ডবল বোনাস পাবে তোমরা সবাই।'

'আমরা রওয়ানা হব, বস্?' অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল করবিন।

'হ্যাঁ, চলো।' রাসে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা বসাল হেনরি ব্র্যাডেন।

মরুভূমির দিকে যাচ্ছে সবাই। ওদিক থেকেই এগিয়ে যাবে। র‍্যাঞ্চ হাউসটাকে ঘিরে ফেলে সাঁড়াশি আক্রমণ চালানো হবে ঠিক করা হয়েছে।

ঘোড়াগুলোর খুরের আঘাতে স্তব্ধ বাতাসে উড়তে শুরু করল সাদা ধূলিকণা। চাঁদের আলোয় রূপোলি দেখাচ্ছে। সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারদের কঠোর গম্ভীর মুখগুলোয় ফুটে উঠেছে লোভ আর নিষ্ঠুরতা।

পোর্চে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কার্ল বোর্ডার। সন্ধের কিছুক্ষণ পর ডোনাল্ডের কেবিনে যাবে বলে বেরিয়েছে ম্যাক্স ব্র্যান্ড, সে-কথাই ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে র‍্যাঞ্চার। রহস্যময় কি যেন একটা আছে ম্যাক্স ব্র্যান্ড লোকটার আচরণে, মনে সন্দেহ কেন জাগছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। অতীতে কখনও এই লোকের নাম শুনেছে? মনে পড়ছে না। যতদূর সম্ভব নামটা ভুয়া।

ডোনাল্ডের ওখানে কেন যাচ্ছে লোকটা? চিন্তা করে কোনও উত্তর খুঁজে পেল না বোর্ডার। কিছুক্ষণ আগে র‍্যাঞ্চে এসে হাজির হয়েছে হবসন আর ডেপুটি র‍্যাচেল। ওদের মুখে ব্র্যাডেনের নতুন শেরিফ নিয়োগের কথাটা শুনে মনটা দমে গেছে তার। ল-অফিসের দায়িত্বে ওই গানস্লিঙাররা থাকা মানে ফ্রেসনো শহর আসলে

চালাচ্ছে এখন ব্র্যাডেন। কিন্তু শুধু শহরের কর্তৃত্ব পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না লোকটা, এবার আইনের আড়ালে থেকে হাত বাড়াবে লেযি বি'র দিকে।

একটা সিগার ধরিয়ে পোর্চের থামে হেলান দিয়ে উৎকণ্ঠিত চোখে চারপাশে তাকাল র‍্যাঞ্চার। বাংকহাউস, করাল, স্টেবল, সব নিজ হাতে গড়েছে সে। এগুলোই বলতে গেলে ওর জীবনের সব। অথচ মাত্র একজন লোকের অন্যায় লোভের কারণে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রুখে না দাঁড়ালে র‍্যাঞ্চ হারিয়ে পথে বসতে হবে। গানম্যানদের বিরুদ্ধে লড়ে জেতা প্রায় অসম্ভব। মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হলে কয়জন কাউহ্যান্ড মাটি কামড়ে থাকবে তাতে সন্দেহ আছে। হয়তো দেখা যাবে জেসন আর রবিন ছাড়া বাকি সবাই চলে যাচ্ছে। পরের সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়ে মরতে কে চায়?

মনে মনে হেনরি ব্র্যাডেনের নাম উচ্চারণ করল র‍্যাঞ্চার। অদম্য রাগে চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত পিষে নিজেকে সামলে নিল সে। বউয়ের কথা মনে পড়ল। পাহাড়ের কোলে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে এমি। আজ সাত বছর হলো এমি নেই, তবুও ওর অস্তিত্ব যেন এখানে মিশে রয়েছে। ঘরের প্রতিটা আসবাবপত্রে এমির হাতের ছোঁয়া, যত্ন আর ভালবাসা যেন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়। না, আপন মনে মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার, এখানেই আমার শেকড়, প্রাণ থাকতে এ-জায়গা ছেড়ে যাব না আমি।

হোলস্টারে হাত দিয়ে কোল্টের ঠাণ্ডা বাঁট ছুঁলো কার্ল। হবসনের কাছে শহরের খবর শুনে কোমরে সিক্সগান ঝুলিয়েছে সে। ভেবেছিল আর কখনও অস্ত্রটা ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না, পশ্চিমের বন্য দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে যতদিন ব্র্যাডেনের মত লোকরা আছে, ততদিন

অস্ত্রের প্রয়োজন কখনও ফুরাবে না। একদিন র‍্যাঞ্চটা জেনিসের হবে। শুধু ওর ন্যায্য অধিকার বজায় রাখার জন্যে হলেও সিক্সগানের আইন জরুরী!

দূর থেকে আসা ঘোড়ার খুরের ভোঁতা শব্দ কয়েক সেকেন্ড পর কার্ল বোর্ডারের মনোযোগ কেড়ে নিল। দ্রুতগতিতে ছুটছে ঘোড়াগুলো পাথরের ওপর দিয়ে। এগিয়ে আসছে এদিকেই। তাকিয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার। রিজের ওপারে পৌঁছে বদলে গেল খুরের শব্দ। ধপ ধপ আওয়াজ হচ্ছে। থামেনি রাইডাররা, ট্রেইল থেকে নেমে ঘাসের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে বলে আওয়াজটা ওরকম। কার্ল বোর্ডার বুঝে ফেলল অতিথি আসছে না র‍্যাঞ্চে। সিগার নিভিয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

'কি হয়েছে, ড্যাড?' টেবিলে হাতের বই রেখে বিস্ময় মাখা চেহারায় বাবাকে দেখল জেনিস।

'ব্র্যাডেন আসছে লোকজন নিয়ে।' দেয়াল থেকে রাইফেল পেড়ে নিল কার্ল বোর্ডার, ডেস্কের একটা ড্রয়ার হাতড়ে বের করল গুলির বাক্স। রাইফেল লোড করে তিক্ত চেহারায় মাথা নাড়ল।

'আঙ্কল ডোনাল্ড তাহলে আমাদের সতর্ক করত।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেনিস।

গম্ভীর চেহারায় মেয়েকে দেখল র‍্যাঞ্চার। হঠাৎ একটা চিন্তা ওর মাথায় খেলে গেল বিদ্যুৎ ঝলকের মত। দাঁতের ফাঁকে বলল, 'কেউ ডোনাল্ডের ওখানে আগেই পৌঁছে বাধা দিলে খবর পাঠাতে পারবে না সে।'

'তুমি...তুমি...' বড় বড় হয়ে গেল জেনিসের চোখ। 'তোমার মনে হচ্ছে ম্যাক্স ব্র্যান্ড অমন কাজ করতে পারে?'

'মিলে যাচ্ছে না? আজই দেখা হওয়ার পর আবার কেন ডোনাল্ডের ওখানে গেল সে?'

'কিন্তু আমরা যখন পৌঁছাই শহরে ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে ফাঁসিতে

ঝুলিয়ে দিচ্ছিল ওরা,' প্রতিবাদ করল জেনিস, কিন্তু সন্দেহের দোলায় দুলছে ওর মনও। একটা অংশ বলছে এ অসম্ভব, অন্য অংশটা বলছে কেন অসম্ভব হতে যাবে?

চেঁচিয়ে বাংকহাউস আর র‍্যাঞ্চহাউসের সবাইকে সতর্ক করে দিল কার্ল বোর্ডার। জেনিসের পাশে জানালায় অবস্থান নিল। সবক'টা লণ্ঠন নিভিয়ে দেয়া হয়েছে, পুরো র‍্যাঞ্চহাউস ডুবে গেল অন্ধকারে। বাংকহাউসের দিক থেকে হৈ-চৈ শোনা গেল, তারপর ওখানেও নিভিয়ে দেয়া হলো আলো। অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে একজন কাউহ্যান্ডও চলে যায়নি, রয়ে গেছে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। সবাই লড়বে।

রাইফেল রেঞ্জের বাইরে একজনকে নড়তে দেখল কার্ল বোর্ডার। চাঁদের আবছা আলোয় দূর থেকে লোকটাকে বারলি করবিন বলে মনে হলো, ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না র‍্যাঞ্চার। আরেকজন দৌড়ে গিয়ে করালের কোণায় রাখা চৌবাচ্চার আড়ালে আশ্রয় নিল। ঘিরে ফেলছে ওরা এই ছোট্ট লোকালয়।

প্রতিপক্ষের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সময় যেন দাঁড়িয়ে গেছে, নড়ছে না ঘড়ির কাঁটা। অন্ধকারে আরও ভালমত দেখার জন্য কয়েকবার চোখ পিটপিট করল কার্ল বোর্ডার।

'বোর্ডার!'

হঠাৎ চিৎকারটা কানে আসতেই একটু চমকে গিয়ে জানালার চৌকাঠে শরীর চেপে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার। রাইফেল কক করে সাবধানে বাইরে তাকাল। ব্র্যাডেনের কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হয়নি ওর, নরক থেকে ভেসে এলেও ওই গলা সে চিনবে।

'বোর্ডার, আমি শেরিফ করবিন,' চৌবাচ্চার দিক থেকে চেঁচিয়ে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। 'মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসার একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের। শেষ সুযোগ। এরপর গুলি করে

বাড়িঘর চালনি বানিয়ে ফেলব। কোনও খুনীকে আশ্রয় দিয়ে পার পাবে না এই কাউন্টির কেউ।'

'তুমি যদি ম্যাক্স ব্র্যান্ডের কথা বুঝিয়ে থাকো, সে এখানে নেই,' পাল্টা চেঁচাল কার্ল বোর্ডার।

চুপ হয়ে গেল লোকগুলো, বোঝা যায় আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। একমিনিট পর করালের দিক থেকে শোনা গেল টরটিয়া জো'র কথা। 'বোর্ডার, তুমি মিথ্যে বলছ আমরা জানি। আধ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য, তারপর বেরিয়ে না এলে ভেতরেই গুলি খেয়ে মরতে হবে সবাইকে।'

'জাহান্নামে যাও!' রাগে চেঁচাল কার্ল বোর্ডার, ট্রিগারের ওপর আঙুল চেপে বসল চৌবাচ্চার পেছন থেকে একটা হ্যাটের ক্রাউন উঁচু হয়ে আছে দেখতে পেয়ে। গুলি করতে গিয়েও ট্রিগারের ওপর আঙুলের চাপ কমাল র‍্যাঞ্চার, বেকায়দা ভঙ্গিতে হ্যাটটা কাত হতে দেখে বুঝে ফেলেছে ওটা বসানো আছে সিক্সগানের ব্যারেলের ওপর। লোকটা বুঝতে চাইছে বিপক্ষ দল কোথায় পাহারা বসিয়েছে।

র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল জেসন আর রবিন, দু'জনকে পেছন দিক পাহারায় রেখে এসে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চারের পাশে। হ্যাট দেখে রবিন গুলি করতে যাচ্ছিল, বাধা দিল জেনিস।

'না, ওরা চাইছে আমাদের অবস্থান ফাঁস হোক। সবার মনোযোগ এদিকে আটকে রেখে পেছন থেকে আসবে ওরা।'

'সবক'টা জানালায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে কাউহ্যান্ডরা,' ফিসফিস করে বলল জেসন। রাইফেল হাতে জেনিসকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়েছে।

'তবুও সাবধান থাকাই ভাল,' শান্তস্বরে জানাল জেনিস।

কড়াক্ করে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। জেনিসের কথার জবাব দেয়া হলো না জেসনের। পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো শব্দটা। বাংকহাউস থেকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল একজন।

মুহূর্তখানেক পর একসঙ্গে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ঘিরে থাকা গানম্যানরা। অন্ধকারে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল একটা কণ্ঠস্বর। বুলেটের আঘাতে কেঁপে উঠল গোটা র‍্যাঞ্চহাউস। জানালার কাঁচ শত সহস্র টুকরো হয়ে গেল। ঠক ঠক শব্দে কাঠের দেয়ালে গাঁথল বুলেট। মেঝেতে শুয়ে পড়ল কার্ল বোর্ডার, ভয় পাচ্ছে পুরু কাঠের গুঁড়ি আর পাথর ভেদ করে শরীরে ঢুকবে ভারী রাইফেলের গুলি।

কিছুক্ষণ পর ভুল ভাঙল তার, বুঝল র‍্যাঞ্চহাউস পোক্তভাবেই তৈরি। কামানের গোলা না ছুঁড়লে সহজে ভেতরের কাউকে আহত করা সম্ভব নয়। উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল সে। দেখল, কুঁজো হয়ে দৌড়াচ্ছে একজন। গাছের সারি থেকে বেরিয়ে করালের দিকে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে, যাতে সহজে কেউ তাকে আহত করতে না পারে। রাইফেল তুলে এইম ঠিক করেই ট্রিগার টিপে দিল র‍্যাঞ্চার। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল লোকটা, তারপর আবার দৌড়াতে শুরু করল। বোর্ডার দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানার আগেই জানালার আরেক পাশে দাঁড়িয়ে গুলি করল জেনিস। দৌড়ে আরও কয়েক পা এগোল লোকটা, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে দড়াম করে আছাড় খেল শক্ত জমিতে। ছায়া ছায়া শরীরটাকে প্রচণ্ড আক্ষেপে কয়েকবার কেঁপে উঠতে দেখল র‍্যাঞ্চার, জানালা থেকে সরে এসে মৃদু হেসে নড করল মেয়ের উদ্দেশ্যে।

ঘোড়ার পানি খাওয়ার চৌবাচ্চার আড়ালে মাটিতে মিশে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল বারলি করবিন। দশ-পনেরো ফুট দূরে মিকেনারকে মরতে দেখে বুঝে ফেলেছে আপাতত এই জায়গা থেকে সরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই, আটকা পড়ে গেছে সে। এখন ঝুঁকি নেয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা। চিন্তার কিছু নেই, অন্যরা গুলি চালাচ্ছে একনাগাড়ে। ভেতরের লোকগুলোকে সবদিক থেকে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখাটাই আসল কথা। কোন্‌দিক থেকে আসল হামলা আসবে সেটা বুঝতে না পারলে কার্ল

বোর্ডারের লোকদের পরাজিত হতেই হবে। চুপ করে অপেক্ষায় থাকল করবিন।

আর বড়জোর দশমিনিট, তারপরই বোর্ডারের লোকদের সাহসে চিড় ধরবে সন্দেহ নেই। তখন তিন দিক থেকে ধেয়ে যাবে গানম্যানরা। চোখের কোণে কোর্ট হাউসের এখানে ওখানে আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠতে দেখল করবিন। ওখান থেকেই গুলি ছুঁড়ছে বেশিরভাগ লোক, মাত্র তিন-চারজন আছে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছন দিকে। দু'দিক থেকে আক্রমণ আসায় কিছুটা হলেও দ্বিধান্বিত হবে কাউহ্যান্ডরা, ঠিক সময়ে বুঝে উঠতে পারবে না কি করা উচিত।

একটা বুলেট এসে করবিনের মুখের পাশে মাটিতে গাঁথল। ঘষটে সরে গেল করবিন, র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে রিভলভার উঠিয়ে আন্দাজে গুলি করল কয়েকবার। মুখে হাসি ফুটে উঠল ব্যথায় একজনকে ককাতে শুনে।

চেঁচিয়ে অধীনস্তদের নির্দেশ দিচ্ছে ব্র্যাডেন। ঘাড় ফিরিয়ে করবিন দেখল ওর ডানদিক দিয়ে দৌড়ে বার্নে ঢোকার জন্য ছুটছে কয়েকজন। বাংকহাউস থেকে গুলি করা হলো ওদের ওপর। দু'জন পড়ে গেলেও বাকি ঢুকে পড়ল অন্ধকার বার্নের ভেতর। পাঁচ সেকেন্ড পর ব্র্যাডেনের গলা শোনা গেল আবার। 'করবিন, তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ,' পাল্টা চেঁচাল বারলি করবিন।

'ওদের ব্যস্ত রাখো, ছেলেরা আগুন ধরিয়ে বের করে আনবে সবাইকে।'

সাবধানে ক্রল করে চৌবাচ্চার প্রান্তে পৌঁছে গেল করবিন। ধীরেসুস্থে সিক্সগান রিলোড করল। ব্র্যাডেনের পরিকল্পনা বুঝেছে এতক্ষণে। বার্নের কোথাও না কোথাও একটা হে ওয়্যাগন থাকতে বাধ্য। ম্যাচের জ্বলন্ত একটা কাঠি ছোঁয়ালেই দাউদাউ করে আগুন

জ্বলে উঠবে ওটায়। তারপর পেছন থেকে ওয়্যাগনটাকে ঠেলে র‍্যাঞ্চহাউসের গায়ে ঠেকিয়ে দিলেই যথেষ্ট। র‍্যাঞ্চহাউসের শুকনো লগে আগুন ধরতে বেশি সময় নেবে না। ব্র্যাডেনের ওপর শ্রদ্ধা বাড়ল করবিনের। ভেতরে থেকে রোস্ট হতে না চাইলে বোর্ডারদের বেরিয়ে আসতেই হবে। আচ্ছা, মেয়েটা বাঁচবে তো? ভাবল করবিন, জেনিসকে নিয়ে ওর স্বপ্নটা পূরণ হলে বোনাস চায় না সে।

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বিরতিহীনভাবে গুলি চালাচ্ছে ভেতরের সবাই। ওরা বুঝে ফেলেছে বিপদের স্বরূপ। জ্বলন্ত ওয়্যাগনের আড়ালে গানম্যানরা এগিয়ে এলে বাঁচার আর কোনও উপায় থাকবে না। বোর্ডারের বুলেট বার্নের দরজা দিয়ে ঢুকে পাহারায় দাঁড়ানো লোকটার পেটে আঘাত করল। দু'হাতে পেট চেপে ভাঁজ হয়ে গেল গানম্যান। তারপর মাতালের মত টলে উঠে ধপ করে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। আগুন জ্বলে উঠেছে বার্নের ভেতরে, তার কাঁপা কাঁপা লালচে আভায় মাটি খামচাতে দেখা গেল পড়ে থাকা আহত লোকটাকে।

বার্নের দরজার কাছটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, ঘাস বোঝাই জ্বলন্ত ওয়্যাগন ঠেলে বের করে আনছে ব্র্যাডেনের লোক। একবার ওয়্যাগন বের করতে পারলেই লড়াইয়ের ফলাফল স্থির হয়ে যাবে। বার্নের দিক থেকে র‍্যাঞ্চহাউস পর্যন্ত জমি খানিকটা ঢালু।

র‍্যাঞ্চহাউসের একমাইলের মধ্যে এসেই গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ম্যাক্স। ঘোড়া ছুটিয়ে রিজে উঠেছে, দেখেছে নিচের উপত্যকায় কি ঘটছে। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেছে রাইফেল হাতে। জানে, হাতে সময় খুব কম, ব্র্যাডেনের লোকদের চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। ঘুরে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে যেতে হলে সময় অনেক বেশি লাগবে, ততক্ষণ বোর্ডাররা গানম্যানদের আটকে রাখতে পারবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

দৌড়ে বাংকহাউসের দু'শো গজের মধ্যে চলে এল ম্যাক্স। জানে, শব্দ চাপা পড়ে যাবে রাইফেলের গর্জনে। ওকে লক্ষ্য করে এখনও কেউ গুলি ছোঁড়েনি, হয়তো ব্র্যাডেনের গানম্যানরা নিজেদের একজন বলে মনে করেছে। গাছগুলোর আড়ালও পেয়েছে ও, দু'পক্ষের ব্যস্ততার সুযোগে পৌঁছে গেছে এই ঘাসজমিতে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে র‍্যাঞ্চের সবক'টা বিল্ডিঙ। দম ফিরে পাবার জন্য থামল ম্যাক্স, চারপাশে তাকিয়ে বুঝে নিল পরিস্থিতি। ওর সামনে র‍্যাঞ্চহাউস, ওখানে আটকা পড়েছে জেনিস আর র‍্যাঞ্চার।

চৌবাচ্চার পেছনে শুয়ে থাকা লোকটাকে এক পলকের জন্য মাথা তুলতে দেখল ম্যাক্স। চোখ সরিয়ে নিয়ে বার্নের দিকে তাকাল। গানম্যানরা জ্বলন্ত ওয়্যাগন ঠেলে বের করে আনছে দেখে বুঝে ফেলল লোকগুলোকে বাধা না দিলে কলে আটকা পড়া ইঁদুরের মত অবস্থা হবে র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতরে আশ্রয় নেয়া মানুষগুলোর।

কি করতে হবে স্থির করে ম্যাক্সের পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল। মন শক্ত করে ঝেড়ে দৌড় দিল বার্ন লক্ষ্য করে। গুলি হচ্ছে চারপাশ থেকে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে ম্যাক্স। মনে মনে ভাবছে গুলির লক্ষ্য অন্য কেউ; সে নয়। বার্নের বিশগজের মধ্যে পৌঁছে গেছে এমন সময় পাঁচ ফুট সামনে উঠে দাঁড়াল ঘাসের মধ্যে শুয়ে থাকা লোকটা। চাঁদের আলোয় ম্যাক্সকে দেখে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। তাড়াহুড়ো করে সিক্সগান তাক করতে চেষ্টা করল গানম্যান।

ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাক্স। দড়াম করে ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার নাকে। হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল সিক্সগান। মাটিতে পড়ে গেল দু'জনেই। রক্তাক্ত নাক ছেড়ে ম্যাক্সের গলা টিপে ধরতে চাচ্ছিল গানম্যান, কিন্তু সুযোগ পেল না। গায়ের জোরে মাথায় সিক্সগানের বাঁট নামিয়ে আনল ম্যাক্স। বিদঘুটে একটা শব্দ করে শিথিল হয়ে

গেল গানম্যান— অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ছুটছে ম্যাক্স। হঠাৎ ওকে দেখতে পেল জেনিস। হাত তুলে বাবাকে দেখাল। 'বাবা, দেখো, ম্যাক্স পৌঁছে গেছে। আমাদের হয়ে লড়ছে ও।'

জানালার চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল কার্ল বোর্ডার। ম্যাক্সকে উন্মত্তের মত বার্নের দিকে ছুটতে দেখে চেহারায় শঙ্কা ফুটে উঠল। পাগল নাকি লোকটা, খোলা মাঠ পেরিয়ে এগোচ্ছে এভাবে! একেই আমি ভুল বুঝেছিলাম! ভাবল বোর্ডার।

হাঁপাতে হাঁপাতে রাইফেল তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স। পরিশ্রমে নয়, উত্তেজনায় দ্রুত ওঠানামা করছে ওর বুক। রাইফেল কক করে আবার বার্নের দিকে ছুটল ম্যাক্স, আলো দেখে বুঝতে পারছে দরজার কাছাকাছি জ্বলন্ত ওয়্যাগন ঠেলে এনে ফেলেছে গানহ্যান্ডরা। তাদের গালাগাল শোনা যাচ্ছে। সরু জায়গায় ওয়্যাগন ঘুরিয়ে বের করতে গিয়ে ঘাম ছুটে গেছে নিশ্চয়। অন্যদের পোড়ানোর বদলে নিজেদের পুড়তে হবে সেই ভয়ও আছে। ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত আলগা ঘাস পড়ে ছোট ছোট আগুন জ্বলছে বার্নের কয়েক জায়গায়।

দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ম্যাক্স। একমুহূর্ত পর গানম্যানদের ওপর রাইফেল তাক করে ঢুকে পড়ল বার্নের ভেতর। ট্রিগারের ওপর আঙুল রেখে ধমকে উঠল, 'সাবধান, নড়বে না কেউ!'

'ম্যাক্স ব্র্যান্ড,' চোখ কপালে তুলে বিড়বিড় করে বলল ওয়্যাগনের কাছে দাঁড়ানো লম্বা একজন।

'তো কি হয়েছে, আমরা চারজন আছি,' বাঁকা হাসল টরটিয়া জো, সিক্সগানের দিকে ঝটকা দিয়ে নামিয়ে আনল হাত। লোকটার শীতল চোখের দিকে তাকিয়ে ম্যাক্স বুঝে গেল ওদের মধ্যে মাত্র

একজনই পায়ে হেঁটে বার্ন থেকে বেরতে পারবে।

'মানা করেছি!' টরটিয়া জো'র বুক বরাবর রাইফেল তুলল ম্যাক্স। 'অন্তত দু'জনকে শেষ করতে পারব আমি।'

হোলস্টারের পাশে হাত ঝুলিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল টরটিয়া। খেপে গেল ওদের চেহারায় ভয় আর দ্বিধার ছাপ দেখে। কুকুরের মত মাড়ি সুদ্ধ দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল, 'যত চালুই হও, চারজনের সঙ্গে পারবে না তুমি, ম্যাক্স ব্র্যান্ড।'

'চেষ্টা করে দেখতে চাও?' চেহারা নির্বিকার রেখে শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল ম্যাক্স। বাকি তিনজনের দিকে তাকাল। 'মরতে না চাইলে গানবেল্ট খুলে ফেলো তোমরা। সুযোগ দিচ্ছি, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তবে আর কখনও এই টেরিটোরিতে দেখতে পেলে বাঁচবে না।'

নির্বিকার নিস্পৃহ চেহারায় সামনে দাঁড়ানো এই লোকটা যে সাধারণ কেউ নয় তা ওর আচরণ দেখে বুঝে গেল টরটিয়ার সঙ্গীরা। লোকটা একটা প্রস্তাব দিয়েছে। হোক অপমানজনক, তবু প্রস্তাবটা মেনে নিলে বিপদ এড়ানো যাবে। আগুন বেড়ে উঠছে, যেকোন সময়ে ধরে যেতে পারে পুরো বার্নে। সামনে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্স ব্র্যান্ড। শোডাউনে গেলে কিছু বুলেট খেতেই হবে। কি দরকার, ভাবল লোকগুলো, ব্র্যাডেনের জন্য লড়াই করে মরার চেয়ে সুযোগটা নিয়ে আস্ত শরীরে বেরিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

টরটিয়া আর ম্যাক্স দু'জনেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাকি তিনজন গানহ্যান্ডের দিকে। দু'জনেই বুঝতে পারছে লড়াইয়ের ফলাফল কোন্ পক্ষে যাবে তা অনেকাংশে নির্ভর করছে লোকগুলোর ওপর। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কি চলছে ওদের মনের মাঝে। শেষ চেষ্টা করল টরটিয়া। 'প্যান্ট নষ্ট করে ফেললে নাকি! যাও তাহলে, তোমাদের মত কাপুরুষ গ্রিংগোর সাহায্য

ছাড়াও ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে আমি সামলাতে পারব।'

লজ্জায় লাল চেহারায় পরস্পরের দিকে তাকাল লোকগুলো। সবচেয়ে লম্বা লোকটা বামহাতে খুলতে শুরু করল গান বেল্ট। দেখাদেখি বাকি দুজনও অস্ত্র সহ গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলল। খুব সাবধানে স্বস্তির শ্বাস গোপন করল ম্যাক্স, টরটিয়ার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে লোকগুলোকে বেরতে দেয়ার জন্য দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে দৌড়াতে শুরু করল গানহ্যান্ড তিনজন। র‍্যাঞ্চহাউস থেকে গুলি করা হলো ওদের লক্ষ্য করে। থ্যাচ করে হাড়-মাংসে বুলেট গাঁথার আওয়াজ পেল ম্যাক্স। টরটিয়া জো'র ওপর থেকে চোখ না সরিয়েও কাতর আর্তনাদ শুনে বুঝতে পারল আহত হয়েছে লম্বা গানম্যান। চিৎকার-চেঁচামেচি চাপা পড়ে গেল, চারপাশ থেকে গর্জে উঠেছে অনেকগুলো রাইফেল।

টরটিয়া জো'র পেছনে বাড়ছে আগুন। দাউদাউ করে জ্বলছে ওয়্যাগন, কমলা রঙের শিখা উঁচু ছাদটা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। তাপ সইতে না পেরে ওয়্যাগনের কাছ থেকে খানিকটা সরে দাঁড়াল টরটিয়া। আগুন ধরে যাচ্ছে পুরো বার্নে। ঠেকাবার উপায় নেই। খরায় শুকনো কাঠ পুড়ে ছাই হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। এখনই প্রচণ্ড উত্তাপে বার্নের ভেতর থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ম্যাক্সের হাতের রাইফেলটা চোখ সরু করে দেখল টরটিয়া। 'ঠাণ্ডা মাথায় সুযোগ না দিয়ে আরেকটা খুন করতে চাইছ নাকি, ম্যাক্স?'

'তোমরা বুড়ো ইয়ান ডোনাল্ডকে কোনও সুযোগ দিয়েছিলে?' ধমকে উঠল ম্যাক্স।

'পারবে না তুমি,' অনিশ্চিত শোনাল টরটিয়ার কণ্ঠস্বর। 'আমার সঙ্গে পারবে না, সমান সুযোগ দিলে...'

'দিলাম,' হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিল ম্যাক্স। খট্ করে

মেঝেতে পড়ল অস্ত্রটা। 'দেখি কত বড় পিস্তলবাজ হয়েছ।'

প্রথমবারের মত দ্বিধা খেলে গেল টরটিয়ার ঘর্মাক্ত চেহারায়, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তাকিয়ে থাকল ম্যাক্সের চোখে। হিমশীতল অনুত্তেজিত দৃষ্টি দেখে সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল গায়ের লোম। কোনও কারণ নেই, তবুও মনে হচ্ছে ভুল লোকের মুখোমুখি হয়েছে সে আজ। এতদিন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, বিপদ ছিল না বললেই চলে; কিন্তু এই লোকটার প্রতিটা ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে দক্ষতার ছাপ। গানম্যান। ম্যাক্স ব্র্যান্ডও গানম্যান—এবং সম্ভবত ওর চেয়েও ফাস্ট! চিন্তাটা প্রায় অসুস্থ করে তুলল টরটিয়াকে।

'কি হলো, চিন্তা করেই আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি!' হাসিতে ঠোঁটের কোন বেঁকে গেল ম্যাক্সের। ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে আছে দেহের সমস্ত পেশী, টরটিয়ার হাত সামান্য নড়লেই ড্র করবে ও।

এক সেকেন্ডের জন্য টরটিয়াকে ওর বাম কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাতে দেখল ম্যাক্স। শিরদাঁড়া বেয়ে সতর্ক করে গেল বিশ্বস্ত অনুভূতিটা। সময় নষ্ট না করে লাফ দিয়ে দেয়ালের কাছ থেকে সরে এলো ম্যাক্স। ঘাড়ের কাছে আগুনের হল্কা অনুভব করল। দেয়ালে গাঁথল বুলেট। এত কাছ থেকে কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে ·৪৪ কোল্ট। টরটিয়াকে সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াতে দেখল ম্যাক্স, কুৎসিত হাসছে লোকটা পৈশাচিক আনন্দে।

প্রায় একই সঙ্গে হোলস্টার মুক্ত হলো দু'জনের অস্ত্র, গর্জে উঠল। দুটো শব্দ এক হয়ে গেল। তাড়াহুড়োয় মিস করেছে টরটিয়া। শূন্যে শরীর ভাসিয়ে ঝাঁপ দিল ম্যাক্স, পা মাটি স্পর্শ করার আগেই খুব কাছ থেকে পরপর দুটো গুলি করল টরটিয়ার বুকে। তারপর ঝাঁকি খেল ওর সারা দেহ, প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালের গায়ে। তীব্র ব্যথায় মনে হলো আগুন ধরে

গেছে বাঁ কাঁধে। দাঁতে দাঁত চেপে দৃষ্টি স্বচ্ছ করতে চাইল ম্যাক্স, কখন মাটিতে পড়ে গেছে টেরও পেল না। ঝাপসা ভাব কেটে গেলে দেখল ওর বুকের দু'পাশে দু'পা দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মত একজন, হাতের সিক্সগান ওর মাথায় তাক করে ট্রিগার টেনে দিচ্ছে।

অজান্তেই ডান হাতে শরীরের ভার রেখে উঁচু হতে চাইল ম্যাক্স। তালুতে মাটির বদলে ঠাণ্ডা একটা ধাতব স্পর্শ লাগতেই বুঝল অস্ত্রটা পাওয়া গেছে। অভ্যেস বসে তুলে নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল লোকটার ঝুঁকে থাকা মুখ লক্ষ্য করে। বিস্ময়ের ছাপ দেখতে পেল ম্যাক্স লোকটার চেহারায়। শুধুই বিস্ময়; ভয় বা হতাশা নয়। খুন করার নেশায় এতই ব্যস্ত ছিল যে ম্যাক্সের হাতের ওপর নজর রাখেনি সে।

বাম চোখ গলিয়ে দিয়ে মগজে ঢুকল বুলেট। ওর গায়ের ওপর টলে পড়ে যাচ্ছিল, সিক্সগানের হাতল ধরা মুঠো দিয়ে ঠেলে লোকটাকে পেছন দিকে ফেলে দিল ম্যাক্স। উঠে বসতে চেষ্টা করল। টান পড়ল কাঁধের পেশীতে। ব্যথায় অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনেটা। মুখ হাঁ করে দম নিল ম্যাক্স, ব্যথা একটু কমার পর ধীরে ধীরে ঘাড় কাত করে জ্বলন্ত ওয়্যাগনটার দিকে তাকাল। টরটিয়ার দিকে খেয়াল করে দেখল শ্বাস নিচ্ছে না লোকটা।

পুড়ে যাচ্ছে বার্ন! শুয়ে থাকলে এখানেই কবর হয়ে যাবে। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথা সহ্য করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স, টলমল পায়ে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে ওর সারা শরীর। চোখে ঠিক মত দেখতে পাচ্ছে না, সবকিছু ছায়া ছায়া আর ঝাপসা লাগছে। ওর মনে হলো অনন্তকাল ধরে হাঁটছে, আর কখনও পৌছানো হবে না দরজা পর্যন্ত।

আরও তিন-চার পা এগোল ম্যাক্স, শরীরের ওজন নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে পা দুটো। হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসল ও।

তারপর দেহের ভারসাম্য রাখতে না পেরে কাত হয়ে পড়ে গেল। আগুনের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছে ম্যাক্স, আগের মত আর চামড়ায় জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে না উত্তাপ। ভোঁতা হয়ে গেছে অনুভূতি। মাথা আর কাজ করছে না, অবশ হয়ে এল সারা শরীর। দুর্বল, খুব দুর্বল লাগছে ওর—ঘুম আসছে। পরাজয় মেনে নিল ম্যাক্স। পড়ে থাকল নিজের রক্তের ভেতর। চোখ বন্ধ করল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে ভাবল—এটাই শেষ ঘুম, জেনিসকে একবার দেখতে পেলে…

সাত

জ্ঞান ফেরার পরও চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল ম্যাক্স। মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে আছে; কাঁধ আর মাথা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে, মনে হচ্ছে ওগুলো কেটে শরীর থেকে আলাদা করে দিতে পারলে ভাল হত। নাকে ঢুকছে একটা মিষ্টি গন্ধ। বার্নে এরকম গন্ধ কেন! কৌতূহলী হয়ে চোখ খুলল ম্যাক্স।

মাথার ওপর কাঠের সীলিঙ দেখে অবাক হলো। ঘাড় অল্প একটু কাত করে দেখল সুন্দর করে সাজানো একটা ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছে ও। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আসছে, যদিও বোঝার উপায় নেই এখন ক'টা বাজে।

এক এক করে অজ্ঞান হওয়ার আগের ঘটনাগুলো ম্যাক্সের মনে পড়ল। ডান হাতে বাম কাঁধ ধরে ব্যান্ডেজের স্পর্শ পেল। বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। ভীষণ ব্যথা। আঘাত

মারাত্মক না হলেও রক্ত ঝরেছে প্রচুর, শরীর দুর্বল লাগছে। ক্ষতস্থানে আলতো করে হাত বুলিয়ে দেখল পেশীতে ঢুকেছে বুলেট। সীসের টুকরো বের করা হয়েছে কিনা ভাবল ম্যাক্স। কয়দিন অজ্ঞান ছিল আন্দাজ করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

মিনিটখানেক পর মৃদু শব্দে খুলে গেল ঘরের দরজা, ঘাড় কাত করে ম্যাক্স দেখল ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকছে জেনিস বোর্ডার। রোগীর জ্ঞান ফিরেছে দেখে চেহারা থেকে উদ্বেগ দূর হয়ে গেল, আন্তরিক উষ্ণ হাসিতে ঝলমল করে উঠল জেনিস। বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটায় ট্রে নামিয়ে রেখে ম্যাক্সের পাশে বিছানায় বসল সে, একটু ঝুঁকে কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর আছে কিনা।

'জ্বর নেই দেখছি, এখন কেমন লাগছে, ম্যাক্স?'

'ভাল,' মেয়েটাকে এত কাছ থেকে দেখে সত্যি আরও ভাল লাগছে ম্যাক্সের। কথা না বলে শুধু শুধু তাকিয়ে থাকা খারাপ দেখায়, তাই জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কি ঘটল? কয়দিন হলো তোমাকে বিরক্ত করছি আমি?'

'আগে নাস্তা খেয়ে নাও, তারপর তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেব।' হাসল জেনিস।

'খাব পরে। আগে বলো আমি জ্ঞান হারানোর পর কি ঘটেছিল।'

'দু'দিন ধরে নাস্তা নিয়ে এসে হতাশ হচ্ছি! আগে নাস্তা,' কপট রাগে ভ্রূকুটি করে টেবিলে রাখা ট্রে থেকে বড় একটা প্লেট তুলে নিল জেনিস, উঁচু হয়ে থাকা স্টেক দেখিয়ে বলল, 'খাইয়ে দিচ্ছি, চুপচাপ খাবে; একটুকরোও যদি পড়ে থাকে তোমার কৌতূহল মেটাব না আমি।'

জেনিসের দিকে তাকিয়ে আর তর্ক করার সাহস হলো না ম্যাক্সের, বাধ্য ছেলের মত শেষ করল সেরখানেক ওজনের স্টেক। মুখ মুছিয়ে দিয়ে কফি নিয়ে ফিরে এল জেনিস, কাপটা ম্যাক্সের

হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওর পাশে বিছানায় বসল আবার।

'টরটিয়া জো বার্নের ভেতর গুলি করেছিল তোমাকে। আরও একজন ছিল ওর সঙ্গে, সে-ও মারা গেছে। বেশির ভাগ লোকজন মরে যাওয়ায় আমাদের ঘণ্টাখানেক শাসিয়ে পিছু হটেছে হেনরি ব্র্যাডেন। লোক নিয়ে আবার নাকি ফিরে আসবে। অবশ্য সে চলে যাওয়ার আগেই জেসন গিয়ে জ্বলন্ত বার্ন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তোমাকে। বার্নটা গেছে। গত দু'দিন তোমার জ্ঞান ফেরেনি, সর্বক্ষণ প্রলাপ বকেছ।' লাল হয়ে উঠল জেনিসের চেহারা। 'লিসা কে, ম্যাক্স?'

'আমার ছোট বোন। মারা গেছে।'

'দুঃখিত, ম্যাক্স, আমার জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি,' আলতো করে ম্যাক্সের চুলে হাত বুলিয়ে দিল জেনিস। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার নামও বলছিলে বারবার। কেন, ম্যাক্স?'

'দু'দুটো দিন! আর কি কি বলেছি আমি?' সরাসরি জবাব এড়িয়ে গেল ম্যাক্স। জানতে চাইল ক্ষত থেকে বুলেট বের করা হয়েছে কিনা। সবিস্ময়ে খেয়াল করল লিসার কথা মনে পড়লে অসহায় যে রাগটা ওকে অমানুষ করে দিত সেটা জেনিসের উপস্থিতিতে প্রচণ্ডতা হারিয়েছে, সহনশীল একটা পর্যায়ে চলে এসেছে। কেন যেন মনে হলো এখন আর একা নয় ও, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করার মত একজন ওর আছে এই বিশাল পৃথিবীতে।

'কি বলেছ সেটা আমি বলতে যাব কেন!' চোখ নামিয়ে নিল জেনিস। 'শহর থেকে ডাক্তারকে আনা হয়েছিল, বলেছে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হবে তোমাকে। কিছু জানতে হলে সুস্থ হয়ে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কোরো।'

'ব্র্যাডেনের গানম্যানরা এরই মধ্যে আবার এলে? আমাদের

ক্ষয়-ক্ষতি কিরকম, মারা গেছে কেউ?'

'না, শুধু রবিন আহত হয়েছে। মনে হয় না আবার ওরা আসবে। সে-রাতে বারো জন লোক হারিয়েছে ব্র্যাডেন। র‍্যাঞ্চহাউসে আগুন দিতে না পেরে ওরা এক সঙ্গে আক্রমণ করেছিল, ফাঁকা জায়গায় পেয়ে ওদের ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে সবাই। যারা বেঁচেছে তাদের নিয়ে শহরে ফিরে গেছে ব্র্যাডেন আর করবিন।'

'টাকা আছে, লোক ভাড়া করতে অসুবিধা হবে না ব্র্যাডেনের,' গম্ভীর হয়ে গেল ম্যাক্সের চেহারা।

'হয়তো। তবে আঙ্কল ডোনাল্ডের মৃত্যুর খবর পৌঁছে গেছে তার বন্ধুদের কাছে। ওদেরকে গোনায় ধরতে হবে ব্র্যাডেনের। আগের মত আর যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে না সে এই অঞ্চলে।' প্লেট আর কফির কাপ ট্রেতে রেখে উঠে দাঁড়াল জেনিস। 'বিশ্রাম নাও, ম্যাক্স, ঘুমিয়ে উঠলে দেখবে ভাল লাগছে।'

'ধন্যবাদ, জেনিস—সবকিছুর জন্য।' চোখ বন্ধ করল ম্যাক্স, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে বুঝল চলে গেছে মেয়েটা। অতীতের ঘটনাগুলো ঝোড়ো বাতাসে পড়া কালো মেঘের মত উড়ে এল ওর মনের পর্দায়, বুকের ভেতরে দোলা দিয়ে চলে গেল একের পর এক, তারপর এক সময় ঘুম নামল ওর দু'চোখ ভেঙে, ঘুমিয়ে পড়ল ম্যাক্স। দুঃস্বপ্ন দেখছে না আজ।

অন্ধকার রাত। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল ব্র্যাডেন। দমকা বাতাসে মেঘের মত ধুলো উড়ছে। চোখ সরু করে এগোচ্ছে ব্র্যাডেন। মেঘ করেছে আকাশে, নিকষ কালো হয়ে গেছে পৃথিবী। ঝড় আসছে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি নিয়ে। হঠাৎ আলোর তীব্র একটা আঁকাবাঁকা রেখা চিরে দিল আকাশটাকে। বজ্রের গুড়গুড় শব্দ এল দূর থেকে।

একটা অফিসের সামনে থামল ব্র্যাডেন, দেখল জানালা দিয়ে আসা হলুদ আলো বাড়ছে কমছে বাতাসের ঝাপটায়। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে, পেছনে বিকট শব্দে আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। কয়েক পা এগিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসল ব্র্যাডেন। মনে মনে হাসল অসময়ে ওকে দেখে লইয়ার তটস্থ হয়েছে বুঝে।

টেবিলের ওপর দু'পা তুলে চেয়ারে আরাম করে বসে ছিল লইয়ার, তাড়াহুড়ো করে পা নামিয়ে নিল।

'করবিন এসেছিল?' পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাল ব্র্যাডেন।

'হ্যাঁ, আবার আসবে একটু পরে।'

দু'মিনিট পরই নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল বারলি করবিন। ব্র্যাডেনকে নড করে একটা চেয়ার টেনে বসল।

'তোমার খবর পেয়ে কয়েকজন শহরে এসেছে মনে হলো?' গানম্যানের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'মোট ছয়জন হোটেলে উঠেছে, দু'একদিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে আরও ছয়জন।' মাথা ঝাঁকিয়ে একমুহূর্ত দ্বিধা করল করবিন। তারপর প্রশ্ন করল, 'আবার রাতে হামলা করতে চাও?'

'ভাবতে হবে,' সিগারে কষে টান দিল ব্র্যাডেন। 'এবারও গতবারের মত ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। ডোনাল্ড মারা যাওয়ায় পাহাড়ী লোকগুলো খেপে গেছে। লেযি বি'কে বিপদের সময় সাহায্য করবে ওরা। এখন বুঝতে পারছি কার্ল বোর্ডারকে ভয় দেখাতে গিয়ে ভুল লোককে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি। বুড়ো ডোনাল্ডকে খুন করাটাও ঠিক হয়নি।'

'ভুল লোক বলতে কি ম্যাক্স ব্র্যান্ডের কথা বোঝাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। ওকে বিপজ্জনক মনে হয়েছে বলেই এত গুরুত্ব দেয়া ঠিক হয়নি। শুনলাম আমরা ব্র্যান্ডকে ফাঁসিতে ঝোলাতে যাচ্ছি

বুঝেও সাহায্য করতে এগোয়নি কার্ল বোর্ডার। যত দোষ বোর্ডারের মেয়ের, সে-ই নিজ দায়িত্বে লোকজন নিয়ে এসে ব্র্যান্ডকে বাঁচিয়েছে।'

লইয়ার আর করবিন কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে দেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল ব্র্যাডেন। খানিক পরে নড়েচড়ে বসল, অ্যাশট্রেতে টিপে নেভাল সিগার। 'র‍্যাঞ্চটা কার্ল বোর্ডারের কাছে জীবনের চেয়েও বেশি দামী। আমরা যত টাকাই অফার করি না কেন, লেযি বি বেচবে না সে। কিন্তু তার কাছে লেযি বি'র চাইতেও প্রিয় হচ্ছে তার মেয়ে। ওই মেয়েকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারলে আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে কার্ল বোর্ডার।'

খসখস শব্দে খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাল লইয়ার। 'তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই জেনিস বোর্ডারকে কিডন্যাপ করা গেছে, ওর বাবাকে দিয়ে র‍্যাঞ্চ লিখিয়ে নেয়ার আগে পর্যন্ত রাখবে কোথায় মেয়েটাকে?'

'আমি অনেক ভেবে দেখেছি, সিলভার মাইনটা জায়গা হিসেবে সবচেয়ে নিরাপদ।'

'ট্রুড বেকারের মাইনে?' ভ্রূ কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশ করল জর্জ স্যামুয়েলসন।

'হ্যাঁ। মাইনে আপাতত কাজ বন্ধ। বেকার ফোর্ট আর্থারে স্যাম্পল পাঠিয়েছে, মাইনে কেউ নেই যে জেনে ফেলবে জেনিস বোর্ডারকে ওখানে আটকে রাখা হয়েছে।'

'তারপরও যদি কার্ল বোর্ডার কথা না শোনে, যদি খুঁজতে খুঁজতে মাইনের কাছাকাছি চলে যায় তার কাউহ্যান্ডরা?' জিজ্ঞেস করল করবিন।

লণ্ঠনের আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাল ব্র্যাডেনের সুদর্শন চেহারা। নিঃশব্দে হাসছে সে, কুঁচকে উঠেছে চোখের দু'কোণ। 'ডিনামাইট দিয়ে মাইন শ্যাফট ধসিয়ে দেব আমরা। অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই

পারে, সন্দেহ হবে না কারও।'

ভোরের ধূসর আলোয় ঘুম ভাঙল ম্যাক্সের। ডানদিকে কাত হয়ে শুলো। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। দুঃস্বপ্ন দেখে নয়, ভ্যাপসা গরম পড়েছে আজ। রাতে কয়েকবার ঘুম ভেঙেছে ওর, শুনেছে গর্জাচ্ছে আকাশ। ছাদে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে আবার। সুস্থ লাগছে নিজেকে ওর, পেটে খিদের মোচড় অনুভব করে বুঝতে পারছে বিশ্রাম পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠছে শরীর। ক্ষতটা শুকিয়ে আসায় টান পড়েছে চামড়ায়।

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে কাঁধে ব্যথা পেল ম্যাক্স, একটু চেষ্টা করেই উঠে বসতে পারল বিছানায়। বিকৃত চেহারায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে উপত্যকার দৃশ্য পাল্টে গেছে। ধুলোর আস্তর পানি মেখে থিকথিকে কাদায় পরিণত হয়েছে। আকাশ কম কাঁদেনি, তবু এমন দু'এক দিনের বৃষ্টিতে এ-অঞ্চলের খরা কাটবে না। সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে জায়গায় জায়গায় জমে থাকা পানি। আরেকটু বেলা বাড়লেই জমি শুকাতে শুরু করবে, ভ্যাপসা গরমে অসম্ভব হয়ে উঠবে পরিশ্রমের কাজ করা।

'ঘুম ভাঙল তাহলে?'

মুখ-হাত ধুয়ে এসে বিছানায় বসে ছিল ম্যাক্স। অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করেনি কখন দরজা খুলে নাস্তার ট্রে হাতে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জেনিস।

'আজও খাইয়ে দেব, নাকি নিজেই পারবে?' টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে বিছানায় বসে হাসল মেয়েটা।

'পারব। ঠিক সময়ে এসেছ, আরেকটু দেরি হলে নিজের হাত-পা চিবুতে শুরু করতাম।' ট্রে থেকে খাবার ভর্তি প্লেট টেনে নিল ম্যাক্স।

'ডাক্তার তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে।' উঠে দাঁড়াল জেনিস। 'একদম খাটাখাটনি করা চলবে না, খাওয়া শেষ করে চুপচাপ শুয়ে থাকবে। র‍্যাঞ্চের রসদ শেষ, শহর থেকে সাপ্লাই নিয়ে ফিরে এসে তোমাকে যেন বিছানায় দেখি।'

'তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না,' পাশে প্লেট নামিয়ে রাখল ম্যাক্স। 'বিপদ হতে পারে, জেনিস; আমাকে উদ্ধার করায় তোমার ওপর খেপে আছে ব্র্যাডেন।'

'কোনও ভদ্রমহিলার ক্ষতি করার সাহস পাবে না ব্র্যাডেন, যত প্রভাবই তার থাক না কেন।'

'তবুও, জেনিস,' ঢোক গিলল ম্যাক্স, অনভ্যস্ততার কারণে বলতে পারছে না মনের কথা। এক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। হাসছে জেনিস। গলা খাঁকারি দিয়ে চোখ সরিয়ে নিল ম্যাক্স। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বলল, 'ব্র্যাডেন নীতি মেনে চলার লোক না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে বিপদে পড়বে তুমি। নাই বা গেলে, কোনও কাউহ্যান্ডকে পাঠিয়ে দাও সাপ্লাই আনতে।'

'কাউকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই বরং ঝামেলা করার সুযোগ পাবে ব্র্যাডেনের লোকজন।' দরজা খুলে চলে যাবার আগে ঘুরে তাকাল জেনিস, গাল দুটো রক্তিম হয়ে উঠেছে। ম্যাক্সের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমার জন্যে ভাবছ বলে ধন্যবাদ, ম্যাক্স।'

সারাটা দিন টানা উত্তাপ ঝরাল সূর্য। ধীরে ধীরে জমি শুকিয়ে আসায় ভ্যাপসা গরম পড়েছে। ছোট ছোট ঝর্নাগুলোর প্রবাহ থেমে গেছে অনেক আগেই। জমে থাকা পানিও শুষে চলে যাচ্ছে মাটির গভীরে।

বিকেল হয়েছে। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে, তবুও গরম কমার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

শহর থেকে রসদ-পত্র কিনে ফিরছে জেনিস, বাকবোর্ড

চালাচ্ছে দক্ষ হাতে। সামনে ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে আস্তে আস্তে। মাথায় চিন্তা ঘুরছে ওর। শহরে গিয়ে খুব খারাপ একটা খবর শুনেছে। স্টোরকীপার বলেছে নতুন কয়েকজন গানম্যান এসে হোটেলে উঠেছে, কথা বলতে দেখা গেছে ওদের করবিন আর হেনরি ব্র্যাডেনের সঙ্গে। সাধারণ মানুষ ধারণা করছে লেযি বি'কে এবার চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আনা হয়েছে ওই সশস্ত্র লোকগুলোকে।

শহর থেকে বেরিয়ে ঊর্ধশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়েছে জেনিস, তারপর ভারী বাকবোর্ড টানতে জন্তুগুলোর কষ্ট হচ্ছে বুঝে তাড়া দেয়া থামিয়েছে। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গতিতে ঘোড়াগুলো ছুটছে এখন।

রাইফেলের বিকট গর্জনে জেনিসের চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। চমক সামলে নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝোপগুলোর ভেতর গান পাউডারের ধোঁয়া খুঁজল জেনিস। নেই ধোঁয়া। ভ্রূ কুঁচকে আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ট্রেইলের দিকে তাকাল আবার। এ-অঞ্চলে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। হয়তো শিকার করতে এসেছে কোনও শিকারী। নিজের মনকে বুঝ দিতে চেয়ে ব্যর্থ হলো জেনিস, মনে পড়ে গেল ম্যাক্সের সতর্কবাণী। ব্র্যাডেনের লোকরা ওকে ধরতে আসছে না তো?

অজান্তেই হাতে চাবুক তুলে নিল জেনিস। ঘোড়াগুলোর মাথার ওপর বাতাসে শব্দ তুলে আছড়াল। সাধ্যমত জোরে দৌড়ানোর চেষ্টা করছে পরিশ্রান্ত জন্তু দুটো। তবে গতি বিশেষ বাড়ল না।

তিরিশ সেকেন্ডের মাথায় দ্বিতীয়বার আওয়াজ হলো রাইফেলের। আঁতকে উঠল জেনিস। ওর হাতের খুব কাছেই কাঠে আঘাত করেছে বুলেট। পুরু একটা চল্টা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বামপাশের ঘোড়াটা আতঙ্কিত হয়ে পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে

গেল। দড়িদড়ার বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে চাইছে। দ্রুত চাবুক ফুটিয়ে উন্মত্ত জন্তুটাকে সামলানোর চেষ্টা করল জেনিস। উপর্যুপরি কয়েকটা শব্দ হলো বাতাসে। হুঁশ ফিরে পেয়ে ঘোড়াটা মনিবের নির্দেশ মত ছুটতে শুরু করল।

সামনের ট্রেইল দেখল জেনিস—ফাঁকা। বুলেট কোথায় আঘাত করেছে দেখে সে বুঝেছে শত্রু ট্রেইলের পেছনে। কতক্ষণ পেছনে থাকবে তা বলা মুশকিল। উঁচু-নিচু ট্রেইলে মাথা তুলে জেগে আছে অসংখ্য ছোট-বড় পাথর, ওগুলোর কারণে দ্রুত ছোটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেকোন সময় পাথরে ঠোকর খেয়ে উল্টে যেতে পারে বাকবোর্ড। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে ভয়ে জমে গেল জেনিস। দু'জন লোক স্যাডলে ঝুঁকে দ্রুত ছুটে এগিয়ে আসছে। আর তিনশো গজ দূরেও নেই লোকগুলো!

আরও কয়েকটা গুলি এল পেছন থেকে। জেনিসকে নয়, ওরা ঘোড়াগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। স্পষ্ট বুঝতে পারল জেনিস—ওরা কারা। ব্র্যাডেনের গানহ্যান্ড! লোকগুলো ওকে জ্যান্ত ধরতে চাইছে! ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল জেনিস। মরতে আপত্তি নেই, কিন্তু অপমানিতা বা অত্যাচারিতা হতে চায় না ও।

ঘোড়াগুলোকে তাগাদা দিল জেনিস। দ্রুত ছুটছে বাকবোর্ড। সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে ট্রেইল, একটু অসাবধান হলেই উল্টে যাবে বাকবোর্ড। দাঁতে দাঁত চেপে ঘোড়া সামলাচ্ছে জেনিস। বাকবোর্ডের চেয়ে অশ্বারোহীদের গতি অনেক বেশি, জানে ও। তবুও পালাতে চেষ্টা করছে। লেযি বি'র কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে হয়তো কাউহ্যান্ডদের সাহায্য পাওয়া যাবে।

আবার পেছনে তাকাল জেনিস। অমোঘ নিয়তি। যমদূতের মত এগিয়ে আসছে লোকগুলো। ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাল জেনিস। সাধ্যমত দৌড়চ্ছে ওগুলো। তবু ক্রমেই দূরত্ব কমে আসছে। এই

বিপদে সাহায্য করার কেউ নেই। হঠাৎ ম্যাক্সের চেহারা ভেসে উঠল জেনিসের মনের পর্দায়।

বাঁক ঘুরছে বাকবোর্ড, বিপজ্জনক দ্রুত গতিতে ছুটছে একদিকের চাকা মাটি ছেড়ে দু'ইঞ্চি উঠে গেছে। পেছন থেকে গুলির শব্দ পেল জেনিস। বামপাশের ঘোড়ার গলায় ঢুকল বুলেট। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জেনিস দেখল মাটিতে পড়ে আছে সে। উল্টে গেছে বাকবোর্ড। চাকাগুলো শূন্যে ঘুরছে এখনও।

পাঁচ ফুটের মধ্যে পৌঁছে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল বারলি করবিন আর তার সঙ্গী। জেনিস উঠে দাঁড়াতেই ওর কব্জি চেপে ধরল করবিন। নোংরা চেহারা আর কুৎসিত হাসি মিলে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওকে। সঙ্গীর দিকে একবার তাকিয়ে জেনিসকে কাছে টানার চেষ্টা করল।

আত্মরক্ষা করতে জেনিস খামচি দিল করবিনের গালে। রক্ত বেরিয়ে এল ধারাল নখের আঁচড়ে। গায়ের জোরে জেনিসের কব্জি চেপে ধরল করবিন, মেয়েটা ব্যথায় কাতরে ওঠায় খুশিতে মাড়িসহ হলুদ দাঁতগুলো বেরিয়ে এল।

'ছেড়ে দাও।' সতর্ক করল দ্বিতীয় গানম্যান। 'ব্র্যাডেন ওর কোনও ক্ষতি চায় না!'

'চুপ! কি করছি জানা আছে আমার,' ধমকে উঠল বারলি করবিন। 'ব্র্যাডেন জিজ্ঞেস করলে বলা যাবে বাগি ওল্টানোর সময় ব্যথা পেয়েছে মেয়েটা।'

'বস্ মেয়েটার কথাই বিশ্বাস করবে,' বলল গানম্যান। 'তাছাড়া তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে সরে যাওয়া দরকার, যেকোন সময়ে লেযি বি কাউহ্যান্ডদের হাতে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি।'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?' চেষ্টা করে গলার কাঁপুনি লুকাল জেনিস।

'সময় হোক, দেখতেই পাবে।' সঙ্গীর দিকে তাকাল করবিন। 'বাকবোর্ড থেকে ঘোড়াটা খুলে আনো, ডেভিস।'

ভাঙাচোরা বাকবোর্ডটার সামনে গিয়ে মরা ঘোড়াটাকে লাফিয়ে পার হলো গানম্যান। হার্নেস খুলে অন্য ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে এল। 'স্যাডলের কি ব্যবস্থা হবে?'

'স্যাডল লাগবে না, ওটায় চড়বে তুমি,' বলল করবিন। 'তোমারটা নেবে জেনিস বোর্ডার।'

মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কোনও প্রতিবাদ করল না ডেভিস। উঠে বসল স্যাডলহীন ঘোড়াটার পিঠে। গালে হাত বুলিয়ে আঙুলগুলো চোখের সামনে এনে রক্ত দেখল করবিন। তারপর ধমকে উঠল, 'ঘোড়ায় ওঠো!' ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তার রক্তাক্ত চেহারা। জেনিসের দিকে তাকিয়ে অর্থবহ নোংরা হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'আমাকে রাগিয়ে দিলে পরে পস্তাবে, যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে ব্র্যাডেন নেই যে তার নির্দেশ মেনে চলতে হবে।'

'ব্র্যাডেন যদি ভেবে থাকে এসব করে পার পাবে, তাহলে ভুল ভাবছে।' রাগে জ্বলে উঠল জেনিসের চোখ জোড়া। 'ম্যাক্স তোমাদের ছাড়বে না।'

'ব্যাপার তাহলে এতদূর গড়িয়েছে? শুধু ম্যাক্স?' খিক খিক করে হাসল করবিন। 'তোমার ম্যাক্স কপালের জোরে টরটিয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে। পরের বার কোনও সুযোগ পাবে না।'

লোকটার সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা হলো জেনিসের, স্টিরাপে পা রেখে উঠে বসল ডেভিসের ঘোড়ায়। করবিনও নিজের স্যাডলে চাপল। বাকবোর্ডটার সামনে থেমে পকেট থেকে একটা খাম বের করে সীটের ভাঁজে গুঁজে দিয়ে এগোতে ইশারা করল।

ট্রেইল ছেড়ে রুক্ষ জমির ওপর দিয়ে মেসার দিকে চলেছে ওরা। জেনিসকে মাঝখানে রেখে সামনে পেছনে ঘোড়া ছোটাচ্ছে

করবিন আর ডেভিস।

দেড়ঘণ্টা একটানা এগোনোর পর কাহিল হয়ে পড়ল জেনিস। বাকবোর্ড অ্যাক্সিডেন্টের পর অনেকখানি সময় পার হয়ে গেছে। আড়ষ্টভাব কেটে গিয়ে এখন ব্যথায় টনটন করছে ওর দেহ। 'আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করল জেনিস। ভয়ে-চিন্তায় পাগলের মত লাগছে ওর। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। ম্যাক্সের কথা না শুনে জেদ করে বেরিয়ে আসা ঠিক হয়নি। বাকবোর্ডে করবিনের রেখে আসা খামে কি লেখা আছে তা না পড়লেও আন্দাজ করতে পারছে। ওর বাবাকে নিশ্চয়ই হুমকি দেয়া হয়েছে, মেয়ের জীবন বাঁচাতে হলে ব্র্যাডেনের কথা মত র‍্যাঞ্চ লিখে দিতে হবে!

ওই চিঠি ব্র্যাডেনের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ফ্রেসনো শহরে কার এত বড় বুকের পাটা আছে যে এব্যাপারে কথা তুলবে? ভাবল জেনিস। তারপর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করতেই ভুল ভাঙল ওর। আসলে চিঠিটা দিয়ে কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ব্র্যাডেন এত বোকা নয় যে নিজের হাতে লিখবে। কেউ যদি তদন্ত করতেও যায়, ব্র্যাডেন বলে দেবে এসব ওর বিরুদ্ধে জঘন্য একটা চাল। ওকে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধি।

'আর কতদূর?' আবার জানতে চাইল জেনিস।

'প্রায় পৌঁছে গেছি,' করবিন চুপ করে থাকায় পেছন থেকে ডেভিস জবাব দিল।

ফ্রেসনোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জেনিস মনে করেছিল ওকে শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন ধারণা পাল্টে গেছে, পশ্চিমের পাহাড় সারির দিকে চলেছে ওরা। কি করা হবে ওকে আটকে রেখে, ভাবছে জেনিস। জীবনে কোনদিন এত ভয় পায়নি, ভাবেনি নারী এত অসহায়। কান্না পেল ওর।

এদিকের পাহাড়ী অঞ্চলে মানুষজন থাকে না। একমাত্র ট্রুড

বেকারের খনিতেই থাকার জায়গা এবং নিরাপদ আশ্রয় আছে। খনির দিকেই যাচ্ছে ওরা। জেনিস ট্রুডকে ভাল লোক বলেই জানে; যদিও সেদিন ম্যাক্সের ফাঁসি দেয়ার তোড়জোড়ে লোকটাকে দেখেছে, তবুও মাথায় একবারও চিন্তা আসেনি যে ব্র্যাডেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকতে পারে ওই লোক। কিন্তু এখন ভাবতে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল জেনিসের। বেকারকে চিনতে ভুল হয়নি তো? এমন কি হতে পারে যে ব্র্যাডেনের সঙ্গে ট্রুড বেকারও জড়িত, দু'জনে মিলে দখল করে নিতে চাইছে পুরো টেরিটোরি?

একঘণ্টা পর সরু পথটা দিয়ে খনি এলাকায় পৌঁছে মন থেকে ট্রুড বেকারের সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল জেনিসের। খনির কাজ বন্ধ, একজন লোকও নেই। সূর্য ডুবে গেছে। পাহাড়ী অঞ্চল বলে দ্রুত কমে যাচ্ছে আলো, ছায়া নেমে আসছে। বাতাসে একটা বুনো গন্ধ। সারাদিনের গরম দূর করে বইছে মৃদু শীতল বাতাস। হালকা কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। নীলচে কালো দেখাচ্ছে দূরের পাহাড়গুলো। রাতে বেশ শীত পড়বে।

পাথুরে খাড়া ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে ওরা। পরিশ্রমসাধ্য কাজ। ঘোড়াগুলোর মুখের কাছটা ফেনায় ভরে গেছে। সময় অনেক বেশি লাগছে ছড়ানো-ছিটানো হরেক আকৃতির বোল্ডারগুলোকে এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে বলে।

একশো গজ এগোনোর পর দুটো ঢালের গোড়ায় এসে শেষ হলো ক্যানিয়ন। খানিকটা সামনে দেখা যাচ্ছে খনির স্টীল রেইল আর বিল্ডিংগুলো। টিলার ভিতর একটা বিরাট গুহায় ঢুকে গেছে স্টীল রেইল। ওই পথেই খনি থেকে রূপো বের করে আনা হয়। চারদিক নির্জন। বোঝা যাচ্ছে আপাতত কিছুদিনের জন্যে এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে সবাই।

সমতল জমিতে পৌঁছে থামল করবিন, চারদিকে তাকিয়ে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'ব্র্যাডেন ভুল বলেনি, তিন-চার জন

লোক ইচ্ছা করলে এখান থেকে এক ব্রিগেড সৈন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'

ডেভিসও করবিনের সঙ্গে একমত। জায়গাটা সত্যিই দুর্গের মত, রাইফেল হাতে দক্ষ কোনও লোক বিল্ডিংগুলোর জানালায় দাঁড়ালে নিচের ঢাল থেকে এগোনোর উপায় থাকবে না কারও।

গায়ে চেপে এসে ট্রেইল বন্ধ করে দেয়া লালচে রঙের উঁচু স্যান্ডস্টোনের দেয়ালটা সতর্ক চোখে দেখল ডেভিস। অনেকটা আনমনে বলল, 'মনে হয় না ওটার ওপর দিয়ে কেউ আসতে পারবে।'

'ঠিক,' সায় জানাল করবিন। 'ওপরে ওঠার একমাত্র রাস্তাটা ব্যবহার করেই এসেছি আমরা, এখন ওদিকে একজন নজর রাখলেই কারও বাপেরও সাধ্য হবে না এগোয়।'

'যদি রাতে আসে?'

'এত জায়গা থাকতে কেন ভাবছ এখানেই খুঁজতে আসবে?'

শ্রাগ করল ডেভিস। 'সাবধান থাকতে চাইছি।'

'তোমার যখন এত চিন্তা তখন ট্রেইলের কাছাকাছি কোনও কেবিনে রাতটা কাটিয়ে দাও।' দাঁত বের করে হাসল করবিন। জেনিসের ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনে বেড়ে বলল, 'যদি ঘুমিয়ে পড়ো, আর সত্যি সত্যিই কেউ আসে, তাহলে তোমাকেই বুলেট হজম করতে হবে আগে।'

আট

দাঁতে দাঁত চেপে কাঁধের ব্যথা সামলে ভাঙাচোরা বাকবোর্ডটার

দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাক্স। মৃত ঘোড়াটা দড়িতে পেঁচিয়ে ওল্টানো বাগির সামনে পড়ে আছে।

শুকনো চেহারায় বাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বোর্ডার। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডানহাতে ধরা কাগজটার দিকে। চিঠিটা আবার পড়ে ঢোক গিলল কয়েকবার, তারপর স্যাডলে বসা ম্যাক্সের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

'কি করব, ম্যাক্স?' জানতে চাইল ফিসফিস করে। 'এমি মরার পর জেনিস ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই আমার। ব্র্যাডেনের কথা না শুনলে জেনিসকে খুন করবে ওরা।'

'হেনরি ব্র্যাডেনকে ধরে এনে খুন করার হুমকি দিলে বলে দেবে কোথায় আছে জেনিস,' পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল জেসন।

মাথা নাড়ল ম্যাক্স। 'ব্র্যাডেনকে বোকা মনে কোরো না, এরকম কিছু ঘটতে পারে ভেবে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নিয়েছে সে। আমরা ভুল করে বসলে খুন হয়ে যাবে জেনিস।'

'ঠিকই বলেছ, ম্যাক্স।' তিক্ত চেহারায় হাতের কাগজটা দেখল কার্ল বোর্ডার। 'জেনিসকে ফিরে পাবার বদলে র‍্যাঞ্চটা যদি খোয়াতে হয় তাতেও আমি রাজি।'

চুপ করে থাকল ম্যাক্স। সন্ধের আবছা আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে জমি। সুস্থ ঘোড়াটা যেখান থেকে খুলে নেয়া হয়েছে তার কাছে গিয়ে থামল। বালিতে ফুটে আছে খুরের তাজা ছাপ। কয়েক পা এগিয়ে ওর মনে হলো তিনটে ঘোড়া একসঙ্গে, পাশাপাশি রওয়ানা হয়েছে পশ্চিমে। নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই, ধুলোময় পথটা অসংখ্য ট্র্যাকে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে।

ট্রেইল থেকে সরে একশো গজ এগিয়ে ম্যাক্স বুঝল স্বাভাবিক আচরণ করেনি আরোহীরা, পাশাপাশি না ছুটে এগিয়েছে লাইন ধরে। বোর্ডারের কাছে আবার ফিরে এল ম্যাক্স, পশ্চিমে আঙুল

তুলে বলল, 'ওরা ওদিকে গেছে। হয় শহর নাহয় পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে।'

'শহরে একশো একটা জায়গা আছে যেখানে জেনিসকে আটকে রাখতে পারবে ওরা,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাঞ্চার। 'পাহাড়ে বোধহয় যায়নি, ওখানে লুকিয়ে থাকার মত কোনও আশ্রয় নেই।'

'না থাকুক,' হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ম্যাক্স, 'দু'তিনজন লোক দাও আমাকে, ওদের অনুসরণ করে দেখব। বলা যায় না, হয়তো হঠাৎ দেখা পেয়ে ওদের অপ্রস্তুত করে দিতে পারব আমরা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চিন্তাভাবনা করল কার্ল বোর্ডার। গভীর কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে বেচারার কপালে, চেহার দেখে মনে হচ্ছে গত একঘণ্টায় ওর বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর।

'ব্যাপারটা জেনিসের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা হয়ে যায়, ম্যাক্স,' অবশেষে বলল র‍্যাঞ্চার।

'ভেবে দেখেছি, আর কোনও উপায় নেই। বিশ্বাস করো, ফালতু কোনও ঝুঁকি নিয়ে ওর ক্ষতি করব না আমি।'

'ঠিক আছে।' হাতের কাগজটা মুড়ে বুক পকেটে রাখল র‍্যাঞ্চার। চোখ ছলছল করছে। 'আমার লোকেরা সবাই ভাল। তুমি পছন্দমত সঙ্গী বেছে নাও।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব, ম্যাক্স,' কেউ কিছু বলার আগেই বাকবোর্ডের উল্টো পাশ থেকে বলে উঠল শেরিফ হবসন। 'আমরা পুরানো দু'জন লম্যান যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, ব্র্যাডেন আর রুবিনের কাছে আমাদের একটা দেনা আছে।'

'আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে,' শান্ত, কিন্তু কঠিন স্বরে বলল ম্যাক্স। 'ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা মেটাতে যাচ্ছ না সেটা মনে রেখো। তোমাদের কারণে জেনিসের যদি কোনও বিপদ হয়, তাহলে সেটা আমি সহ্য করব না।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর চেহারায় সায় দিল কার্ল বোর্ডার। এই এক মুহূর্তেই ম্যাক্স ব্র্যান্ডকে অনেকখানি চিনে ফেলল। ভাবল, এমির প্রথম সন্তানটা মারা না গেলে আজকে ম্যাক্সের সমানই একটা ছেলে থাকত ওর। অনুশোচনা হলো নিজে সেদিন শহরে ম্যাক্সকে বাঁচাতে যায়নি বলে।

'কোনও চিন্তা কোরো না, বোকার মত কিছু করব না আমরা,' স্যাডলে উঠে ম্যাক্সের সামনে এসে থামল হবসন। আধমিনিটের মধ্যেই ডেপুটি র‍্যাচেলও তৈরি হলো।

ছুটতে শুরু করল তিনটে ঘোড়া। পিঠে কারও দৃষ্টি অনুভব করে ঘাড় ফেরাল ম্যাক্স। দেখল একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে র‍্যাঙ্গার।

আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে অজস্র নক্ষত্র। সেই আলোয় চিহ্ন দেখে দেখে ম্যাক্সরা এগিয়ে চলল বিস্তীর্ণ মেসার ওপর দিয়ে। একঘণ্টা পর চাঁদ উঠল। রূপোলী মোলায়েম আলোর বন্যায় ভেসে গেল পৃথিবী। গতি বাড়ল ওদের, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন অপহরণকারীদের ট্র্যাক। তবু মাঝে মাঝে থেমে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ম্যাক্স। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে না ওরা, ডুবে আছে যার যার ভাবনায়। আরও এগোনোর পর জমি এবড়োখেবড়ো হতে শুরু করল। ট্রেইল ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বোঝার কোনও উপায় নেই। পাঁচ মাইল দূরে পাহাড়ের প্রথম সারি, দক্ষিণ-পুবে ফ্রেসনো শহর আর দক্ষিণে মেক্সিকোর বর্ডার—জেনিসকে নিয়ে যেকোন দিকেই যেতে পারে লোকগুলো। তবু ম্যাক্সের মন বলছে ঠিক পথেই এগোচ্ছে ওরা। জেনিসকে সে ঠিকই খুঁজে পাবে। ব্র্যাডেন হাতের টেক্কা হিসেবে জেনিসকে ব্যবহার করছে, কাজেই কাছাকাছি নিরাপদ কোনও জায়গায় ওকে বন্দী করে রাখবে, এটাই স্বাভাবিক।

পাথুরে জমিতে বার বার ট্র্যাক হারিয়ে ফেলল ম্যাক্স। অবিশ্বাস্য ধৈর্য নিয়ে আবার খুঁজে বের করল। দ্রুত এগোতে পারছে না ওরা, তবে বেশিক্ষণের জন্য থামছেও না। ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে ঘোড়ায় বসে আছে ম্যাক্স, চোখের দিকে না তাকালে যে কারও মনে হবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলেছে লোকটা। ব্যথা কমানোর জন্য শরীর শিথিল করে রেখেছে ম্যাক্স, তবে খুব একটা কাজ হচ্ছে না। কাঁধে ভোঁতা একটা সার্বক্ষণিক ব্যথা, ঝাঁকির সঙ্গে বাড়ছে আবার কমছে। মাঝেমধ্যে পেশীতে টান পড়লে ছুরির মত খচ্ করে বিঁধছে। শারীরিক অসুবিধাকে পাত্তা না দিয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ ট্রেইলের ওপর নিবদ্ধ করে রেখেছে ম্যাক্স। এই পথেই ওর জেনিসকে ধরে নিয়ে গেছে বদমাশগুলো। ম্যাক্স ছাড়বে না ওদের।

চাঁদ আরও ওপরে ওঠার পর চিন্তায় পড়ে গেল ম্যাক্স। সহজেই দেখা যাচ্ছে ঘোড়াগুলোর চিহ্ন, ট্র্যাক গোপন করার কোনও চেষ্টাই করেনি কিডন্যাপার লোক দু'জন। একি বোকামি, নাকি মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস? লোকগুলো কি চাইছে কেউ তাদের অনুসরণ করুক? স্টিরাপে পা রেখে স্যাডলের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকটা দেখল ম্যাক্স। সন্দেহজনক কোনকিছু চোখে পড়ল না ওর।

মাঝরাতের পর ট্রেইল হঠাৎ বাঁক নিল। ঘোড়া থামিয়ে ট্র্যাকের ওপর ঝুঁকে তাকাল ম্যাক্স।

'কি ব্যাপার?' ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হবসন।

'বুঝতে পারছি না,' পশ্চিমে আঙুল তুলল ম্যাক্স। 'ওদিকে গেছে।'

'কেন?, ওখানে তো কিছুই নেই!'

'হয়তো আমাদের পেছন থেকে খসাতে চেয়েছে।' গত তিন ঘণ্টায় এই প্রথম মুখ খুলল ডেপুটি।

'ট্রেইল গোপন করত তাহলে।' হবসন আর র‍্যাচেলকে পালা করে দেখল ম্যাক্স। 'কি আছে ওদিকটায়?'

'পাহাড় পেরলে ক্যালিফোর্নিয়ার বর্ডার। কিন্তু সে-তো বহুদূর।' খানিক চিন্তা করে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হবসনের ক্লান্ত চেহারা। 'রূপার খনি! ট্রুড বেকারের খনি আছে ওখানে!'

'কিন্তু বেকার আর ব্র্যাডেন কেউ কাউকে দেখতে পারে না, ব্র্যাডেনকে কোনও সুবিধা দেবে না ট্রুড।'

'তোমার মনে নেই খনির কাজ এখন বন্ধ?' ডেপুটিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে দেখল হবসন। 'ট্রুড বেকার ফোর্ট আর্থারে নমুনা পাঠিয়েছে, খনিতে এখন একজন লোকও নেই।'

'ঠিক! ঠিক বলেছ!' উত্তেজিত স্বরে বলল র‍্যাচেল। 'ওখানেই যাবে ওরা। নিরাপত্তার অভাব নেই ওখানে। রাইফেল হাতে কেউ ওপর থেকে নজর রাখলে অনায়াসে একমাইল পর্যন্ত কাভার করতে পারবে।'

ক্যান্টিন উপুড় করে কয়েক ঢোক পানি খেল ম্যাক্স। লোকগুলো তাহলে ট্র্যাক গোপন করার ঝামেলায় যায়নি কারণ ওরা জানে খনিতে ঢোকার পর যেকোন আক্রমণ সহজেই ঠেকাতে পারবে!

'তোমরা কেউ জায়গাটা চেনো?' পানি খাওয়া শেষ করে ক্যান্টিন জায়গামত রাখল ম্যাক্স।

'আমি চিনি,' বলল র‍্যাচেল। 'ডেপুটির চাকরি পাবার আগে ওখানে কিছুদিন কাজ করেছি।'

একের পর এক প্রশ্ন করে ডেপুটির কাছ থেকে খনির সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিল ম্যাক্স। পরিষ্কার একটা ধারণা পাবার পর বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে একমাত্র রাতেই কারও চোখে ধরা না পড়ে ওখানে যাওয়া সম্ভব।'

'সেটাও ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ,' বলল হবসন। প্রায় পনেরো মিনিট ডেপুটির প্রাঞ্জল বর্ণনা শুনে তার চোখের সামনে খনির প্রবেশ পথের ছবি ভাসছে।

'চলো, সোজা ওখানেই যাই।' কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে

সেজ ব্রাশে ছাওয়া জমির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল ম্যাক্স।

দু'ঘণ্টার পর টিলাগুলোর মাঝখানে, সরু ট্রেইলের গোড়ায় পৌঁছে গেল ওরা। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ম্যাক্স। ঘন, বিশাল একটুকরো কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। চারপাশে হালকা একটু টিমটিমে আলো ছড়িয়ে নিজেদের গুরুত্ব জাহির করছে তারাগুলো।

ট্রেইলটা মাঝপথে ওঠার পর আরও চেপে এসেছে দু'পাশের টিলা। আঁধারে অপেক্ষাকৃত গাঢ় ছায়ার মত দেখাচ্ছে ঢালের মাঝামাঝি এলাকা একটুকরো ফাঁকা জমিতে তৈরি করা হয়েছে কাঠের কেবিনগুলো। বোল্ডারের আধিক্য দেখল ম্যাক্স। সতর্ক চোখে জরিপ করল খনির বুকে চেপে বসা স্যান্ডস্টোনের বিশাল ব্লাফটা। সবকিছুই পরিচিত মনে হলো ওর কাছে, যেন আগেও এখানে এসেছে বহুবার। আপনমনে ভ্রূ কোঁচকাল ম্যাক্স। ডেপুটি না হয়ে র‍্যাচেলের লেখক হওয়া উচিত ছিল। ভাগ্য ভাল লোকটা সঙ্গে এসেছে।

জেনিসের কথা ভাবল ম্যাক্স। মেয়েটা যতদূর সম্ভব খনির ভেতরে কোথাও বন্দী হয়ে আছে। বাইরে একজন পাহারায় থাকবে সন্দেহ নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের অবস্থান দেখল ম্যাক্স। কেবিনের ভেতরে কেউ থাকলে এখানে অপেক্ষা করা আর নিরাপদ নয়। চাঁদ বেরিয়ে এলেই লোকটা স্পষ্ট দেখতে পাবে ওদের।

ট্রেইল থেকে সরে ডানদিকে, মেসার কিনারায় জন্মানো রুগ্ন গাছগুলোর কাছে ঘোড়া থামাল ওরা। ওখানে ফুটহিলের সঙ্গে মিশেছে মেসা; খনির ট্রেইল থেকে এদিকটা দেখা যায় না।

স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার বের করে পরীক্ষা করল ম্যাক্স, তারপর পিছলে নামল স্যাডল থেকে। পা বাড়িয়ে নিচু গলায় বলল, 'এখন থেকে হাঁটব আমরা। শব্দ যেন না হয়!'

গাছগুলোর দিকে আঙুল তাক করল র‍্যাচেল। 'ওগুলোর ভেতর দিয়ে একটা গেম ট্র্যাক আছে, ওই পথে গেলে ভ্যাট আর কেবিনগুলোর তিরিশ গজের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারব। আমার ধারণা ব্র্যাডেনের লোকরা গেম ট্রেইলের খবর জানে না। পাহারায় যদি কেউ থেকেও থাকে, তার খেয়াল থাকবে সামনের ট্রেইলটার দিকে।'

প্রস্তাবটা ম্যাক্সের পছন্দ হলো। ঘোড়াগুলোকে ঝোপের গোড়ায় বাঁধল ওরা। ট্রেইল আলগা পাথরে গেম বোঝাই, একটু অসাবধান হলেই একটার সঙ্গে আরেকটা ঠোকর খেয়ে শব্দ তুলে গড়িয়ে নিচে নামবে। সাবধানে, ধীরে উঠতে শুরু করল ওরা জন্তু জানোয়ারের পথটা ধরে। নগ্ন পাথরে বুটের মচমচ শব্দ হচ্ছে, কানে লাগছে ম্যাক্সের, চোর মনে হচ্ছে নিজেকে, আওয়াজটা ব্র্যাডেনের লোকদের কানে গেলে কি ঘটবে ভেবে ভয় পাচ্ছে।

পথের শেষ মাথায় চলে এল ওরা। পাথুরে সমতলে এসে মিশেছে গেম ট্রেইল। পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিল ওরা। তারপর চারপাশ দেখতে সামনে এগোল ম্যাক্স। একটানা দশমিনিট নিঃশব্দে চষে বেড়িয়ে সামনের ট্রেইল খুঁজে পেল। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে কাঠের ক্রেডলে বসানো ভ্যাটগুলো। ওগুলোর পেছনে, দু'সারিতে ট্রেইলের দু'পাশে তৈরি করা হয়েছে কেবিন।

সতর্ক চোখে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ম্যাক্স। কোথায় কি আছে বসিয়ে নিল মনের মধ্যে। তারপর ফিরে এল সঙ্গীদের কাছে।

জেনিস যদি মাইনের ভেতরে থাকে, তাহলে একজন লোক অন্তত বাইরে পাহারা দিচ্ছে, ভাবছে ম্যাক্স। সেক্ষেত্রে লোকটার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা হবে কোনও একটা কেবিনের জানালা। কিন্তু ট্রেইলের কোন্ পাশের কোন্ কেবিনে আছে লোকটা? বসে থেকে নজর রাখার সময় নেই এখন। প্রহরীকে খুঁজে বের করতে হবে। জেনিস লোকগুলোর হাতে জিম্মি। ওকে উদ্ধার করতে হবে

যত দ্রুত সম্ভব। নেকড়েগুলো জেনিসের কখন কি ক্ষতি করে বসে তার কোনও ঠিক নেই।

হবসন ওর হাত চেপে ধরায় মাথা উঁচু করল ম্যাক্স। ওকে কিছু বলার প্রয়োজন হলো না, এমন আঁধার রাতে রাত-কানাও দেখতে পাবে আলোটা। ট্রেইলের ওপাশে, চল্লিশ গজ দূরের একটা কেবিনের জানালায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছে কেউ। যখন টান দিচ্ছে, উজ্জ্বল কমলা রঙের হয়ে যাচ্ছে আগুন। ম্যাক্স ভালমত খেয়াল করে দেখল, ওই জানালা থেকে টিলায় উঠে আসা পুরোটা ট্রেইল কাভার করা সম্ভব। লোকটা সিগারেট ফুঁকছে বলেই আনাড়ি বলা যাবে না, জায়গা বেছেছে ভাল।

'তোমরা এখানেই থাকো,' ফিসফিস করে বলল ম্যাক্স। গোড়ালিতে বাঁধা স্ট্র্যাপ থেকে হাতে চলে এসেছে তীক্ষ্ণধার একটা থ্রোয়িং নাইফ।

'তিনদিক থেকে ঘেরাও করলে সুবিধা হয় না?' আপত্তি জানাল র‍্যাচেল।

'না। নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলে সতর্ক হয়ে যাবে লোকটার সঙ্গী। জেনিসকে কথা বলার সুযোগ দিতে বাঁচিয়ে রাখবে না।' সাবধানে পাথরের ওপর রাইফেল নামিয়ে রাখল ম্যাক্স, গানবেল্ট খুলে হবসনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছায়া বেছে এগোতে শুরু করল। পাথরের ফাঁক ফোকর বেয়ে নামছে, এমন সময় মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল চাঁদ। উজ্জ্বল আলো ছড়াল সূর্যের আলো পড়া চকচকে একটা আয়নার মত। মনে মনে একটা গাল দিল ম্যাক্স, আকাশে চোখ রেখে দেখল চাঁদকে ঢাকার মত কোন বড় মেঘ ধারে কাছে নেই। দ্বিগুণ সতর্কতায় এগোল সে। কেবিনগুলো পার করে বিশ গজ পেছনে ছেঁচড়ে নামল স্যান্ড স্টোনের দেয়াল থেকে। বেড়ালের মত নিঃশব্দ দ্রুত পায়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

নির্দিষ্ট কেবিনটার পেছনে এসে থামল ম্যাক্স। কিচেনের দরজায় আস্তে করে ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকে ম্যাক্স দেখল কিচেন নয়, ঘরটা স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জানালা পথে আসা চাঁদের আলোয় এখানে ওখানে প্যাকিঙ বাক্স দেখা যাচ্ছে। ধুলোয় ঘর বোঝাই। হাঁচি পেল ম্যাক্সের। দু'আঙুলে নাক টিপে ধরে পা বাড়াল। সামনে আরেকটা দরজা, পাশের ঘরে যাওয়ার জন্য। ওটাই কেবিনের মূল অংশ। ম্যাক্স জানে, ওখানে সিক্সগানের ট্রিগারে আঙুল রেখে সতর্ক হয়ে শিকারের অপেক্ষা করছে খুনী।

দরজাটা আধখোলা। ভেতরে ঢোকার আগে থামল ম্যাক্স। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ টের পেল গায়ের জোরে ছোরার বাঁট আঁকড়ে ধরায় অবশ লাগছে আঙুলগুলো। নিজেকে ধমক দিল ম্যাক্স। ঢিলে করল মুঠি।

পাশের ঘরে কোনও শব্দ নেই, কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে ম্যাক্স। ঠাণ্ডা একটা চাদর যেন জড়িয়ে ধরেছে ওকে। ঘাড়ের ছোট ছোট লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। চুপ করে থমকে আছে ম্যাক্স। সচেতনভাবে না হলেও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা চলছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে। প্রথম ভুলটা যে করবে, জীবন দিয়ে মাশুল গুনতে হবে তাকে।

কাঠের মেঝেতে বুট জুতো ঘষার শব্দ পেল ম্যাক্স। সিগারেট পিষে নিভিয়েছে লোকটা।

ফাঁক গলে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল ম্যাক্স। জানালায় চোখ পড়তেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকাল একবার; তারপর ছোরা উঁচিয়ে এগোল আবার।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে রাইফেল, চৌকাঠের ওপর সিক্সগান রেখে চোখ বোলাচ্ছে ট্রেইলের ওপর। কোনও কারণ নেই, একবিন্দু শব্দ

হয়নি, তবু কেন যেন অস্ত্রটা তুলে নিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ম্যাক্সকে দেখে চোখ সরু, সিক্সগান তুলল গুলি করার জন্য।

ছোরা থ্রো করল ম্যাক্স। ঘ্যাঁচ করে ঢুকে গেল ছ'ইঞ্চি তীক্ষ্ণধার ব্লেড। হাত থেকে অস্ত্র ফেলে গলা চেপে ধরল গুপ্তঘাতক। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছিটকে বের হচ্ছে রক্ত। টান মেরে ভোকাল কর্ড থেকে ছোরা বের করে ম্যাক্সের দিকে দু'পা এগোল সে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। প্রচণ্ড একটা ঝটকা দিয়ে চিত হয়ে গেল দেহটা। চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কি যেন বলতে হাঁ করল, কিন্তু বলা আর হলো না। ঠোঁটের কোণে এসে জমল এক ঝলক রক্ত। শরীরটা কেঁপে উঠল, মেঝেয় পা আছড়াল কয়েকবার, তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুজল লোকটা। জবাই করা গরুর মত একটা শব্দ তুলে গলার ক্ষত দিয়ে বেরিয়ে গেল শেষ নিঃশ্বাস।

এগিয়ে এসে ছোরাটা কুড়িয়ে নিল ম্যাক্স। মৃতদেহের শার্টে ব্লেডটা ভালমত মুছে ঢুকিয়ে রাখল স্ট্র্যাপে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত হেঁটে তিন মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল অপেক্ষমাণ হবসন আর র‍্যাচেলের কাছে।

'ওকে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল হবসন।

গম্ভীর চেহারায় নড করল ম্যাক্স। 'মারা গেছে।'

'অন্য লোকটা?'

'কোনও সন্দেহ নেই মাইনের ভেতরে জেনিসের সঙ্গে আছে। কেবিনের ভেতর থেকে ট্রেইলের ওপর মাত্র একজনই নজর রাখছিল।' খনির দিকে তাকাল ম্যাক্স। 'একজন পাহারায় আছে, কাজেই অন্যজন খামোকা জেগে থাকতে যাবে কেন? খনির ভেতরের লোকটা সঙ্গীর ওপর দায়িত্ব ছেড়ে নিশ্চিন্তে থাকবে এটা যদি ধরে নিই, তাহলে বলা যায় তার অজান্তেই খনিতে ঢুকতে পারব আমরা।'

'ঝুকি নেয়া হবে না?' মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ করল র‍্যাচেল।

'জেনিসকে উদ্ধার করতে হলে ঝুঁকিটুকু নেয়া ছাড়া উপায় নেই!' ভ্রূ কুঁচকে ডেপুটিকে দেখল ম্যাক্স। 'ইচ্ছা করলে তুমি বাইরে অপেক্ষা করতে পারো।'

লজ্জায় লাল চেহারায় মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল র‍্যাচেল।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। স্টীলের রেইল ঢুকে গেছে মস্ত গুহামুখের ভেতর। গুহাটাকে মনে হচ্ছে হাঁ করা কোনও দৈত্যের মুখ। পথটা সুবিধের নয়, পায়ের তলায় আলগা বালু সরে যাচ্ছে। চোখ-কান খোলা রেখেছে ওরা, কিন্তু ব্র্যাডেনের আর কোনও গানহ্যান্ডকে দেখতে পেল না। নিশ্চিত হয়ে গেল বাইরে কেউ নেই। থাকলে ওদেরকে ঝাঁঝরা করে দেয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করত না।

খনিমুখের দশ গজ দূরে থাকতে হাতের ইশারায় হবসন আর র‍্যাচেলকে থামাল ম্যাক্স। 'আমরা একজন অন্যজনের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকব এবার, আলাদা সুরঙ্গে ঢুকব,' বলল সে। 'যদি অন্য লোকটাকে দেখতে পাও আর জেনিসকে আহত করার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে নির্দ্বিধায় গুলি করবে। বুঝেছ কি বলেছি? গুলির শব্দ হলে শব্দের দিকে ছুটে আসব আমরা।'

একসঙ্গে নড করল র‍্যাচেল আর হবসন। থমথমে চেহারায় অন্ধকার টানেলে ঢুকে পড়ল ওরা তিনজন। জানে, ওদের সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর জেনিসের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলল ওরা। স্পর্শ আর অন্ধকারে পথ চলার অভিজ্ঞতাই ওদের একমাত্র সম্বল। এক ফোঁটা আলো নেই টানেলের ভেতরে। মাঝেমধ্যেই দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা পাথরে বাড়ি খাচ্ছে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ম্যাক্স। পেছনেই কোথাও আছে হবসন, অথচ দেখা যাচ্ছে না তাকে।

ম্যাক্সের মনে হলো অনন্তকাল ধরে হাঁটছে, পথ যেন ফুরাবে না কখনও। সর্বক্ষণ জেনিসের কথাই ভাবছে। জেনিসের ক্ষতি হতে পারে ভাবতেই বুকে কাঁটার একটা খোঁচা অনুভব করল ম্যাক্স। এতদিন মনে করত মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালে সুখের বদলে অশান্তিই সইতে হয় বেশি; কিন্তু ভুল ভেঙে গেছে ওর। নিজেও বোঝেনি কখন জেনিস ওর কাছে গোটা পৃথিবীর সবকিছুর চেয়েও দামী হয়ে উঠেছে।

একটা পেটমোটা পাথর হাত দিয়ে স্পর্শ করে সাবধানে পার হলো ম্যাক্স। খুব হুঁশিয়ার থাকতে হচ্ছে, মেঝেতে পড়ে থাকা পাথরে হোঁচট খেলেও জেনিসের অপহরণকারী বুঝে ফেলবে ওর উপস্থিতি।

আরও শ'খানেক ফুট এগোনোর পর ম্যাক্স খেয়াল করল আগের তুলনায় সামনের আঁধার অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ওর কল্পনা কিনা বোঝার জন্য চোখ সরু করে তাকাল ম্যাক্স। কই, নাহ্! সত্যিই তো দেখা যাচ্ছে পাথরগুলোর আবছা আকৃতি! সামনের একটা বাঁকের ওধার থেকে আসছে আলোর আভাস। কয়েক পা আগে বাড়ল ম্যাক্স। কথা বলছে একটা লোক।

থমকে দাঁড়াল ম্যাক্স, বড় করে দম নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ল। গলাটা চিনতে ওর ভুল হয়নি, রাগত স্বরে কথা বলছে বারলি করবিন।

'তোমার বাপ র‍্যাঞ্চ লিখে না দিলে বুঝবে তখন,' হুমকির সুরে বলল করবিন। 'অত রাগ কিসের তোমার? কাজ আদায় করতে না পারলে ব্র্যাডেন তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবে। আমি কিন্তু জানি কিভাবে কাজ আদায় করতে হয়।'

লোকটার নোংরা হাসি শুনে ম্যাক্সের মনে হলো এক্ষুণি ছুটে গিয়ে গলা টিপে শুয়োরটাকে শেষ করে দেয়, কিন্তু জেনিসের জবাব শোনার জন্য নিজেকে সংযত করে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল

সে।

'তোমার মত এত নীচ আর ছোটলোক আমি জীবনে দেখিনি,' খুব নিচু স্বরে বললেও জেনিসের কথা স্পষ্ট শুনতে পেল ম্যাক্স। 'তোমাকে আমি ভয় পাই না। ম্যাক্স আসবে আমাকে নিতে। সময় থাকতে পালাও, নাহলে কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরবে!'

কর্কশ গলায় হেসে উঠল করবিন। 'তোমার ম্যাক্স কখনোই এখানে খুঁজতে আসবে না। যদি আসেও, খুন হয়ে যাবে মাইনের ধারেকাছে আসার আগেই। তোমার মুখে এত বড় বড় বোলচাল মানাচ্ছে না, ভুলে গেছ রাইফেল নিয়ে ঢালের কাছে পাহারা দিচ্ছে ডেভিস।'

'ম্যাক্সকে ব্র্যাডেনের কোনও কুকুর ঠেকাতে পারবে না,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল জেনিস। 'নিরস্ত্র মানুষকে পেছন থেকে গুলি করে খুন করার লোক না ম্যাক্স।'

'তা ঠিক, তবে ম্যাক্স ব্র্যান্ড একটা গাধা। গাধা না হলে এই এলাকায় ভুলেও থাকত না। মেক্সিকান হারামজাদাটাকে মেরে খুনের দায় চাপিয়ে দিলাম আমরা ওর ঘাড়ে, একটুর জন্য ফাঁসির হাত থেকে বাঁচল, তবু গেল না। ওর আশা ছেড়ে দিয়ে আমাকে খাতির করতে শুরু করে দাও। তোমাকে দেয়ার মত ওর কিচ্ছু নেই।'

'তাহলে তোমার কাজ?' মুহূর্তের জন্য কেঁপে গেল জেনিসের গলা। 'তারমানে ব্র্যাডেনের নির্দেশ মত জুরিদের সামনে মিথ্যে সাক্ষি দিয়েছে লইয়ার!'

'তাতে কি? আর কয়েকদিন পরই এই টেরিটোরির সমস্ত কিছু ব্র্যাডেনের হাতের মুঠোয় চলে আসবে, লইয়ার জানে সে-কথা।' কয়েক পা সামনে এসে হঠাৎ জেনিসকে জড়িয়ে ধরল করবিন। গায়ের জোরে মিশিয়ে ফেলতে চাইল বুকের সঙ্গে। জেনিস চিৎকার করতে যাচ্ছে দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'চেঁচাও, সুন্দরী, যত ইচ্ছা চেঁচাও! সেই সন্ধে থেকে ভাল ব্যবহার করেছি, কাজ হয়নি; এখন জোর করে তোমাকে নেব। আজকের পর থেকে আর বড় বড় কথা বলতে পারবে না কারও চোখের দিকে তাকিয়ে। তোমার ম্যাক্স ব্র্যান্ড গেল কোথায়, তোমাকে বাঁচাতে আসছে না কেন?' একহাতে জেনিসের গলা পেঁচিয়ে ধরে মুখ নামিয়ে আনতে শুরু করল করবিন। লোকটার মুখের পচা গন্ধে বমি এসে গেল জেনিসের, ক্ষোভে-দুঃখে কেঁদে ফেলল। শরীর মুচড়ে ছুটতে চেষ্টা করল। পারল না।

ঝড়ের বেগে দৌড়ে বাঁক ঘুরে ছোট্ট গুহাটায় পৌঁছে গেল ম্যাক্স। ওর পায়ের আঘাতে শব্দ তুলে গড়াল কয়েকটা পাথর। জেনিসের অসহায় অবস্থা দেখে রক্ত উঠে গেল ম্যাক্সের মাথায়, ভাবতেও পারছে না অন্য কারও বাহুবন্ধনে থাকতে পারে জেনিস।

পেছনে পায়ের শব্দে জেনিসকে ছেড়ে ঘুরতে শুরু করল করবিন, রাগে কুকুরের মত মাড়ি বের করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এখানে কি! তোমাকে না বলেছি পাহারায় থাকতে!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় ম্যাক্সকে দেখে বিস্মিত হয়ে থেমে গেল।

BOIGHAR.COM

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেছে জেনিস, এই সময় করবিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাক্স। কি করছে ও নিজেও জানে না, শুধু জানে সামনে দাঁড়ানো এই লোকটাকে শেষ করতে হবে। বন্য আক্রোশে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে ম্যাক্সের। দু'হাতে আঁকড়ে ধরল করবিনের গলা, ইস্পাতকঠিন আঙুলগুলো চেপে বসল কণ্ঠনালীতে। অস্ত্র ব্যবহারের চিন্তা ম্যাক্সের মাথাতেও এল না। দুটো হাতই যথেষ্ট; চিরে, থেঁতলে, ফাটিয়ে, ছিঁড়ে ফেলবে সে জেনিসের গায়ে হাত দেয়া এই লোকটাকে।

আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করল করবিন, কিন্তু ম্যাক্সের ধাক্কায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় সফল হলো না। পাথরের এবড়োখেবড়ো

দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে চট করে উঠে দাঁড়াতে পারল না। হাঁটুর নিচে সবুট লাথি মারল ম্যাক্স অমানুষিক জোরে। ককিয়ে উঠল করবিন, মারের হাত থেকে বাঁচার আশায় কুস্তিগিরদের ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরল ম্যাক্সের কোমর। বেল্ট খামচে ধরে টেনে তুলতে চাইল নিজেকে। এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে, ক্রোধে অন্ধ একজন লোকের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। হেরে যাওয়ার একমাত্র পরিণতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু!

অবশেষে উঠে দাঁড়াল করবিন। গার্ড নেয়ার আগেই হাতের আঙুল সোজা করে গলায় চপ মারল ম্যাক্স। কুঁজো হয়ে গেল গানম্যান, দম আটকে আসায় কাশতে শুরু করল। মুখে হাঁটুর গুঁতো পড়ায় হাড় ভেঙে চ্যাপ্টা হয়ে গেল নাক। দু'হাতে ঘুসি মারছে ম্যাক্স। গানম্যানের ঠোঁট জোড়া আর চেনার উপায় নেই, রক্তাক্ত মাংসের দলায় পরিণত হয়েছে। সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। চোখ দুটো বুজে এসেছে। গালের মাংস ফেটে গেছে গাছ থেকে পড়া পাকা আমের মত।

মরিয়া হয়ে পাল্টা ঘুসি ছুঁড়ল করবিন। মিস করত, কিন্তু একটা নুড়ি পাথরে পিছলে গেল ম্যাক্সের পা। মুখের বামপাশে লাগল করবিনের মুঠো করা হাতের গিঁঠগুলো। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ওর মাথা। নিজেকে সামলে নেয়ার আগেই বুকে-পেটে কয়েকটা ঘুসি হজম করতে হলো ওকে।

জয়ের উল্লাস ফুটে উঠল করবিনের ক্ষত-বিক্ষত মুখে, ছোট ছোট জ্যাব মেরে ম্যাক্সকে পেছাতে বাধ্য করল সে। কয়েক ফুট পেছনে রেইলের ওপর একটা মেটাল ওয়্যাগন আছে, ওদিকে নিয়ে যেতে চাইছে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে উঠছে শত্রুকে কোণঠাসা করতে পারবে বুঝে। ব্যান্ডেজ বাঁধা কাঁধের দিকেই করবিনের নজর বেশি। একবার ওয়্যাগনের গায়ে ম্যাক্সকে ঠেকাতে পারলে লড়াইটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। স্টীলের গায়ে ম্যাক্সের মাথাটা ইচ্ছা

মত ঠুকতে পারলেই...

ম্যাক্সের বামহাতের কব্জি ধরে ফেলল করবিন, ঘুরিয়ে মোচড় দিয়ে পিঠের দিকে ঠেলতে শুরু করল। আরেকটু চাপ বাড়ালে সকেট থেকে খুলে আসবে কলার বোন। এত মার খাওয়ার পরও হাসছে লোকটা, পৈশাচিক আনন্দে চকচক করছে চোখজোড়া।

প্রচণ্ড ব্যথা দাঁতে দাঁত কামড়ে সহ্য করল ম্যাক্স। মুহূর্তের জন্য মনে হলো জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে। নিজেকে শক্ত করল ম্যাক্স। অজ্ঞান হলেই মৃত্যু, বোঝাল মনকে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডান দিক থেকে বামদিকে ঘুরে গেল আচমকা। মুক্ত ডানহাতে গায়ের জোরে ঘুসি মারল করবিনের পাঁজরে। কাঁধের শুকিয়ে আসা ক্ষত ছিঁড়ে যাওয়ার দুঃসহ যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখল। মড়াৎ করে করবিনের হাড় ভাঙার শব্দ পেল। তারপর আরেকটা আওয়াজ হলো।

মিনিটখানেক পর দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ম্যাক্স। ওয়্যাগনের কাছে মাটিতে পড়ে আছে করবিন। মাথা ফেটে দু'ফাঁক—মগজ দেখা যাচ্ছে। নুড়ি পাথরে পা পড়ায় ম্যাক্সের আঘাত সামলে উঠতে পারেনি বিশালদেহী গানম্যান। ভারসাম্য হারিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে গিয়ে পড়েছে ওয়্যাগনের গায়ে। স্টীলের চোখা কোনা চুল-চামড়া-মাংসসহ মগজে গেঁথে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মরেছে লোকটা, প্রাপ্য কষ্টটুকু পায়নি

ভয়ে তখনও গুহার এককোণে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে জেনিস। এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি ওর। নিজেকে সামলে নিয়ে জেনিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাক্স, শক্ত করে মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরে পা বাড়াল বেরিয়ে যাবার জন্য। ম্যাক্সের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল জেনিস।

খনির মুখের কাছে এসে চোখ খুলল মেয়েটা। 'বাইরে যে-লোকটা...'

'তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, সব ব্যবস্থা হয়েছে,' সান্ত্বনা দিল ম্যাক্স। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে র‍্যাঞ্চে, বুঝতে পারছে রক্তক্ষরণে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। চিকিৎসা দরকার।

গুলি ছুঁড়ে হবসন আর র‍্যাচেলকে সঙ্কেত দিল ম্যাক্স।

খুব ভোরে লেযি বি'র কোর্টইয়ার্ড পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে ঘোড়া থেকে নামল হেনরি ব্র্যাডেন। পোর্চে উঠে জোরে জোরে দরজায় করাঘাত করল। একাই এসেছে, আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব নেই তার মধ্যে। জানে, তুরুপের তাস এখন হাতের মুঠোয়, লেযি বি' দখল ক রাটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

দরজা খুলল কার্ল বোর্ডার। সামনে ব্র্যাডেনকে দেখে ওর চোয়াল দৃঢ় হলো। রাগ সামলে শান্ত স্বরে বলল, 'তোমার বোধহয় জানা নেই এই মুহূর্তে অন্তত দশটা রাইফেলের লক্ষ্য তুমি।'

'তাতে কিছু যায় আসে না,' হাসল ব্র্যাডেন। 'আমার ক্ষতি করার সাধ্য তোমার নেই, বোর্ডার। উল্টোপাল্টা কিছু করে বসে মেয়ের লাশ দেখতে চাও?'

হাতের মুঠো শক্ত করে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল র‍্যাঞ্চার। 'কি চাও, ব্র্যাডেন?'

'তোমাকে ভাল দাম অফার করেও র‍্যাঞ্চটা আমি পাইনি; কি চাই বুঝতেই পারছ। আজ সন্ধের আগেই লোকজন নিয়ে চলে যেতে হবে তোমাকে।'

'আর জেনিস?'

'দলিলে সই করে দিলে ফোর্ট আর্থারে সুস্থ অবস্থায় পৌঁছে দেয়া হবে জেনিসকে।'

'আর ফোর্ট আর্থারে গিয়ে আমি কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিলে?'

শ্রাগ করল ব্র্যাডেন। 'মনে করেছ আমি ভাবিনি ব্যাপারটা? দলিলে স্বীকৃতি দেয়ার পর প্রমাণ করা সহজ হবে না যে তোমার

উপর চাপ সৃষ্টি করে সই নেয়া হয়েছে। আমাদের দু'জনের বক্তব্যকে ভিত্তি করে বিচার নিষ্পত্তি হবে, কাজেই কাগজ-পত্র যার পক্ষে সে-ই জিতবে। তাছাড়া সবসময়ই জেনিসের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে তোমাকে, টেরিটোরির যেখানেই যাও না কেন।'

হেরে গেছে কার্ল বোর্ডার। জীবন যুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষের মতই হয়েছে চেহারা। বোর্ডারের অবস্থা দেখে হাসল ব্র্যাডেন। পেছনে, কোর্ট ইয়ার্ডে কয়েকটা ঘোড়া এসে থামার শব্দে বলল, 'ভুলে যেয়ো না কি বলেছি। আমার ক্ষতি হলে বাঁচবে না তোমার মেয়ে।'

চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকাল কার্ল বোর্ডার। আরেকবার হাসল ব্র্যাডেন, হাসি চেপে রাখতে পারছে না। পকেট থেকে বের করল দলিলের কাগজ।

'তাড়া আছে, সই করে দাও,' বলল সে। বুক পকেট থেকে কলম বের করে বাড়িয়ে ধরেই আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্র্যাডেনের সারা শরীর। পেছন থেকে কথা বলে উঠেছে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর।

'এত তাড়া কিসের, ব্র্যাডেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হেনরি ব্র্যাডেন, ম্যাক্সের পাশে জেনিসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধীরে ধীরে চেহারা থেকে মুছে গেল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। ব্রেস্ট হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল ম্যাক্সের সিক্সগানটা বুক বরাবর তাক করা আছে দেখতে পেয়ে।

'তুমি মরলে খুশিই হব আমি,' শান্ত স্বরে বলল ম্যাক্স। 'করবিন মরার আগে স্বীকার করে গেছে স্টেবল মালিকের খুনী সে। করবিনকে শেরিফ বানিয়েছিলে, তোমার বিচারের সময় কথাটা ভুলবে না শহরের লোকজন।'

ম্যাক্সকে পাশ কেটে আগে বেড়ে ব্র্যাডেনের অস্ত্রটা নিয়ে নিল শেরিফ হবসন, ছুঁড়ে ঘরের কোণে ফেলে দিয়ে কড়া চোখে

তাকাল। 'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো, ব্র্যাডেন। ফোর্ট আর্থারে তোমার বিচার হবে ভুয়া জুরির সাথে। তোমার পোষা কুকুর ওই উকিলটাও রেহাই পাবে না। একটা কথা বলতে পারি, ওই বিচারে অন্তত নিরপেক্ষতা থাকবে।' সবাই চুপ করে আছে। ব্রাডেনকে বন্দী করে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার পথে শেরিফ আবার বলল, 'র‍্যাচেল, কার্ল, তোমাদের সঙ্গে একটা জরুরী আলাপ আছে। এসো আমার সঙ্গে।'

সবাই চলে যাবার পর বন্ধ দরজার দিকে তাকাল জেনিস। লাজুক চেহারায় বলল, 'আর যাই হোক, অনেকের চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে শেরিফের।'

'মানে?' যেন ঈর্ষার খোঁচা খেয়ে রেগে উঠল ম্যাক্স।

'মানে তোমার মত বোকা না, চেহারার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটাও চমৎকার।'

'ভেবেছিলাম হোমস্টিড বেচার টাকাগুলো নিয়ে এসে এখানে একটা র‍্যাঞ্চ করব; কিন্তু তা আর হবে না।' ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক্স। দৃঢ় পায়ে এগোল দরজার দিকে।

পেছন থেকে জেনিস জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

থামল না ম্যাক্স, দরজার কাছে পৌঁছে গেল।

'আমি ঠাট্টা করছিলাম,' উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল জেনিসের কণ্ঠে।

'আমিও,' ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক্স। 'ওই বুড়ো শেরিফকে তুমি পছন্দ করো বললেই বিশ্বাস হিংসে মনে করেছ নাকি!'

'তাহলে চললে কোথায়?'

'পুরুষ মানুষ—যাচ্ছি ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে আলাপ করতে, আর কোথায়? কেন, আমাকে হারানোর ভয় তোমাকে পেয়ে বসেছিল বুঝি?'

জবাব দিল না জেনিস, দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাক্সের বুকে।

* * * *

BOIGHAR.COM